।। श्रीहरि: ।।

1322

শ্রীশ্রীচণ্ডী

श्रीदुर्गासप्तशती सटीक (बँगला)

গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর

1322

॥ শ্রীহরিঃ ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী

দুর্গাসপ্তশতী সটীক (বাঁংলা)

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব॥

অনুবাদক— শ্রীরামনারায়ণদত্ত শাস্ত্রী 'রাম'

বঙ্গানুবাদ—শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

॥ শ্রীহরিঃ ॥

ভূমিকা

দেবী প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য॥

দুর্গাসপ্তশতী হিন্দুধর্মের সর্বমান্য পুস্তক। এই পুস্তকটি ভগবতীর কৃপার সুন্দর পৌরাণিক আখ্যানের অন্তর্গত, বড় বড় গুহ্য সাধন রহস্যে পূর্ণ ; কর্ম, ভক্তি আর জ্ঞানের ত্রিবিধ মন্দাকিনীপ্রবাহরূপ এই পুস্তক ভক্তের কাছে বাঞ্ছাকল্পতরু। সকাম ভক্ত এর থেকে মনোবাঞ্ছিত দুর্লভতম বস্তু ও স্থিতি সহজেই লাভ করতে পারে। আর নিষ্কাম ভক্ত অতিদুর্লভ মোক্ষলাভ করে কৃতার্থ হয়। রাজা সুরথকে মেধা ঋষি বলেছেন—'**তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্। আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥**' মহারাজ ! আপনি সেই ভগবতী পরমেশ্বরীর শরণ গ্রহণ করুন। তিনি আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে মানুষকে ভোগ, স্বর্গ ও অপুনরাবর্তী মোক্ষ প্রদান করেন। সেই মতো আরাধনা করে ঐশ্বর্যকামী রাজা সুরথ অখণ্ড সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন আর বৈরাগ্যবান সমাধি বৈশ্য দুর্লভ জ্ঞানলাভের ফলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত এই আশীর্বাদরূপ মন্ত্রময় পুস্তকের সাহায্যে কত না জানি আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু তথা প্রেমীভক্ত আপনাপন মনোরথ সফল করেছে। আনন্দের কথা যে জগজ্জননী ভগবতী শ্রীদুর্গার কৃপায় সেই সপ্তশতী সংক্ষিপ্ত পাঠ-বিধি সহ পুস্তকরূপে পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। এর মধ্যে আখ্যান ভাগ তথা অন্য সেই সকল বস্তু আছে, যা '**কল্যাণ**' পত্রিকার বিশেষাঙ্ক '**সংক্ষিপ্ত মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মপুরাণাঙ্ক**' তে প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় কিছু স্তোত্রের সংকলনও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

এর মধ্যে পাঠ করার বিধি স্পষ্ট, সরল ও প্রামাণিকরূপে দেওয়া হয়েছে। এর মূল পাঠের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আজকাল মুদ্রাকরপ্রমাদ রোধ করা এক অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই পুস্তককে তার থেকে

বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য কোথাও কোথাও পাঠভেদও দেওয়া হয়েছে। শাপোদ্ধার-এর কয়েকটি রকমের দেওয়া হয়েছে। কবচ, অর্গলা ও কীলকের অর্থও দেওয়া হয়েছে। বৈদিক-তান্ত্রিক রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্তের সাথেই দেব্যথর্বশীর্ষ, সিদ্ধ-কুঞ্জিকাস্তোত্র, মূল সপ্তশ্লোকী দুর্গা, শ্রীদুর্গাদ্বাত্রিংশন্নামমালা, শ্রীদুর্গাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র, শ্রীদুর্গামানসপূজা ও দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রও যুক্ত করাতে পুস্তকের উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নবার্ণবিধি তো আছেই, আবশ্যকীয় ন্যাসও বাদ দেওয়া হয়নি। সপ্তশতীর মূল শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিন রহস্যের মধ্যে গূঢ় বিষয়গুলিও টিপ্পণীর দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে। এইসব বৈশিষ্ট্যের দরুন এই পুস্তক পাঠ ও অধ্যয়নের পক্ষে অত্যন্তই উপযুক্ত ও উত্তম পুস্তক হয়েছে বলে মনে করা হয়।

সপ্তশতী পাঠের সময় নিয়মের দিকে মন রাখা তো উত্তমই, তার মধ্যে আরও ভাল হচ্ছে ভগবতী দুর্গার চরণে সপ্রেম ভক্তি। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে জগদম্বাকে স্মরণ করে সপ্তশতী পাঠকের ঐশীকৃপার উপলব্ধি সত্বরই অনুভূত হয়। আশা করা যাচ্ছে যে ভক্তপাঠক এই বই থেকে ফললাভ করবে। বানান শুদ্ধির দিকে সবরকম চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও প্রমাদবশতঃ ত্রুটি থাকা সম্ভব। এইরকম ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে পাঠকবর্গের প্রতি অনুরোধ যে তাঁরা যেন তাঁদের অমূল্য উপদেশ আমাদের জানান, যাতে ভবিষ্যতে যথোপযুক্ত সংশোধন করা যেতে পারে।

—হনুমানপ্রসাদ পোদ্দার

নম্র নিবেদন

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বিশ্বমাতা মহেশ্বরী।
সংনম্যতে সদা দেবী প্রসীদ জগদম্বিকে॥

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' গ্রন্থখানি একটি সমাদৃত ধর্মগ্রন্থ। বহির্বঙ্গে এই গ্রন্থটি 'সপ্তশতী' বা দুর্গাসপ্তসতী নামে অধিক পরিচিত। গ্রন্থটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে এর মন্ত্রসংখ্যা সাতশ। অবশ্য মন্ত্রসংখ্যা নিয়ে কিছু মতান্তরও আছে। চণ্ডীর প্রত্যেকটি মন্ত্রের সঙ্গে আর একটি মন্ত্র যোগ করে পাঠ করার একটি বিধিও রয়েছে। এরকম পাঠ করাকে পুটিত চণ্ডীপাঠ বলা হয়।

মার্কেণ্ডেয়পুরাণের ৮৯ থেকে ৯৩ অধ্যায়ে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বঙ্গদেশে এই ১৩টি অংশই চণ্ডী নামে আখ্যাত। এর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে চণ্ডী বা দেবী মহামায়ার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। দেবী মাহাত্ম্যের এই বর্ণনা কিছু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিতরূপে দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, রামপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। চণ্ডীর বহু টীকা আছে। তবে উল্লেখযোগ্য টীকার সংখ্যা ৩০-৩৫ এর মতো। এগুলির মধ্যে ভাস্করের টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই টীকার নাম 'গুপ্তবতী'। ভাস্করাচার্য সপ্তদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোরের কাছে জন্ম গ্রহণ করেন। গুপ্তবতী টীকা রচিত হয় ১৭৪১ সালে। তিনি তাঁর টীকায় চণ্ডীর অর্থ এইভাবে করেছেন— দুর্গাসপ্তশতী গ্রন্থ চণ্ডী দেবীর স্বরূপ বাচক মন্ত্রশরীররূপে নানা তন্ত্রে প্রসিদ্ধ। চণ্ডী শব্দটির ব্যুৎপত্তি চণ্ড শব্দ থেকে। চণ্ড শব্দটির অর্থ অতি কোপন। চণ্ডী চণ্ডের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ। এর অর্থ অতি কোপনা স্ত্রী। বস্তুতঃ দেবী যুগে যুগে আবির্ভূতা হয়ে কীভাবে অসুরদের অত্যাচার থেকে দেবতাদের উদ্ধার করেছিলেন তার তিনটি কাহিনী এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

অসুর নিধনে দেবী রণমূর্তি ধারণ করেছিলেন এবং তখন তিনি অত্যন্ত রোষপরায়ণা ছিলেন। সেজন্যই তিনি চণ্ডী নামে খ্যাতা। কাহিনী তিনটিতে মধুকৈটভ-বধ, মহিষাসুর-বধ এবং ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড এবং রক্তবীজের

সঙ্গে শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধের কথা বলা হয়েছে। প্রথম চরিত্রের দেবী হলেন মহাকালী। তিনি স্বয়ং মধুকৈটভকে বধ করেননি। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে দেবী জগন্মাতার লীলামাধুরী এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁর মাহাত্ম্য ব্যতিরেকে ঐ অসুরকে বধ করা সম্ভব ছিল না। প্রথম চরিত্রে দেবীকে স্তব করেছেন ব্রহ্মা। বেদব্যাস মার্কেণ্ডেয়পুরাণে এই চণ্ডী বা দুর্গাসপ্তশতীর বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় চরিত্রে দেবী স্বয়ং মহিষাসুরকে বধ করেছেন। এর কাহিনীটি এইরূপ—পুরাকালে মহিষাসুর ইন্দ্রসহ সকল দেবতাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে নিজে ইন্দ্রাসনে অধিষ্ঠিত হয়। পরাজিত দেবতারা মহেশ্বর এবং বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। দেবতাদের এই দুর্দশার কথা শুনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের ক্রোধপূর্ণ মুখ থেকে এক প্রচণ্ড তেজ নির্গত হয়েছিল। পর্বতাকার এই জাজ্বল্যমান তেজ দেহরূপ ধারণ করে। সকল দেবতা এই নব আবিভূর্তা দেবীকে তাঁদের নিজ নিজ অস্ত্র দান করেন। নানা ভাবে অস্ত্র সজ্জিতা হয়ে দেবী মহিষাসুরকে যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং ঘোরতর যুদ্ধে সেই অসুর ও তার সৈন্যদলকে বধ করেন। এই দ্বিতীয় চরিত্রের দেবী হলেন মহালক্ষ্মী। মহালক্ষ্মীর ধ্যান বিভিন্ন অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তৃতীয় চরিত্রে দেবী মহাসরস্বতীমূর্তি ধারণ করে অত্যাচারী দেবতাদের অধিকার হরণকারী অনুচরসহ শুম্ভ, নিশুম্ভকে বধ করেন।

ত্রিমূর্তিধারিণী দেবী চণ্ডী সমগ্র জগৎকে সম্মোহিত করে রেখেছেন। তিনিই মানুষের সংসার-বন্ধন এবং মুক্তির হেতু, তিনি দেবতাদের মিলিত শক্তিরূপা, তিনি নিত্যা। দেবতাদের কার্য সিদ্ধি করার জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন, তখনই তিনি উৎপন্ন হয়েছেন এমন কথা বলা হয়। দেবীর প্রকৃতি এবং স্বরূপের কথা মেধস্ মুনি রাজা সুরথ এবং সমাধি নামক বৈশ্যের কাছে বলেছিলেন। দেবীপূজা উপলক্ষে এবং গৃহস্থের কল্যাণ কামনায় শ্রীশ্রীচণ্ডী পঠিত হয়। এই গ্রন্থ ভক্তি ও বিশ্বাসের পরাকাষ্ঠা।

গোরখপুর (গোরক্ষপুর) গীতাপ্রেস হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত পাঠবিধিসহ "শ্রীশ্রীচণ্ডী" (দুর্গাসপ্তশতী) গ্রন্থখানি অতি উপাদেয়, বিভিন্ন মতের বিশ্লেষণ

ও অর্থপরিপাট্য বিদগ্ধ ব্যক্তিমাত্রকেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম। এতে যেমন পাঠবিধি আছে বাংলায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত কোনও চণ্ডী বইতে তা নেই। বিশেষত সঙ্কল্প বাক্য, বিস্তৃত ন্যাসাবলি, বেদোক্ত রাত্রিসূক্ত, তন্ত্রোক্ত রাত্রিসূক্ত, শ্রীদেব্যথর্শীর্ষ, নবার্ণবিধি, ঋগ্‌বেদোক্ত দেবীসূক্ত, তন্ত্রোক্ত দেবীসূক্ত, প্রাধানিক রহস্য, বৈকৃতিক রহস্য, মূর্তিরহস্য, ক্ষমাপ্রার্থনা, শ্রীদুর্গামানসপূজা, দুর্গাদ্বাত্রিংশন্নামমালা, দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্র, সিদ্ধকুঞ্জিকাস্তোত্র ও সপ্তশতীর সিদ্ধ সম্পুট মন্ত্রাবলি সমৃদ্ধ শ্রীশ্রীচণ্ডীর অভিনব ও দুর্লভ সংস্করণ অতিবিরল। শ্রদ্ধেয় লোকবিশ্রুত হনুমান প্রসাদ পোদ্দার মহাভাগ শাস্ত্রবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত চূড়ামণি শ্রীরামনারায়ণদত্ত শাস্ত্রী মহোদয় দ্বারা যে অনুবাদ করিয়েছেন, তাহা অতি অনবদ্য এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। কিন্তু অহিন্দীভাষীদের পক্ষে সেই মাতৃলীলামৃত পান করা দুরধিগম্য বলে গীতাপ্রেস শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য দ্বারা সেটির আদ্যোপান্ত বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করে আজ আমাদের মতো অভাজন মাতৃলীলারস পিপাসুদের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন। শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রয়োজনমতো যৎকিঞ্চিৎ সম্পাদনা করে অনুবাদটি যথাসাধ্য সুখপাঠ্য করার আন্তরিক প্রয়াস করেছেন।

শ্রীভগবান্ বেদব্যাস মহাভারতের মধ্যে শ্রীগীতা এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণে দুর্গাসপ্তশতী (শ্রীশ্রীচণ্ডী) রচনা করে ভারতবাসীকে তথা সম্পূর্ণ বিশ্বকে শক্তিমান ও শক্তির লীলামৃত পান করে অমর হবার পথ নির্দেশ করেছেন। সেই মাতৃলীলাসমৃদ্ধ 'দুর্গাসপ্তশতীর (শ্রীশ্রীচণ্ডীর)' বহুল প্রচার কামনা করে এবং এই প্রকাশন কার্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দুর্গাস্তুতির দুইটি শ্লোক দ্বারা মহামায়াকে প্রণাম জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম।

দশকরধারিণি শঙ্করি শুভদে, হরি-হর-বিধিনুত-মঙ্গল-বরদে।
জয় জগদীশ্বরি শাম্ভবি বিমলে, মম নতিরেষা তব পদকমলে॥

সদাপ্রণত

শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য
অধ্যক্ষ, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়

দেবীময়ী

তব চ কা কিল ন স্তুতিরম্বিকে !
সকলশব্দময়ী কিল তে তনুঃ।
নিখিলমূর্তিষু মে ভবদন্বয়ো
মনসিজাসু বহিঃপ্রসরাসু চ॥
ইতি বিচিন্ত্য শিবে ! শমিতাশিবে !
জগতি জাতমযত্নবশাদিদম্।
স্তুতিজপার্চনচিন্তনবর্জিতা
ন খলু কাচন কালকলাস্তি মে॥

'হে জগদম্বিকে ! বিশ্বসংসারে কোন্ বাঙ্ময় এমন, যা তোমার স্তুতি নয় ; কারণ তোমার দিব্যতনু তো সকলশব্দময়। হে দেবি ! আমার মনে সংকল্প-বিকল্পাত্মক রূপে উদিত এবং বিশ্বসংসারে দৃশ্যরূপ পরিলক্ষিত সব আকৃতির মধ্যেই তোমার স্বরূপ দর্শন হচ্ছে। হে সর্ব অমঙ্গলনাশিনী কল্যাণস্বরূপে শিবে ! এই ভাবনা মনে রেখে এখন বিনা প্রযত্নেই সমস্ত চরাচর বিশ্বে আমার এই স্থিতি এসে গেছে যে, আমার সময়ের ক্ষুদ্রতম অংশগুলি—মুহূর্তগুলিও তোমার স্তুতি, জপ, পূজা অথবা ধ্যান ছাড়া থাকে না ; অর্থাৎ আমার জাগতিক সব আচার ব্যবহার তোমারই ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রতি যথোচিত রূপে ব্যবহৃত হওয়ার দরুন সব কিছুই তোমারই পূজার রূপে পরিণত হয়েছে।'

—মহামাহেশ্বর আচার্য অভিনবগুপ্ত

— ০ —

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

~~o~~

সপ্তশ্লোকী দুর্গা

শিব উবাচ

দেবি ত্বং ভক্তসুলভে সর্বকার্যবিধায়িনী।
কলৌ হি কার্যসিদ্ধ্যর্থমুপায়ং ব্রূহি যত্নতঃ॥

দেব্যুবাচ

শৃণু দেব প্রবক্ষ্যামি কলৌ সর্বেষ্টসাধনম্।
ময়া তবৈব স্নেহেনাপ্যম্বাস্তুতিঃ প্রকাশ্যতে॥

ওঁ অস্য শ্রীদুর্গাসপ্তশ্লোকীস্তোত্রমন্ত্রস্য নারায়ণ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীমহাকালীমহালক্ষ্মীমহাসরস্বত্যো দেবতাঃ, শ্রীদুর্গাপ্রীত্যর্থং সপ্তশ্লোকীদুর্গাপাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥ ১ ॥

শিব বললেন—হে দেবি ! তুমি ভক্তের কাছে সহজলভ্য এবং সমস্ত কর্মের বিধানকারিণী। কলিযুগে কামনাপূরণের যদি কোনও উপায় থাকে, তবে তোমার বাণীদ্বারা সম্যক্‌ভাবে তা বলো।

দেবী বললেন—হে দেব ! আমার ওপরে আপনার অসীম স্নেহ। কলিযুগে সর্বকামনা সিদ্ধির যে সাধন ; তা আমি বলছি, শুনুন। তার নাম হল 'অম্বাস্তুতি'।

ওঁ এই দুর্গাসপ্তশ্লোকী স্তোত্রের ঋষি হলেন নারায়ণ, ছন্দ অনুষ্টুপ, শ্রীমহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী হলেন দেবতা ; শ্রীদুর্গার প্রীত্যর্থে সপ্তশ্লোকী দুর্গাপাঠে এর বিনিয়োগ করা হয়।

এই ভগবতী মহামায়া দেবী জ্ঞানীদের চিত্তকেও বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহময় করে দেন॥ ১ ॥

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা,
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥ ২ ॥

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৩ ॥

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৪ ॥

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ৫ ॥

হে মা দুর্গা ! আপনি স্মরণমাত্রই সব প্রাণীর ভয় হরণ করে নেন এবং স্বস্থ পুরুষের দ্বারা চিন্তা করলে তাকে পরম কল্যাণময়ী বুদ্ধি প্রদান করেন। দুঃখ, দারিদ্র্য ও ভয়হারিণী দেবি ! আপনি ছাড়া দ্বিতীয়া কে আছেন যার চিত্ত সকলের উপকার করার জন্য সততই দয়াদ্র॥ ২ ॥

নারায়নী ! আপনি সর্বপ্রকার মঙ্গলপ্রদানকারী মঙ্গলময়ী, কল্যাণদায়িণী শিবা। আপনি সর্ব পুরুষার্থ সিদ্ধিদায়িনী, শরণাগতবৎসলা, ত্রিনয়নী গৌরী। আপনাকে প্রণাম॥ ৩॥

শরণাগত, দীন এবং পীড়িতকে রক্ষায় সতত নিরত তথা সকলের পীড়া নিবারণকারিণী নারায়ণী দেবি ! আপনাকে প্রণাম॥ ৪ ॥

সর্বস্বরূপা, সর্বেশ্বরী তথা সর্বপ্রকার শক্তিসম্পন্না দিব্যরূপা দেবি দুর্গে ! সকল ভয় থেকে আমাদের রক্ষা করুন, আপনাকে প্রণাম ॥ ৫ ॥

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥ ৬ ॥
সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীসপ্তশ্লোকী দুর্গা সম্পূর্ণা॥

~~O~~

হে দেবি ! আপনি প্রসন্ন হলে সর্বব্যাধি দূর করে দেন, আবার কুপিত হলে মনোবাঞ্ছিত সব কামনা নাশ করে দেন। যারা আপনার শরণ গ্রহণ করেছে, তাদের কাছে বিপদ কখনও আসে না। আপনার শরণগ্রহণকারী ব্যক্তি অপরের শরণদাতা হন॥ ৬ ॥

হে সর্বেশ্বরি ! আপনি এরূপে তিন লোকের সমস্ত বাধা দূর করুন এবং আমাদের শত্রু নাশ করুন॥ ৭ ॥

শ্রীসপ্তশ্লোকী দুর্গা সম্পূর্ণ হল॥

~~O~~

ওঁ

॥ শ্রীদুর্গায়ৈঃ নমঃ ॥

শ্রীদুর্গাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র

ঈশ্বর উবাচ

শতনাম প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে।
যস্য প্রসাদমাত্রেণ দুর্গা প্রীতা ভবেৎ সতী॥ ১ ॥

ওঁ সতী সাধ্বী ভবপ্রীতা ভবানী ভবমোচনী।
আর্যা দুর্গা জয়া চাদ্যা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী॥ ২ ॥

পিনাকধারিণী চিত্রা চণ্ডঘণ্টা মহাতপাঃ।
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারা চিত্তরূপা চিতা চিতিঃ॥ ৩ ॥

সর্বমন্ত্রময়ী সত্তা সত্যানন্দস্বরূপিণী।
অনন্তা ভাবিনী ভাব্যা ভব্যাভব্যা সদাগতিঃ॥ ৪ ॥

শাম্ভবী দেবমাতা চ চিন্তা রত্নপ্রিয়া সদা।
সর্ববিদ্যা দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী॥ ৫ ॥

মহাদেব পার্বতীকে বলছেন—হে কমলাননে ! আমি এখন অষ্টোত্তর শতনাম বর্ণনা করছি, শোনো ; যার প্রসাদ (পাঠ বা শ্রবণ) মাত্রেই পরমা সাধ্বী ভগবতী দুর্গা প্রসন্না হন॥ ১ ॥

১. ওঁ সতী, ২. সাধ্বী, ৩. ভবপ্রীতা (ভগবান শিবের প্রতি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়া), ৪. ভবানী, ৫. ভবমোচনী (সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিদায়িনী), ৬. আর্যা, ৭. দুর্গা, ৮. জয়া, ৯. আদ্যা, ১০. ত্রিনেত্রা, ১১. শূলধারিণী, ১২. পিনাকধারিণী, ১৩. চিত্রা, ১৪. চণ্ডঘণ্টা (প্রচণ্ড শব্দে ঘণ্টানাদকারিণী), ১৫. মহাতপাঃ (দুশ্চর তপস্যাকারিণী), ১৬. মনঃ (মননশক্তি), ১৭. বুদ্ধিঃ (বোধশক্তি), ১৮. অহংকারা (অহমের আশ্রয়), ১৯. চিত্তরূপা, ২০. চিতা, ২১. চিতিঃ (চেতনা), ২২. সর্বমন্ত্রময়ী, ২৩. সত্তা (সৎ-স্বরূপা),

অপর্ণানেকবর্ণা চ পাটলা পাটলাবতী।
পট্টাম্বরপরীধানা কলমঞ্জীররঞ্জিনী॥ ৬ ॥

অমেয়বিক্রমা ক্রূরা সুন্দরী সুরসুন্দরী।
বনদুর্গা চ মাতঙ্গী মতঙ্গমুনিপূজিতা ॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈন্দ্রী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
চামুণ্ডা চৈব বারাহী লক্ষ্মীশ্চ পুরষাকৃতিঃ॥ ৮ ॥

বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া নিত্যা চ বুদ্ধিদা।
বহুলা বহুলপ্রেমা সর্ববাহনবাহনা॥ ৯ ॥

নিশুম্ভশুম্ভহননী মহিষাসুরমর্দিনী।
মধুকৈটভহন্ত্রী চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী॥ ১০ ॥

সর্বাসুরবিনাশা চ সর্বদানবঘাতিনী।
সর্বশাস্ত্রময়ী সত্যা সর্বাস্ত্রধারিণী তথা॥ ১১ ॥

---

২৪. সত্যানন্দস্বরূপিণী, ২৫. অনন্তা (যাঁর স্বরূপের কোনও অন্ত নেই), ২৬. ভাবিনী (সব কিছুর উৎপত্তিকারিণী), ২৭. ভাব্যা (ভাবনা এবং ধ্যানের যোগ্যা), ২৮. ভব্যা (কল্যাণরূপা), ২৯. অভব্যা (যাঁর থেকে বেশী ভব্য আর কোথাও নেই), ৩০. সদাগতিঃ, ৩১. শাম্ভবী (শিবপ্রিয়া), ৩২. দেবমাতা, ৩৩. চিন্তা, ৩৪. রত্নপ্রিয়া, ৩৫, সর্ববিদ্যা, ৩৬. দক্ষকন্যা, ৩৭. দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী, ৩৮. অপর্ণা (তপস্যাকালে পর্ণ পাতা পর্যন্ত্য না খাওয়া), ৩৯. অনেকবর্ণা (বহুবর্ণবিশিষ্টা), ৪০. পাটলা (লাল বরণা), ৪১. পাটলাবতী (গোলাপফুল বা লালফুল ধারণকারিণী), ৪২. পট্টাম্বরপরীধানা (রেশমীবস্ত্র পরিহিতা), ৪৩. কলমঞ্জীররঞ্জিনী (মধুর ধ্বনিকারী নূপুর ধারণ করে প্রসন্না), ৪৪. অমেয়বিক্রমা (অসীম পরাক্রমশালিনী), ৪৫. ক্রূরা (দৈত্যদের প্রতি কঠোর), ৪৬. সুন্দরী, ৪৭. সুরসুন্দরী, ৪৮. বনদুর্গা, ৪৯. মাতঙ্গী, ৫০. মতঙ্গমুনিপূজিতা, ৫১. ব্রাহ্মী, ৫২. মাহেশ্বরী, ৫৩. ঐন্দ্রী, ৫৪. কৌমারী, ৫৫. বৈষ্ণবী, ৫৬. চামুণ্ডা, ৫৭. বারাহী, ৫৮. লক্ষ্মী, ৫৯. পুরুষাকৃতি,

অনেকশস্ত্রহস্তা চ অনেকাস্ত্রস্য ধারিণী।
কুমারী চৈককন্যা চ কৈশোরী যুবতী যতিঃ॥ ১২ ॥

অপ্রৌঢ়া চৈব প্রৌঢ়া চ বৃদ্ধমাতা বলপ্রদা।
মহোদরী মুক্তকেশী ঘোররূপা মহাবলা॥ ১৩ ॥

অগ্নিজ্বালা রৌদ্রমুখী কালরাত্রিস্তপস্বিনী।
নারায়ণী ভদ্রকালী বিষ্ণুমায়া জলোদরী॥ ১৪ ॥

শিবদূতী করালী চ অনন্তা পরমেশ্বরী।
কাত্যায়নী চ সাবিত্রী প্রত্যক্ষা ব্রহ্মবাদিনী॥ ১৫ ॥

য ইদং প্রপঠেন্নিত্যং দুর্গানামশতাষ্টকম্।
নাসাধ্যং বিদ্যতে দেবি ত্রিষু লোকেষু পার্বতি॥ ১৬ ॥

---

৬০. বিমলা, ৬১. উৎকর্ষিণী, ৬২. জ্ঞানা, ৬৩. ক্রিয়া, ৬৪. নিত্যা, ৬৫. বুদ্ধিদা, ৬৬. বহুলা, ৬৭. বহুলপ্রেমা, ৬৮. সর্ববাহনবাহনা, ৬৯. নিশুম্ভশুম্ভহননী, ৭০. মহিষাসুরমর্দিনী, ৭১. মধুকৈটভহন্ত্রী, ৭২. চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী,৭৩. সর্বাসুরবিনাশা, ৭৪. সর্বদানবঘাতিনী, ৭৫. সর্বশাস্ত্রময়ী,৭৬. সত্যা,৭৭. সর্বাস্ত্রধারিণী, ৭৮. অনেকশস্ত্রহস্তা, ৭৯. অনেকাস্ত্রধারিণী, ৮০. কুমারী, ৮১. এককন্যা, ৮২. কৈশোরী, ৮৩. যুবতী, ৮৪. যতি, ৮৫. অপ্রৌঢ়া, ৮৬. প্রৌঢ়া, ৮৭. বৃদ্ধমাতা, ৮৮. বলপ্রদা, ৮৯. মহোদরী, ৯০. মুক্তকেশী, ৯১. ঘোররূপা, ৯২. মহাবলা, ৯৩. অগ্নি জ্বালা, ৯৪. রৌদ্রমুখী, ৯৫. কালরাত্রি, ৯৬. তপস্বিনী, ৯৭. নারায়ণী, ৯৮. ভদ্রকালী, ৯৯. বিষ্ণুমায়া, ১০০. জলোদরী, ১০১. শিবদূতী, ১০২. করালী, ১০৩. অনন্তা (বিনাশরহিতা), ১০৪. পরমেশ্বরী, ১০৫. কাত্যায়নী, ১০৬. সাবিত্রী, ১০৭. প্রত্যক্ষা, ১০৮. ব্রহ্মবাদিনী॥ শ্লোক সংখ্যা ২-১৫

দেবী পার্বতি! যে প্রতিদিন মা দুর্গার এই অষ্টোত্তরশতনাম পাঠ করে, তার কাছে ত্রিলোকে অসাধ্য কিছুই নেই॥ ১৬ ॥

ধনং ধান্যং সুতং জায়াং হয়ং হস্তিনমেব চ।
চতুর্বর্গং তথা চান্তে লভেন্মুক্তিং চ শাশ্বতীম্॥ ১৭ ॥

কুমারীং পূজয়িত্বা তু ধ্যাত্বা দেবীং সুরেশ্বরীম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা পঠেন্নামশতাষ্টকম্॥ ১৮ ॥

তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্ দেবি সর্বৈঃ সুরবরৈরপি।
রাজানো দাসতাং যান্তি রাজ্যশ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ॥ ১৯ ॥

গোরোচনালক্তকুঙ্কুমেন সিন্দূরকর্পূরমধুত্রয়েণ।
বিলিখ্য যন্ত্রং বিধিনা বিধিজ্ঞো ভবেৎ সদা ধারয়তে পুরারিঃ॥ ২০ ॥

ভৌমাবাস্যানিশামগ্রে চন্দ্রে শতভিষাং গতে ।
বিলিখ্য প্রপঠেৎ স্তোত্রং স ভবেৎ সম্পদাং পদম্॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীদুর্গাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রং সমাপ্তম্॥

~~০~~

সে বহু ধন-ধান্য, পুত্র, স্ত্রী, ঘোড়া, হস্তী, ধর্ম আদি চার পুরুষার্থ তথা অন্তে সনাতন মুক্তিও প্রাপ্ত হয়॥ ১৭ ॥

কুমারীপূজা এবং দেবী সুরেশ্বরীর ধ্যান করে পরমভক্তির সহিত তাঁর পূজা করে, তারপর অষ্টোত্তর শতনাম পাঠ আরম্ভ করতে হয় ॥ ১৮ ॥

দেবি ! যে এইরূপ করে, সকল শ্রেষ্ঠ দেবতাদের কাছ থেকেও তার সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। রাজা তার দাস হয়ে যায়, সে রাজলক্ষ্মীকে লাভ করে॥ ১৯ ॥

গোরোচন, লাক্ষা, কুঙ্কুম, সিন্দূর, কর্পূর, ঘী (অথবা দুধ), চিনি ও মধু—এই সব বস্তু একত্র করে এর দ্বারা বিধিমত যন্ত্র লিখে যে বিধিজ্ঞ পুরুষ সতত ওই যন্ত্র ধারণ করে, সে শিবের তুল্য (মোক্ষরূপ) হয়ে যায়॥ ২০ ॥

ভৌমবতী অমাবস্যার মধ্যরাত্রে, চন্দ্র যখন শতভিষা নক্ষত্রে অবস্থান করে, সেই সময় এই স্তোত্র লিখে যে ইহা পাঠ করে সে অতুল সম্পত্তিশালী হয়॥ ২১ ॥

বিশ্বসারতন্ত্রে উল্লিখিত শ্রীদুর্গাষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র সম্পূর্ণ হল।

~~০~~

পাঠবিধি[১]

সাধক স্নান করে পবিত্র হয়ে আসনশুদ্ধি করে শুদ্ধাসনে বসবে ; শুদ্ধ জল, পূজাসামগ্রী ও শ্রীদুর্গাসপ্তশতী (চণ্ডী) পুস্তক সামনে রাখবে। কাষ্ঠাদি নির্মিত শুদ্ধাসনে পুস্তকটি রাখতে হবে। নিজ রুচি অনুযায়ী ললাটে ভস্ম, চন্দন অথবা লাল সিন্দূর এঁকে নেবে, শিখাবন্ধন করবে ; তারপর পূর্বমুখ হয়ে তত্ত্বশুদ্ধির জন্য চারবার আচমন করবে এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র চারটি ক্রমশঃ পাঠ করবে—

ওঁ ঐং আত্মতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা।
ওঁ হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা॥
ওঁ ক্লীং শিবতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা।
ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং সর্বতত্ত্বং শোধয়ামি নমঃ স্বাহা॥

তারপর প্রাণায়াম করে গণেশাদি দেবতাকে এবং গুরু প্রণাম করে **'পবিত্রেস্থো বৈষ্ণব্যৌ'** ইত্যাদি মন্ত্রে কুশের পবিত্র আংটি ধারণ করে হাতে অক্ষত লাল ফুল ও জল নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সঙ্কল্প করবে—

ওঁ বিষ্ণুর্বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ। ওঁ নমঃ পরমাত্মনে, শ্রীপুরাণপুরুষোত্তমস্য

---

[১]এখানে সংক্ষিপ্তরূপে পাঠবিধি দেওয়া হল। নবরাত্রি ইত্যাদি বিশেষ অনুষ্ঠানে অথবা শতচণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠানে এই নিয়ম বিস্তারিতভাবে পালন করা হয়। তখন যন্ত্রস্থ কলস, গণেশ, নবগ্রহ, মাতৃকা, বাস্তু, সপ্তর্ষি, সপ্তচিরঞ্জীব, ৬৪ যোগিনী, ৫০ ক্ষেত্রপাল এবং অন্যান্য দেবতাদের বৈদিক নিয়মে পূজা করা হয়। অক্ষয় প্রদীপেরও ব্যবস্থা থাকে। দেবীর অঙ্গন্যাস ও অগ্ন্যুত্তারণ ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী পূজা করা হয়। নবদুর্গাপূজা, জ্যোতিঃপূজা, বটুক-গণেশাদিসহ কুমারীপূজা, অভিষেক, নান্দীশ্রাদ্ধ, রক্ষাবন্ধন, পুণ্যাহবাচন, মঙ্গলপাঠ, গুরুপূজা, তীর্থ আবাহন, মন্ত্রস্নান ইত্যাদি, আসনশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অন্তর্মাতৃকান্যাস, বহির্মাতৃকান্যাস, সৃষ্টিন্যাস, স্থিতিন্যাস, শক্তিকলান্যাস, শিবকলান্যাস, হৃদয়াদিন্যাস, ষোঢ়ান্যাস, বিলোমন্যাস, তত্ত্বন্যাস, অক্ষরন্যাস, ব্যাপকন্যাস, ধ্যান, পীঠপূজা, বিশেষার্ঘ্য, ক্ষেত্রকীলন, মন্ত্রপূজা, বিবিধ মুদ্রাবিধি, আবরণ পূজা এবং প্রধান পূজা ইত্যাদি শাস্ত্রীয় মতে অনুষ্ঠান করা হয়। এইরকম বিস্তৃতরীতিতে পূজা করিতে ইচ্ছুক ভক্তের অন্যান্য পূজাপদ্ধতি পুস্তকের সাহায্য নিয়ে ভগবতীর আরাধনা করে পাঠ আরম্ভ করবে।

শ্রীবিষ্ণোরাজ্ঞয়া প্রবর্তমানস্যাদ্য শ্রীব্রহ্মণো দ্বিতীয়পরার্দ্ধে শ্রীশ্বেতবারাহকল্পে বৈবস্বতমন্বন্তরেঽষ্টাবিংশতিতমে কলিযুগে প্রথমচরণে জম্বূদ্বীপে ভারতবর্ষে ভরতখণ্ডে আর্যাবর্তান্তর্গতব্রহ্মাবর্তৈকদেশে পুণ্যপ্রদেশে বৌদ্ধাবতারে বর্তমানে যথানামসংবৎসরে অমুকায়নে মহামাঙ্গল্যপ্রদে মাসানাম্ উত্তমে অমুকমাসে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবাসরান্বিতায়াম্ অমুকনক্ষত্রে অমুকরাশিস্থিতে সূর্যে অমুকামুকরাশিস্থিতেষু চন্দ্রভৌমবুধগুরুশুক্রশনিষু সৎসু শুভে যোগে শুভকরণে এবংগুণবিশেষণবিশিষ্টায়াং শুভপুণ্যতিথৌ সকলশাস্ত্রশ্রুতিস্মৃতি-পুরাণোক্তফলপ্রাপ্তিকামঃ অমুকগোত্রোৎপন্নঃ অমুকশর্মা অহং মমাত্মনঃ সপুত্রস্ত্রীবান্ধবস্য শ্রীনবদুর্গানুগ্রহতো গ্রহকৃতরাজকৃতসর্ববিধপীডানিবৃত্তিপূর্বকং নৈরুজ্যদীর্ঘায়ুঃপুষ্টিধনধান্য-সমৃদ্ধ্যর্থং শ্রীনবদুর্গাপ্রসাদেন সর্বাপন্নিবৃত্তিসর্বাভীষ্টফলাবাপ্তি-ধর্মার্থকামমোক্ষচতুর্বিধপুরুষার্থসিদ্ধিদ্বারা শ্রীমহাকালীমহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী-দেবতাপ্রীত্যর্থং শাপোদ্ধারপুরস্সরং কবচার্গলাকীলকপাঠবেদ-তন্ত্রোক্তরাত্রিসূক্তপাঠদেব্যথর্বশীর্ষপাঠন্যাসবিধিসহিতনবার্ণজপসপ্তশতীন্যাসধ্যান সহিতচরিত্রসম্বন্ধিবিনিয়োগন্যাসধ্যানপূর্বকং চ 'মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।' ইত্যাদ্যারভ্য 'সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ' ইত্যন্তং দুর্গাসপ্তশতীপাঠং (চণ্ডীপাঠং) তদন্তে ন্যাসবিধিসহিতনবার্ণমন্ত্রজপং বেদতন্ত্রোক্তদেবীসূক্তপাঠং রহস্যত্রয়পঠনং শাপোদ্ধারাদিকং চ করিষ্যে।

এইভাবে সঙ্কল্প করে দেবীর ধ্যান করে পঞ্চোপচারে পুস্তকের পূজা[১] করা, যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করে ভগবতীকে প্রণাম করা, তারপর মূল নবার্ণমন্ত্রে পীঠাদিতে আধারশক্তিকে স্থাপনা করে পুস্তককে সেই আধারের ওপর রাখতে হয়[২]।

---

[১]*পুস্তকপূজার মন্ত্র এরূপ—*

ওঁ নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥

(বারাহীতন্ত্র এবং চিদম্বরসংহিতা)

[২]*ধ্যাত্বা দেবীং পঞ্চপূজাং কৃত্বা যোন্যা প্রণম্য চ।*
আধারং স্থাপ্য মূলেন স্থাপয়েত্তত্র পুস্তকম্॥

এরপর শাপোদ্ধার[1] করা প্রয়োজন, এর অনেক প্রকার-ভেদ আছে। **'ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং ক্রাং ক্রীং চণ্ডিকাদেব্যৈ শাপনাশানুগ্রহং কুরু কুরু স্বাহা'**—এই মন্ত্র প্রথমে ও শেষে সাতবার জপ করতে হয়। একে শাপোদ্ধারমন্ত্র বলা হয়। এরপর উৎকীলন মন্ত্র জপ করা হয়। এই মন্ত্রের জপ আদি ও অন্তে একুশ বার করে করা দরকার। এই মন্ত্র হল—**'ওঁ শ্রীং ক্লীং হ্রীং সপ্তশতি চণ্ডিকে উৎকীলনং কুরু কুরু স্বাহা।'** এই জপের পরে আদি এবং অন্তে সাতবার করে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জপ করা দরকার, যা এরূপ—**'ওঁ হ্রীং হ্রীং বং বং ঐং ঐং মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যে মৃতমুত্থাপয়োত্থাপয় ক্রীং হ্রীং হ্রীং বং স্বাহা।'** মারীচকল্পের

---

[1]'সপ্তশতী-সর্বস্ব' বর্ণিত উপাসনার ক্রম অনুসারে প্রথমে শাপোদ্ধার করে তারপর ষড়ঙ্গসহিত পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। তারপর কবচাদি পাঠ করে প্রথমেই শাপোদ্ধার করে নেওয়া উচিত। কাত্যায়নী-তন্ত্রে শাপোদ্ধার তথা উৎকীলনের অন্যরকম ক্রম বলা হয়েছে—'অন্ত্যাদ্যার্কদ্বিরুদ্রত্রিদিগব্ধ্যঙ্কেষ্বিভর্তবঃ। অশ্বোহশ্ব ইতি সর্গাণাং শাপোদ্ধারে মনোঃ ক্রমঃ॥' 'উৎকীলনে চরিত্রাণাং মধ্যাদ্যন্তমিতি ক্রমঃ।' অর্থাৎ সপ্তশতীর অধ্যায়ের তের—একবার, বার—দুইবার, এগার—তিনবার, দশ—চারবার, নয়—পাঁচবার তথা আট—ছয়বার ক্রমে পাঠ করে শেষে সপ্তম অধ্যায়কে দুবার পাঠ করা উচিত। একে বলে শাপোদ্ধার এবং প্রথমে মধ্যম চরিত্র, তারপর প্রথম চরিত্র, তারপর উত্তর চরিত্র পাঠ করাকে উৎকীলন বলে। কিছু মতানুসারে কীলকে যে রকম বলা আছে সেই অনুসারে 'দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি' নিয়মঅনুযায়ী কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দশী তিথিতে দেবীকে সর্বস্ব সমর্পণ করে তাঁর হয়ে তাঁর প্রসাদরূপে প্রত্যেক জিনিষের ব্যবহারই শাপোদ্ধার এবং উৎকীলন। কেউ কেউ বলেন যে, ছয় অঙ্গসহিত পাঠ করাই শাপোদ্ধার। অঙ্গের ত্যাগ বা বাদ দেওয়াই শাপ। আবার পণ্ডিতদের এক অংশের মতে শাপোদ্ধার কর্ম অনিবার্য অর্থাৎ আবশ্যক নয়, কারণ রহস্যাধ্যায়ে পরিষ্কারভাবে বলা আছে যে, যার পক্ষে একই দিনে সম্পূর্ণ পাঠ করা সম্ভব না হয় সে একদিন কেবল মধ্যম চরিত্র এবং পরের দিন শেষ দুটো চরিত্র পাঠ করবে। এছাড়া যে প্রতিদিন নিয়মিত পাঠ করে তার পক্ষে একদিনে সম্পূর্ণ পাঠ করতে না পারলে প্রথম, দ্বিতীয়, প্রথম, চতুর্থ, দ্বিতীয়, প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় ক্রম অনুসারে সাত দিনে পাঠ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ আছে। এই অবস্থায় প্রতিদিন শাপোদ্ধার এবং কীলক কী করে সম্ভব হবে ? তবে যাই হোক, জিজ্ঞাসুদের জ্ঞাতার্থে এখানে শাপোদ্ধার ও উৎকীলন দুইয়েরই বিধান দেওয়া হয়েছে।

মতে সপ্তশতী (শ্রীশ্রীচণ্ডী) শাপবিমোচন মন্ত্র এইরকম—**'ওঁ শ্রীং শ্রীং ক্লীং হূং ওঁ ঐং ক্ষোভয় মোহয় উৎকীলয় উৎকীলয় উৎকীলয় ঠং ঠং।'** পাঠের পূর্বেই এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করা উচিত, পাঠের শেষে নয়। অথবা রুদ্রযামল মহামন্ত্রের অন্তর্গত দুর্গাকল্পে লিখিত চণ্ডিকা-শাপ-বিমোচন মন্ত্র পাঠের আগেই জপ করা দরকার। এই মন্ত্র এইপ্রকার—

ওঁ অস্য শ্রীচণ্ডিকায়া ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বসিষ্ঠনারদসংবাদ-সামবেদাধিপতিব্রহ্মাণ ঋষয়ঃ সর্বৈশ্বর্যকারিণী শ্রীদুর্গা দেবতা চরিত্রত্রয়ং বীজং হ্রীং শক্তিঃ ত্রিগুণাত্মস্বরূপচণ্ডিকাশাপবিমুক্তৌ মম সঙ্কল্পিতকার্যসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ (হ্রীং) রীং রেতঃস্বরূপিণ্যৈ মধুকৈটভমর্দিন্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ১ ॥ ওঁ শ্রীং বুদ্ধিস্বরূপিণ্যৈ মহিষাসুরসৈন্যনাশিন্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ২ ॥ ওঁ রং রক্তস্বরূপিণ্যৈ মহিষাসুরমর্দিন্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ৩ ॥ ওঁ ক্ষুং ক্ষুধাস্বরূপিণ্যৈ দেববন্দিতায়ৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ৪ ॥ ওঁ ছাং ছায়াস্বরূপিণ্যৈ দূতসংবাদিন্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ৫ ॥ ওঁ শং শক্তিস্বরূপিণ্যৈ ধূম্রলোচনঘাতিন্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ৬ ॥ ওঁ তৃং তৃষাস্বরূপিণ্যৈ চণ্ডমুণ্ডবধকারিণ্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ৭ ॥ ওঁ ক্ষাং ক্ষান্তিস্বরূপিণ্যৈ রক্তবীজবধকারিণ্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ৮ ॥ ওঁ জাং জাতিস্বরূপিণ্যৈ নিশুম্ভবধকারিণ্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ৯ ॥ ওঁ লং লজ্জাস্বরূপিণ্যৈ শুম্ভবধকারিণ্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ১০ ॥ ওঁ শাং শান্তিস্বরূপিণ্যৈ দেবস্তুত্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ১১ ॥ ওঁ শ্রং শ্রদ্ধাস্বরূপিণ্যৈ সকলফলদাত্র্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ১২ ॥ ওঁ কাং কান্তিস্বরূপিণ্যৈ রাজবরপ্রদায়ৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ১৩ ॥ ওঁ মাং মাতৃস্বরূপিণ্যৈ অনর্গল-মহিমসহিতায়ৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ১৪ ॥ ওঁ হ্রীং শ্রীং দুং দুর্গায়ৈ সং সর্বৈশ্বর্যকারিণ্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ১৫ ॥ ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং নমঃ শিবায়ৈ অভেদ্যকবচস্বরূপিণ্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ১৬ ॥ ওঁ ক্রীং

কাল্যৈ কালি হ্রীং ফট্ স্বাহায়ৈ ঋগ্বেদস্বরূপিণ্যৈ ব্রহ্মবসিষ্ঠবিশ্বামিত্রশাপাদ্ বিমুক্তা ভব॥ ১৭ ॥ ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং মহাকালীমহালক্ষ্মীমহাসরস্বতীস্বরূপিণ্যৈ ত্রিগুণাত্মিকায়ৈ দুর্গাদেব্যৈ নমঃ ॥ ১৮ ॥

ইত্যেবং হি মহামন্ত্রান্ পঠিত্বা পরমেশ্বর।
চণ্ডীপাঠং দিবা রাত্রৌ কুর্যাদেব ন সংশয়ঃ॥ ১৯ ॥
এবং মন্ত্রং ন জানাতি চণ্ডীপাঠং করোতি যঃ।
আত্মানং চৈব দাতারং ক্ষীণং কুর্যান্ন সংশয়ঃ॥ ২০॥

এইভাবে শাপোদ্ধার করে তারপর অন্তর্মাতৃকা ও বহির্মাতৃকা ন্যাসাদি করে শ্রীদেবীর ধ্যানান্তে নয়টি কোষ্ঠযুক্ত যন্ত্রে মহালক্ষ্মী আদির পূজা, তারপর ছয় দুর্গাসপ্তশতীর পাঠ আরম্ভ করা হয়। কবচ, অর্গলা, কীলক এবং তিনটী রহস্য—এদেরও সপ্তশতীর ছয় অঙ্গরূপে মান্য করা হয়। এই ক্রমে মতভেদ আছে। চিদম্বরসংহিতায় প্রথমে অর্গলা, তারপর কীলক এবং শেষে কবচ পাঠের বিধি আছে[১]। কিন্তু যোগরত্নাবলীতে পাঠের ক্রম আবার অন্য রকম। সেখানে কবচের বীজ, অর্গলার শক্তি, কীলকের কীলক সংজ্ঞা বলা আছে। সমস্ত মন্ত্রেই যেমন প্রথমে বীজের, তারপরে শক্তির এবং শেষে কীলকের উচ্চারণ হয়, সেইরকম এখানেও প্রথমে কবচরূপ বীজের, তারপর অর্গলারূপা শক্তির এবং শেষে কীলকরূপ কীলকের ক্রমশঃ পাঠ হওয়া উচিত[২]। বক্ষ্যমাণ পুস্তকে এই ক্রমেরই অনুসরণ করা হয়েছে।

~~O~~

---

[১] *অর্গলং কীলকং চাদৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ।*
জপ্যা সপ্তশতী পশ্চাৎ সিদ্ধিকামেন মন্ত্রিণা॥

[২] *কবচং বীজমাদিষ্টমর্গলা শক্তিরুচ্যতে।*
কীলকং কীলকং প্রাহুঃ সপ্তশত্যা মহামনোঃ॥

যথা সর্বমন্ত্রেষু বীজশক্তিকীলকানাং প্রথমমুচ্চারণং তথা সপ্তশতীপাঠেঽপি কবচার্গলাকীলকানাং প্রথমং পাঠঃ স্যাৎ।

এই রকম অনেক তন্ত্র অনুসারে সপ্তশতীর পাঠের ক্রম অনেক রকম বর্ণিত আছে। সেই অবস্থায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ে পাঠের যে ক্রম পূর্বপরম্পরায় প্রচলিত আছে, সেই অনুযায়ী পাঠ করাই শ্রেয়।

অথ দেব্যাঃ কবচম্

দেবীকবচ

ওঁ অস্য শ্রীচণ্ডীকবচস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, চামুণ্ডা দেবতা, অঙ্গন্যাসোক্তমাতরো বীজম্, দিগ্বন্ধদেবতাস্তত্ত্বম্, শ্রীজগদম্বাপ্রীত্যর্থে সপ্তশতীপাঠাঙ্গত্বেন জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ওঁ যদ্ গুহ্যং পরমং লোকে সর্বরক্ষাকরং নৃণাম্।
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতং তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ১ ॥

ব্রহ্মোবাচ অস্তি গুহ্যতমং বিপ্র সর্বভূতোপকারকম্।
দেব্যাস্তু কবচং পুণ্যং তৎ শৃণুষ্ব মহামুনে॥ ২ ॥

প্রথমং শৈলপুত্রী চ দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কূষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥ ৩ ॥

ওঁ চণ্ডিকা দেবীকে নমস্কার করি।

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—পিতামহ ! এই সংসারে পরম গোপনীয় তথা মানুষকে সর্বতোভাবে রক্ষাকারী এবং আজ পর্যন্ত যা আপনি অন্য কাউকে বলেননি, এরকম কোনও সাধন আমাকে বলুন॥ ১ ॥

ব্রহ্মা বললেন—ব্রহ্মন্ ! এরকম সাধন তো একমাত্র দেবীকবচই আছে, যা গোপনীয় থেকেও গুহ্যতম, পবিত্র তথা সমস্ত প্রাণীবর্গের মঙ্গলকারী। হে মহামুনি ! তা শ্রবণ করুন॥ ২ ॥ দেবীর নয়টি মূর্তি আছে যাকে 'নবদুর্গা' বলা হয়। তাদের পৃথক পৃথক নাম বলছি। প্রথম নাম শৈলপুত্রী[১],

---

[১] গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা 'পার্বতীদেবী'। যদিও তিনি সবকিছুর অধীশ্বরী, তবুও হিমালয়ের তপস্যা ও প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে কৃপা করে তার কন্যারূপে

পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা।
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্॥ ৪ ॥

নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
উক্তান্যেতানি নামানি ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা॥ ৫ ॥

অগ্নিনা দহ্যমানস্তু শত্রুমধ্যে গতো রণে।
বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্তাঃ শরণং গতাঃ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয় মূর্তির নাম ব্রহ্মচারিণী [২]। তৃতীয় স্বরূপ চন্দ্রঘন্টা[৩] নামে প্রসিদ্ধ। চতুর্থ মূর্তিকে বলা হয় কূষ্মাণ্ডা[৪]। পঞ্চম দুর্গার নাম স্কন্দমাতা[৫]। দেবীর ষষ্ঠরূপকে কাত্যায়নী[৬] বলা হয়। সপ্তম রূপ কালরাত্রি[৭] এবং অষ্টম স্বরূপ মহাগৌরী[৮] নামে প্রসিদ্ধা। নবম দুর্গার নাম সিদ্ধিদাত্রী[৯]। এই সব নাম সর্বজ্ঞ মহাত্মা বেদ ভগবান দ্বারাই প্রতিপাদিত হয়েছে ॥ ৩-৫ ॥ যে মানুষ জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে পুড়ছে, রণক্ষেত্রে শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত, বিষম সঙ্কটে নিপাতিত তথা এই

আবির্ভূতা হয়েছেন। পুরাণে একথা বলা আছে। [২]ব্রহ্ম চারয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা ব্রহ্মচারিণী—সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপের প্রাপ্তি করান যাঁর স্বভাব, তিনিই ব্রহ্মচারিণী। [৩]চন্দ্রঃ ঘন্টায়াং যস্যাঃ সা—আহ্লাদময় চন্দ্র যাঁর ঘন্টায় অবস্থিত, সেই দেবীর নাম 'চন্দ্রঘন্টা'। [৪]কুৎসিতঃ উষ্মা কূষ্মা—ত্রিবিধতাপযুক্ত সংসারঃ, স অণ্ডে মাংসপেশ্যামুদররূপায়াং যস্যাঃ সা 'কূষ্মাণ্ডা' অর্থাৎ ত্রিবিধ তাপযুক্ত সংসার যাঁর উদরের মধ্যে স্থিত, তাঁকে ভগবতী 'কূষ্মাণ্ডা' বলা হয়। [৫]ছান্দোগ্যউপনিষদ্ অনুসারে ভগবতীর শক্তি থেকে উৎপন্ন সনৎকুমারের নাম স্কন্দ। তাঁর মাতা হওয়ায় এঁকে স্কন্দমাতা বলা হয়। [৬]দেবতাদের কার্যসিদ্ধি করার জন্য দেবী মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে আবির্ভূত হন এবং মহর্ষি তাঁকে নিজের কন্যারূপে গ্রহণ করেন, সেইজন্য তিনি 'কাত্যায়নী' নামে প্রসিদ্ধ। [৭]সকলের নিধনকারী কালেরও তিনি রাত্রি (বিনাশিকা) হওয়ার দরুন তাঁর নাম 'কালরাত্রি'। [৮]ইনি তপস্যা দ্বারা মহান গৌরবর্ণ লাভ করেছিলেন, সেই থেকে তিনি 'মহাগৌরী' নামে প্রসিদ্ধ হন। [৯]সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষদায়িনী হওয়াতে তাঁর নাম 'সিদ্ধিদাত্রী'।

ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসঙ্কটে।
নাপদং তস্য পশ্যামি শোকদুঃখভয়ং ন হি॥ ৭ ॥

যৈস্তু ভক্ত্যা স্মৃতা নূনং তেষাং বৃদ্ধিঃ প্রজায়তে।
যে ত্বাং স্মরন্তি দেবেশি রক্ষসে তান্ন সংশয়ঃ॥ ৮ ॥

প্রেতসংস্থা তু চামুণ্ডা বারাহী মহিষাসনা।
ঐন্দ্রী গজসমারূঢ়া বৈষ্ণবী গরুড়াসনা॥ ৯ ॥

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা।
লক্ষ্মীঃ পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হরিপ্রিয়া॥ ১০ ॥

শ্বেতরূপধরা দেবী ঈশ্বরী বৃষবাহনা।
ব্রাহ্মী হংসসমারূঢ়া সর্বাভরণভূষিতা॥ ১১ ॥

জাতীয় ভয়ে আর্ত হয়ে, ভগবতী দুর্গার শরণাগতি প্রার্থনা করে, তার কখনই কোনরকম অমঙ্গল হয় না। যুদ্ধের সময়ে সঙ্কটে পড়লেও কোন বিপদ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সে কখনও শোক, দুঃখ আর ভয়ের অধীন হয় না॥ ৬-৭ ॥ যারা ভক্তিভাবে দেবীকে স্মরণ করেছে, তাদের অবশ্যই শ্রীবৃদ্ধি হয়। দেবেশ্বরি ! যে তোমার ধ্যান করে, তাকে তুমি নিঃসন্দেহে রক্ষা করো ॥ ৮ ॥ চামুণ্ডা দেবী প্রেতের উপর আরূঢ়া। বারাহী মহিষের ওপর আসীনা। ঐন্দ্রীর বাহন ঐরাবত হাতী। বৈষ্ণবীদেবী গরুড়ের পৃষ্ঠে সমাসীনা॥ ৯ ॥ মহেশ্বরী বৃষভের উপর আসীনা থাকেন। কৌমারীর বাহন ময়ূর। ভগবান বিষ্ণুর প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবী পদ্মফুলের আসনের ওপর বিরাজমানা এবং হাতেও পদ্মফুল ধারণ করেন॥১০ ॥ বৃষভারূঢ়া ঈশ্বরীদেবী শ্বেতবর্ণা রূপ ধারণ করেছেন। ব্রাহ্মীদেবী হংসের ওপর বসা এবং সমস্ত রকম আভরণে ভূষিতা॥ ১১ ॥

ইত্যেতা মাতরঃ সর্বাঃ সর্বযোগসমন্বিতাঃ।
নানাভরণশোভাঢ্যা নানারত্নোপশোভিতাঃ॥ ১২ ॥

দৃশ্যন্তে রথমারূঢ়া দেব্যঃ ক্রোধসমাকুলাঃ।
শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলঞ্চ মুষলায়ুধম্ ॥ ১৩ ॥

খেটকং তোমরঞ্চৈব পরশুং পাশমেব চ।
কুন্তায়ুধং ত্রিশূলঞ্চ শার্ঙ্গমায়ুধমুত্তমম্॥ ১৪ ॥

দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ।
ধারয়ন্ত্যায়ুধানীত্থং দেবানাঞ্চ হিতায় বৈ॥ ১৫ ॥

নমস্তেঽস্তু মহারৌদ্রে মহাঘোরপরাক্রমে।
মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয়বিনাশিনি॥ ১৬ ॥

ত্রাহি মাং দেবি দুষ্প্রেক্ষ্যে শত্রূণাং ভয়বর্ধিনি।
প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী আগ্নেয্যামগ্নিদেবতা॥ ১৭ ॥

এইভাবেই সব মাতৃকাগণ সব রকম যোগশক্তিসম্পন্ন। এঁরা ছাড়া আরও অনেক দেবী রয়েছেন যাঁরা বহুপ্রকার আভরণে বিভূষিতা এবং নানা রত্নে শোভিতা॥ ১২ ॥ এইসকল দেবীগণ অতীব ক্রোধযুক্তা এবং ভক্তদের রক্ষার জন্য রথের উপর দৃশ্যতঃ বসে আছেন। তাঁরা শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, হল ও মুসল, খেটক ও তোমর, পরশু ও পাশ, কুন্ত ও ত্রিশূল এবং উত্তম শার্ঙ্গ ধনুকাদি অস্ত্র-শস্ত্র নিজেদের হাতে ধারণ করে রয়েছেন। দৈত্যদের শরীর নাশ করা, ভক্তকে অভয়প্রদান এবং দেবতাদের কল্যাণ করা—তাঁদের শস্ত্রধারণের এই-ই উদ্দেশ্য॥ ১৩-১৫ ॥ কবচ পাঠের প্রারম্ভে এইরকম প্রার্থনা করা দরকার—মহান রৌদ্ররূপ, অত্যন্ত ঘোর পরাক্রম, মহান বল ও মহান উৎসাহশালিনী দেবি! তুমি মহান ভয়ের নাশকারী, তোমাকে নমস্কার॥ ১৬ ॥ তোমার দিকে তাকানও কঠিন। শত্রুর ভয়বর্দ্ধিনী জগদম্বিকে! আমাকে রক্ষা করো। পূর্বদিকে ঐন্দ্রী (ইন্দ্রশক্তি) আমাকে রক্ষা করুন। অগ্নিকোণে অগ্নিশক্তি,

দক্ষিণেঽবতু বারাহী নৈর্ঋত্যাং খড়্গধারিণী।
প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী॥ ১৮ ॥

উদীচ্যাং পাতু কৌমারী ঐশান্যাং শূলধারিণী।
ঊর্ধ্বং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা॥ ১৯ ॥

এবং দশ দিশো রক্ষেৎ চামুণ্ডা শববাহনা।
জয়া মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ॥ ২০ ॥

অজিতা বামপার্শ্বে তু দক্ষিণে চাপরাজিতা।
শিখাং মে দ্যোতিনী রক্ষেদুমা মূর্ধ্নি ব্যবস্থিতা॥ ২১ ॥

মালাধরী ললাটে চ ভ্রুবৌ রক্ষেদ্ যশস্বিনী।
ত্রিনেত্রা চ ভ্রুবোর্মধ্যে যমঘণ্টা চ নাসিকে॥ ২২ ॥

দক্ষিণ দিকে বারাহী এবং নৈর্ঋতকোণে খড়্গধারিণী আমাকে রক্ষা করুন, পশ্চিম দিকে বারুণী এবং বায়ুকোণে মৃগারূঢ়া দেবী আমাকে রক্ষা করুন॥ ১৭-১৮ ॥ উত্তরদিকে কৌমারী এবং ঈশানকোণে শূলধারিণী দেবী আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মাণি ! আপনি ঊর্ধ্বদিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং বৈষ্ণবীদেবী অধোদিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন॥ ১৯ ॥ এইভাবে শববাহনা চামুণ্ডাদেবী দশদিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন। জয়া সামনের দিকে এবং বিজয়া পশ্চাৎদিক থেকে আমাকে রক্ষা করুন॥ ২০ ॥ বামদিকে অজিতা এবং দক্ষিণদিকে অপরাজিতা আমাকে রক্ষা করুন। আমার শিখা দ্যোতিনী দেবী রক্ষা করুন। উমাদেবী আমার শিরোদেশে অবস্থান করে আমাকে রক্ষা করুন॥ ২১ ॥ ললাটে মালাধরী রক্ষা করুন এবং যশস্বিনীদেবী আমার ভ্রূদ্বয় রক্ষা করুন। ত্রিনেত্রা দেবী আমার ভ্রূযুগলের মধ্যভাগ এবং যমঘন্টাদেবী নাসিকা রক্ষা করুন ॥ ২২ ॥

শঙ্খিনী চক্ষুষোর্মধ্যে শ্রোত্রয়োর্দ্বারবাসিনী।
কপোলৌ কালিকা রক্ষেৎ কর্ণমূলে তু শঙ্করী॥ ২৩ ॥
নাসিকায়াং সুগন্ধা চ উত্তরোষ্ঠে চ চর্চিকা।
অধরে চামৃতকলা জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী॥ ২৪ ॥
দন্তান্ রক্ষতু কৌমারী কণ্ঠদেশে তু চণ্ডিকা।
ঘণ্টিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে॥ ২৫ ॥
কামাক্ষী চিবুকং রক্ষেদ্ বাচং মে সর্বমঙ্গলা।
গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুর্ধরী॥ ২৬ ॥
নীলগ্রীবা বহিঃকণ্ঠে নলিকাং নলকূবরী।
স্কন্ধয়োঃ খড়্গিনী রক্ষেদ্ বাহূ মে বজ্রধারিণী॥ ২৭ ॥
হস্তয়োর্দণ্ডিনী রক্ষেদম্বিকা চাঙ্গুলীষু চ।
নখাঞ্ছূলেশ্বরী রক্ষেৎ কুক্ষৌ রক্ষেৎ কুলেশ্বরী॥ ২৮॥

দুই চোখের মধ্যদেশকে শঙ্খিনী এবং কর্ণদ্বয় দ্বারবাসিনীদেবী রক্ষা করুন। কালিকাদেবী কপোলদ্বয় এবং ভগবতী শঙ্করী কর্ণমূল রক্ষা করুন॥ ২৩ ॥ সুগন্ধাদেবী নাসিকাযুগল এবং চর্চিকাদেবী উপরোষ্ঠ রক্ষা করুন। অধরোষ্ঠে অমৃতকলা আর জিহ্বাকে সরস্বতীদেবী রক্ষা করুন॥ ২৪ ॥ কৌমারী আমায় দাঁত এবং চণ্ডিকা কণ্ঠপ্রদেশ রক্ষা করুন। চিত্রঘন্টা আমার ঘণ্টিকা (আলজিভ) এবং মহামায়া তালুতে অবস্থান করে তালুকে রক্ষা করুন॥ ২৫ ॥ কামাক্ষী আমার চিবুক এবং সর্বমঙ্গলা আমার বাণীকে রক্ষা করুন। ভদ্রকালী গ্রীবাদেশ আর ধুনধরী পৃষ্ঠবংশতে (মেরুদণ্ডে) অবস্থান করে তাকে রক্ষা করুন॥ ২৬ ॥ কণ্ঠের বর্হিদেশ নীলগ্রীবা এবং কণ্ঠনালীকে নলকূবরী রক্ষা করুন। দুই স্কন্দদেশ খড়্গিনী এবং আমার দুই বাহু বজ্রধারিণী রক্ষা করুন॥ ২৭ ॥ আমার দুই হাতকে দণ্ডিনী এবং আঙ্গুলগুলিকে অম্বিকা দেবী রক্ষা করুন। শূলেশ্বরী আমার নখসমূহ রক্ষা করুন। কুলেশ্বরী কুক্ষিতে (পেটে) থেকে রক্ষা করুন॥ ২৮ ॥

স্তনৌ রক্ষেন্ মহাদেবী মনঃ শোকবিনাশিনী।
হৃদয়ে ললিতা দেবী উদরে শূলধারিণী॥ ২৯ ॥
নাভৌ চ কামিনী রক্ষেৎ গুহ্যং গুহ্যেশ্বরী তথা।
মেঢ্রং রক্ষতু দুর্গন্ধা পায়ুং মে গুহ্যবাহিনী॥ ৩০ ॥
কট্যাং ভগবতী রক্ষেজ্জানুনী বিন্ধ্যবাসিনী।
জঙ্ঘে মহাবলা রক্ষেৎ সর্বকামপ্রদায়িনী॥ ৩১ ॥
গুল্‌ফয়োর্নারসিংহী চ পাদপৃষ্ঠে তু তৈজসী।
পাদাঙ্গুলীষু শ্রী রক্ষেৎ পাদাধস্তলবাসিনী॥ ৩২ ॥
নখান্ দংষ্ট্রাকরালী চ কেশাংশ্চৈবোর্ধ্বকেশিনী।
রোমকূপেষু কৌবেরী ত্বচং বাগীশ্বরী তথা॥ ৩৩ ॥
রক্তমজ্জাবসামাংসান্যস্থিমেদাংসি পার্বতী।
অন্ত্রাণি কালরাত্রিশ্চ পিত্তঞ্চ মুকুটেশ্বরী॥ ৩৪ ॥

দুই স্তনকে মহাদেবী এবং মনকে শোকবিনাশিনী দেবী রক্ষা করুন। ললিতা দেবী হৃদয় এবং শূলধারিণী উদরে থেকে রক্ষা করুন॥ ২৯ ॥ নাভিদেশে কামিনী এবং গুহ্যদেশকে গুহ্যেশ্বরী রক্ষা করুন। দুর্গন্ধা দেবী মেঢ্রদেশ (জননেন্দ্রিয়) এবং গুহ্যবাহিনী দেবী পায়ু রক্ষা করুন॥ ৩০ ॥ কটিভাগে ভগবতী এবং বিন্ধ্যবাসিনী দুই জানুদেশ রক্ষা করুন। সমস্ত কামনাদায়িনী মহাবলা দেবী দুই জঙ্ঘাদেশ রক্ষা করুন॥ ৩১ ॥ নারসিংহী গুল্ফ দুটি এবং তৈজসী দেবী দুই পায়ের পাতার উপরিদেশ রক্ষা করুন। শ্রীদেবী পায়ের আঙ্গুলগুলি এবং তলবাসিনী পায়ের পাতার তলদেশে অবস্থান করে তাদের রক্ষা করুন॥ ৩২ ॥ ভয়ঙ্কররূপিণী দ্রংষ্ট্রাকরালী দেবী নখগুলি এবং ঊর্ধ্বকেশিনী দেবী চুলগুলিকে রক্ষা করুন। লোমকূপগুলিকে কৌবেরী এবং ত্বককে বাগীশ্বরী দেবী রক্ষা করুন॥ ৩৩ ॥ পার্বতী দেবী রক্ত, মজ্জা, চর্বি,

পদ্মাবতী পদ্মকোশে কফে চূড়ামণিস্তথা।
জ্বালামুখী নখজ্বালামভেদ্যা সর্বসন্ধিষু॥ ৩৫ ॥

শুক্রং ব্রহ্মাণি মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা।
অহঙ্কারং মনো বুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধর্মধারিণী॥ ৩৬ ॥

প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকম্।
বজ্রহস্তা চ মে রক্ষেৎ প্রাণং কল্যাণশোভনা॥ ৩৭ ॥

রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দে স্পর্শে চ যোগিনী।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা॥ ৩৮ ॥

আয়ূ রক্ষতু বারাহী ধর্মং রক্ষতু বৈষ্ণবী।
যশঃ কীর্তিঞ্চ লক্ষ্মীঞ্চ ধনং বিদ্যাঞ্চ চক্রিণী॥ ৩৯ ॥

মাংস, হাড় এবং মেদকে রক্ষা করুন। কালরাত্রি দেবী অন্ত্র আর মুকুটেশ্বরী দেবী পিত্তকে রক্ষা করুন ॥ ৩৪ ॥ মূলাধার আদি কমলকোশে পদ্মাবতী দেবী এবং কফে চূড়ামণি দেবী স্থিত হয়ে তাদের রক্ষা করুন। নখের জ্যোতিকে জ্বালামুখী দেবী রক্ষা করুন। যাঁকে কোনও অস্ত্রই ভেদ করতে পারে না, সেই অভেদ্যা দেবী শরীরের সমস্ত সন্ধিস্থানে অবস্থান করে তাদের রক্ষা করুন॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মাণি ! আপনি আমার বীর্যকে (শুক্র) রক্ষা করুন। ছত্রেশ্বরী ছায়াকে এবং ধর্মধারিণী দেবী আমার অহংকার, মন ও বুদ্ধিকে রক্ষা করুন॥ ৩৬ ॥ হাতে বজ্রধারিণী বজ্রহস্তা দেবী আমার প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান বায়ুকে রক্ষা করুন। ভগবতী কল্যাণশোভনা আমার প্রাণকে রক্ষা করুন॥ ৩৭ ॥ রস, রূপ, গন্ধ, শব্দ আর স্পর্শ এই সব বিষয়ের অনুভূতিকে যোগিনী দেবী রক্ষা করুন এবং সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণকে নারায়ণী দেবী সদাই রক্ষা করুন॥ ৩৮ ॥ বারাহী দেবী আয়ুকে রক্ষা করুন, বৈষ্ণবী দেবী ধর্মকে এবং চক্রিণী দেবী যশ, কীর্তি, লক্ষ্মী, ধন এবং বিদ্যাকে রক্ষা

গোত্রমিন্দ্রাণি মে রক্ষেৎ পশূন্ মে রক্ষ চণ্ডিকে।
পুত্রান্ রক্ষেন্মহালক্ষ্মীর্ভার্যাং রক্ষতু ভৈরবী॥ ৪০ ॥
পন্থানং সুপথা রক্ষেন্মার্গং ক্ষেমঙ্করী তথা।
রাজদ্বারে মহালক্ষ্মীর্বিজয়া সর্বতঃ স্থিতা॥ ৪১ ॥
রক্ষাহীনং তু যৎ স্থানং বর্জিতং কবচেন তু।
তৎ সর্বং রক্ষ মে দেবি জয়ন্তী পাপনাশিনী॥ ৪২ ॥
পদমেকং ন গচ্ছেৎ তু যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ।
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রৈব গচ্ছতি॥ ৪৩ ॥
তত্র তত্রার্থলাভশ্চ বিজয়ঃ সার্বকামিকঃ।
যং যং চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্স্যতে ভূতলে পুমান্॥ ৪৪ ॥

করুন॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্রাণি ! আপনি আমার গোত্র রক্ষা করুন। চণ্ডিকে ! আপনি আমার পশুকুল রক্ষা করুন। মহালক্ষ্মী পুত্রদের রক্ষা করুন এবং ভৈরবী পত্নীকে রক্ষা করুন ॥ ৪০ ॥ সুপথা দেবী আমার পথ, ক্ষেমঙ্করী মার্গ, রাজদ্বারে মহালক্ষ্মী এবং সর্বব্যাপিনী বিজয়াদেবী আমাকে ভয় থেকে রক্ষা করুন॥ ৪১ ॥ দেবি ! যে সব জায়গা কবচ দিয়ে রক্ষিত হয়নি সুতরাং অরক্ষিত রয়েছে, সে সব আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হোক ; কারণ, আপনি বিজয়শালিনী ও পাপনাশিনী॥ ৪২ ॥ মানুষ যদি নিজের শরীরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে, তবে বিনা কবচে একপাও এগোনো উচিত নয়—কবচ পাঠ করেই যাত্রা করা উচিত। কবচের দ্বারা সবদিক থেকে সুরক্ষিত মানুষ যেখানে যেখানে যায়, সেখানেই তার ধনলাভ হয় এবং সর্বকামপ্রদ বিজয় প্রাপ্ত হয়। যে যে অভীষ্ট প্রাপ্তির চিন্তা সে করে, সেই সব তার অবশ্যই প্রাপ্তি হয়। সেই মানুষ এই পৃথিবীতে অতুলনীয় মহান ঐশ্বর্য লাভ করে॥ ৪৩-৪৪ ॥

নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্যঃ সংগ্রামেস্বপরাজিতঃ।
ত্রৈলোক্যে তু ভবেৎ পূজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্॥ ৪৫ ॥
ইদং তু দেব্যাঃ কবচং দেবানামপি দুর্লভম্।
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ৪৬ ॥
দৈবী কলা ভবেত্তস্য ত্রৈলোক্যে চাপরাজিতঃ।
জীবেদ্ বর্ষশতং সাগ্রমপমৃত্যুবিবর্জিতঃ॥ ৪৭ ॥
নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্বে লূতাবিস্ফোটকাদয়ঃ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব কৃত্রিমং চাপি যদ্ বিষম্॥ ৪৮ ॥
অভিচারাণি সর্বাণি মন্ত্রযন্ত্রাণি ভূতলে।
ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব জলজাশ্চোপদেশিকাঃ॥ ৪৯ ॥

কবচের দ্বারা সুরক্ষিত মানুষ নির্ভীক হয়। যুদ্ধে তার কখনও পরাজয় হয় না এবং সে ত্রিলোকের পূজ্য হয়॥ ৪৫ দেবীর এই কবচ দেবতাদেরও দুর্লভ। প্রতিদিন নিয়ম করে যে ত্রিসন্ধ্যা শ্রদ্ধার সাথে এই কবচ পাঠ করে তার দৈবী কলা প্রাপ্তি হয় এবং সে ত্রিলোকে কোথাও পরাজিত হয় না। শুধু এইই নয়, সে অপমৃত্যু[১] থেকে রক্ষা পেয়ে একশ বছরেরও বেশী জীবিত থাকে॥ ৪৬-৪৭ ॥ কলেরা, বসন্ত এবং কুষ্ঠ ইত্যাদি সমস্ত ব্যাধি থেকে সে মুক্ত থাকে। সিদ্ধি, আফিম, ধুতুরা ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ বিষ, সাপ বিছা ইত্যাদির দংশনজনিত জঙ্গম বিষ এবং আফিম এবং তৈলাদি সংযোগে কৃত্রিম বিষ—এই সব রকম বিষ থেকে সে রক্ষা পায়, এইসব তার কোনও অনিষ্ট করতে পারে না॥ ৪৮ ॥ এই পৃথিবীতে মারণ, মোহন ইত্যাদি যতরকম অভিচারমূলক প্রয়োগ এবং তৎসম্পর্কিত মন্ত্র ও যন্ত্রসকল—এইসব কিছু কবচপাঠকের

---

[১]অকাল-মৃত্যু অথবা অগ্নি, জল, বজ্রপাত, সর্প প্রভৃতির দ্বারা অপঘাতে হওয়া মৃত্যুকে 'অপমৃত্যু' বলে।

সহজা কুলজা মালা ডাকিনী শাকিনী তথা।
অন্তরীক্ষচরা ঘোরা ডাকিন্যশ্চ মহাবলাঃ॥ ৫০ ॥
গ্রহভূতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধর্বরাক্ষসাঃ।
ব্রহ্মরাক্ষসবেতালাঃ কূষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ॥ ৫১ ॥
নশ্যন্তি দর্শনাৎ তস্য কবচে হৃদি সংস্থিতে।
মানোন্নতির্ভবেদ্ রাজ্ঞস্তেজোবৃদ্ধিকরং পরম্ ॥ ৫২ ॥
যশসা বর্ধতে সোঽপি কীর্তিমণ্ডিতভূতলে।
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা॥ ৫৩ ॥
যাবদ্ভূমণ্ডলং ধত্তে সশৈলবনকাননম্।
তাবত্তিষ্ঠতি মেদিন্যাং সন্ততিঃ পুত্রপৌত্রিকী॥ ৫৪ ॥

দৃষ্টিপাতেই নির্বিষ হয়ে যায়। কেবল তাই নয়, পৃথিবীতে বিচরণকারী গ্রামদেবতা, খেচর বিশেষ দেবগণ (কুলজা) জল-সম্পর্কীয় প্রকাশমান গণেরা, উপদেশমাত্র সিদ্ধিপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রদেবতা, জন্মের সাথে সাথেই প্রকাশমান দেবতা, কুলদেবতা, মালা (কণ্ঠমালা ইত্যাদি), ডাকিনী, শাকিনী, অন্তরীক্ষচারী ভয়ানক ডাকিনীগণ, গ্রহ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য, বেতাল, কুষ্মাণ্ড এবং ভৈরব আদি অনিষ্টকারী দেবতাও এই কবচধারণকারী মানুষের দৃষ্টিপাতমাত্রই পালিয়ে যায়। কবচধারী পুরুষের রাজদরবারে সম্মানবৃদ্ধি হয়। এই কবচ মানুষের তেজবৃদ্ধিকারী এক অতি উত্তম সাধন ॥ ৪৯-৫২ ॥ কবচপাঠক পুরুষের কীর্তিবৃদ্ধি ও যশোবৃদ্ধি হয় এবং সাথে সাথে তদনুযায়ী শ্রীবৃদ্ধি হয়। যে মানুষ প্রথমে কবচ পাঠ করে তারপর এই সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ করে ; যাবৎ বন, পর্বত এবং কানন যুক্ত ভূমণ্ডল বর্তমান থাকবে, তাবৎ তার পুত্র পৌত্রাদি সন্ততি পৃথিবীতে অবস্থান করবে॥ ৫৩-৫৪ ॥

দেহান্তে পরমং স্থানং যৎ সুরৈরপি দুর্লভম্।
প্রাপ্নোতি পুরুষো নিত্যং মহামায়াপ্রসাদতঃ॥ ৫৫ ॥
লভতে পরমং রূপং শিবেন সহ মোদতে॥ ওঁ॥ ৫৬ ॥

ইতি দেব্যাঃ কবচং সম্পূর্ণম্॥

~~O~~

অতঃপর দেহান্তে চণ্ডীপাঠক ভগবতী মহামায়ার প্রসাদে সেই নিত্য পরমপদ প্রাপ্ত হয়, যা দেবতাদের কাছেও দুর্লভ॥ ৫৫ ॥ সে সুন্দর দিব্য রূপ ধারণ করে এবং কল্যাণময় শিবের সাথে আনন্দভাগী হয়॥ ৫৬ ॥

দেবী কবচ সম্পূর্ণ হল।

~~O~~

অথ অর্গলাস্তোত্রম্

অর্গলাস্তোত্র

ওঁ অস্য শ্রীঅর্গলাস্তোত্রমন্ত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীমহালক্ষ্মীর্দেবতা, শ্রীজগদম্বাপ্রীতয়ে সপ্তশতীপাঠাঙ্গত্বেন জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা ক্ষমা শিবা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে॥ ১ ॥

ওঁ চণ্ডিকাদেবীকে প্রণাম।

মার্কণ্ডেয় বললেন—জয়ন্তী[১], মঙ্গলা[২], কালী[৩], ভদ্রকালী[৪], কপালিনী[৫], দুর্গা[৬], ক্ষমা[৭], শিবা[৮], ধাত্রী[৯], স্বাহা[১০] এবং স্বধা[১১]—এই সকল নামে

---

[১]জয়তি সর্বোৎকর্ষেণ বর্ততে ইতি 'জয়ন্তী'—সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং বিজয়শালিনী। [২]মঙ্গং জননমরণাদিরূপং সর্পণং ভক্তানাং লাতি গৃহ্লাতি নাশয়তি যা সা মঙ্গলা মোক্ষপ্রদা—যিনি ভক্তের জন্ম-মরণাদি এবং সংসার-বন্ধনকে দূর করেন সেই মোক্ষদায়িনী মঙ্গলময়ী দেবীর নাম 'মঙ্গলা'। [৩]কলয়তি ভক্ষয়তি প্রলয়কালে সর্বম্ ইতি কালী—যিনি প্রলয়কালে সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে গ্রাস করেন, তাঁর নাম 'কালী'। [৪]ভদ্রং মঙ্গলং সুখং বা কলয়তি স্বীকরোতি ভক্তেভ্যো দাতুম্ ইতি ভদ্রকালী সুখপ্রদা—যিনি ভক্তকে ভদ্র, সুখ অথবা মঙ্গল দানের অঙ্গীকার করেন, তাঁর নাম 'ভদ্রকালী'। [৫]কপালিনী—যিনি হাতে এবং গলায় মুণ্ডমালা ধারণ করেন। [৬]দুঃখেন অষ্টাঙ্গযোগকর্মোপাসনারূপেণ ক্লেশেন গম্যতে প্রাপ্যতে যা সা দুর্গা—যিনি অষ্টাঙ্গযোগ, কর্ম এবং উপাসনারূপ দুঃসাধ্য সাধনায় প্রাপ্ত হন, তাঁকে জগদম্বিকা 'দুর্গা' বলা হয়। [৭]ক্ষমতে সহতে ভক্তানাম্ অন্যেষাং বা সর্বানপরাধান্ জননীত্বেনাতিশয়করুণাময়স্বভাবাদিতি ক্ষমা—সম্পূর্ণ জগতের জননী হওয়ায় অত্যন্ত করুণাময় স্বভাবযুক্তা এবং ভক্তের অথবা অপরের সমস্ত অপরাধ ক্ষমাকারিণী হওয়ায় তাঁর নাম 'ক্ষমা'। [৮]শিবা—শিব অর্থাৎ কল্যাণকারী হওয়ায় জগদম্বাকে 'শিবা' বলা হয়। [৯]ধাত্রী—সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চকে ধারণ করায় ভগবতীর নাম হল 'ধাত্রী'। [১০]স্বাহা—স্বাহারূপে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে দেবতাদের পোষণকারী হওয়ায় তাঁর নাম 'স্বাহা'। [১১]স্বধা—স্বধারূপে শ্রাদ্ধভাগ এবং তর্পণ গ্রহণ করে পিতৃপুরুষগণের পোষণকারী হওয়ায় তাঁর নাম 'স্বধা'।

জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতার্তিহারিণি।
জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তু তে॥ ২॥

মধুকৈটভবিদ্রাবিবিধাতৃবরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ৩॥

মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ৪॥

রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ৫॥

শুম্ভস্যৈব নিশুম্ভস্য ধূম্রাক্ষস্য চ মর্দিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ৬॥

পরিচিতা জগদম্বিকে! তোমাকে আমার প্রণাম জানাই। দেবি চামুণ্ডে! তোমার জয় হোক। সমস্ত প্রাণীর পীড়াহরণকারিণী দেবি! তোমার জয় হোক। সবের মধ্যে ব্যাপ্তরূপে অবস্থিতা দেবি! তোমার জয় হোক। কালরাত্রি! তোমাকে নমস্কার॥ ১-২॥ মধু ও কৈটভকে নিধনকারিণী ও ব্রহ্মাকে বরদাত্রী দেবি! তোমাকে নমস্কার। তুমি আমাকে জ্ঞান (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) দাও, জয় (মোহ থেকে বিজয়) দাও, যশ (মোহ-বিজয় ও জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপ যশ) দাও এবং কাম ক্রোধ আদি শত্রুদের নাশ করো॥ ৩॥ মহিষাসুরনিধনকারিণী এবং ভক্তসুখদায়িনী দেবি! তোমাকে নমস্কার। তুমি রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং কামক্রোধাদি রিপুকে নাশ করো॥ ৪॥ রক্তবীজবধকারিণী ও চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী দেবি! তুমি রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং কামক্রোধাদি রিপুদের বিনাশ করো॥ ৫॥ শুম্ভ এবং নিশুম্ভ ও ধূম্রলোচন- মর্দিনী দেবি! তুমি রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং কামক্রোধাদি রিপুদের নাশ করো॥ ৬॥

বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ৭ ॥

অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ৮ ॥

নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চণ্ডিকে দুরিতাপহে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ৯ ॥

স্তুবদ্ভ্যো ভক্তিপূর্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১০ ॥

চণ্ডিকে সততং যে ত্বামর্চয়ন্তীহ ভক্তিতঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১১ ॥

সর্ববন্দিত যুগলচরণী ও সকল সৌভাগ্যদায়িনী দেবি ! তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং কামক্রোধাদি রিপুদের বিনাশ করো॥ ৭ ॥ অচিন্ত্যরূপ চরিত্রবতী, সর্বশত্রুবিনাশিনী দেবি ! তুমি আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও ও কাম ক্রোধাদি রিপুদের নাশ করো॥ ৮ ॥ পাপনাশিনী চণ্ডিকে ! ভক্তিভরে তোমার চরণে যে প্রণিপাত করে, তাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং তার কামক্রোধাদি রিপুদের বিনাশ করো ॥ ৯ ॥ ব্যাধিনাশিনী চণ্ডিকে ! ভক্তিপূর্বক যে তোমার স্তুতি করে, তাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং তার কামক্রোধাদি রিপুদের নাশ করো ॥ ১০ ॥ চণ্ডিকে ! এই সংসারে ভক্তিভরে যে তোমার পূজা করে, তাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং তার কামক্রোধাদি শত্রুদের বিনাশ করো ॥ ১১ ॥

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি মে পরমং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১২ ॥

বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৩ ॥

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি পরমাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৪ ॥

সুরাসুরশিরোরত্ননিঘৃষ্টচরণেঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৫ ॥

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তং জনং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৬ ॥

প্রচণ্ডদৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৭ ॥

আমাকে সৌভাগ্য ও আরোগ্য দাও। পরম সুখ দাও, রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার কামক্রোধাদি রিপুদের বিনাশ করো ॥ ১২ ॥ আমাকে যে দ্বেষ করে, তাকে নাশ করো আর আমার বলবৃদ্ধি করো। রূপ দাও, যশ দাও এবং আমার কামক্রোধাদি শত্রু বিনাশ করো ॥ ১৩ ॥ হে দেবি ! আমার মঙ্গল করো। আমাকে অতুল বৈভব দাও। রূপ দাও, জয় দাও ও যশ দাও এবং কাম ক্রোধাদি রিপুদের নাশ করো ॥ ১৪ ॥ হে অম্বিকে ! দেবতা ও অসুর সকলেই তাদের শিরোভূষণ মণিমাণিক্য সব তোমার চরণে সমর্পিত করে। তুমি রূপ দাও, ধন দাও আর কামক্রোধাদি রিপুসকল বিনাশ করো ॥ ১৫ ॥ তোমার ভক্তদের তুমি বিদ্বান, যশস্বী ও ধনবান করো তথা রূপ দাও, যশ দাও এবং কামক্রোধাদি রিপুদের নাশ করো ॥ ১৬ ॥ বিশাল বিশাল দৈত্য-দর্পদলনী চণ্ডিকে ! আমি তোমার শরণাগত, আমাকে রূপ দাও, যশ দাও এবং আমার কামক্রোধাদি রিপুসকল শেষ করো॥ ১৭ ॥

চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্রসংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা সদাম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ১৯ ॥

হিমাচলসুতানাথসংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ২০ ॥

ইন্দ্রাণীপতিসদ্ভাবপূজিতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ২১ ॥

দেবি প্রচণ্ডদোর্দণ্ডদৈত্যদর্পবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ২২ ॥

দেবি ভক্তজনোদ্দামদত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥ ২৩ ॥

চতুরানন ব্রহ্মার প্রশংসিত চারিহস্তধারিণী হে পরমেশ্বরি ! তুমি রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং কামক্রোধাদি শত্রুদের বিনাশ করো॥ ১৮ ॥ হে দেবি অম্বিকে ! স্বয়ং বিষ্ণু নিত্য নিরন্তর তোমার স্তুতি করেন। তুমি রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও আর কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগণকে দমন করে দাও ॥ ১৯ ॥ হিমালয়সুতা পার্বতীপতি মহাদেব দ্বারা প্রশংসিতা পরমেশ্বরি ! তুমি রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং কামক্রোধাদি রিপুদের বিনাশ করো ॥ ২০ ॥ শচীপতি ইন্দ্রের দ্বারা সৎভাবে পূজিতা হে পরমেশ্বরি ! তুমি রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও আর কামক্রোধাদি রিপুদের বিনাশ করে দাও॥ ২১ ॥ প্রচণ্ড দোর্দণ্ডদৈত্যদর্পবিনাশিনি দেবি ! তুমি রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং কামক্রোধাদি শত্রুদের নাশ করো ॥ ২২ ॥ দেবি অম্বিকে ! তুমি তোমার ভক্তদের সর্বদাই অসীম আনন্দ প্রদান করো। আমাকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে নাশ করো ॥ ২৩ ॥

পত্নীং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।
তারিণীং দুর্গসংসারসাগরস্য কুলোদ্ভবাম্॥ ২৪ ॥
ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ।
স তু সপ্তশতীসংখ্যাবরমাপ্নোতি সম্পদাম্॥ ওঁ ॥ ২৫ ॥

ইতি দেব্যা অর্গলাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

~~O~~

আমার মন বুঝে চলতে পারে এরকম মনোরমা পত্নী আমাকে প্রদান করো, — যে দুর্গম সংসারসাগরতারিণী তথা উত্তম বংশ-জাতা॥ ২৪ ॥ যে এই স্তোত্র পাঠ ক'রে সপ্তশতীরূপী মহাস্তোত্র পাঠ করে, সে সপ্তশতীর জপসংখ্যাসম শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হয়। সাথে সাথে সে প্রভূত সম্পত্তিও লাভ করে॥ ২৫ ॥

দেবীর অর্গলাস্তোত্র সম্পূর্ণ হল।

~~O~~

অথ কীলকম্

কীলকস্তব

ওঁ অস্য শ্রীকীলকমন্ত্রস্য শিব ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীমহাসরস্বতী দেবতা, শ্রীজগদম্বাপ্রীত্যর্থং সপ্তশতীপাঠাঙ্গত্বেন জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ওঁ বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধধারিণে॥ ১ ॥

সর্বমেতদ্ বিজানীয়ান্মন্ত্রাণামভিকীলকম্।
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সততং জাপ্যতৎপরঃ॥ ২ ॥

সিধ্যন্ত্যুচ্চাটনাদীনি বস্তূনি সকলান্যপি।
এতেন স্তুবতাং দেবীং স্তোত্রমাত্রেণ সিদ্ধ্যতি॥ ৩ ॥

ওঁ চণ্ডিকাদেবীকে নমস্কার।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁর শিষ্যদের বললেন—বিশুদ্ধজ্ঞান যাঁর দেহ, তিনটি বেদ যাঁর তিনটি দিব্য নেত্র, যিনি কল্যাণ অর্থাৎ মোক্ষের হেতু এবং নিজ মস্তকে অর্ধচন্দ্রের মুকুটধারী সেই মহাদেবকে আমি প্রণাম করি॥ ১ ॥ মন্ত্রের যে অভিকীলক অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধিতে বিঘ্ন উৎপাদনকারী শাপরূপী কীলককে যিনি নিবারণ করেন, সেই শ্রীশ্রীচণ্ডীকে সম্পূর্ণরূপে জানা প্রয়োজন (এবং জানার পর তাঁর উপাসনা করা প্রয়োজন)। যদিও চণ্ডী ছাড়া অন্য মন্ত্রও যে নিরন্তর জপ করে, সেও মঙ্গল লাভ করে॥ ২ ॥ তারও উচ্চাটন আদি কর্ম সিদ্ধি হয় এবং সে সমস্ত দুর্লভ বস্তু প্রাপ্ত হয় ; তথাপি যে অন্য কোনও মন্ত্র জপ না করে কেবলমাত্র এই চণ্ডীর স্তোত্রের দ্বারা দেবীর স্তুতি করে, তাঁর স্তুতিমাত্রেই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী দেবী প্রসন্না হন॥ ৩ ॥

ন মন্ত্রো নৌষধং তত্র ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে।
বিনা জাপ্যেন সিদ্ধ্যেত সর্বমুচ্চাটনাদিকম্॥ ৪ ॥
সমগ্রাণ্যপি সিদ্ধ্যন্তি লোকশঙ্কামিমাং হরঃ।
কৃত্বা নিমন্ত্রয়ামাস সর্বমেবমিদং শুভম্॥ ৫ ॥
স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্তু তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ।
সমাপ্তির্ন চ পুণ্যস্য তাং যথাবন্নিয়ন্ত্রণাম্॥ ৬ ॥
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সর্বমেবং ন সংশয়ঃ।
কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ॥ ৭ ॥
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি।
ইত্থংরূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্॥ ৮ ॥

নিজের কর্মে সিদ্ধিলাভের জন্য তার (সেই মানুষের) মন্ত্র, ঔষধ বা অন্য কোনও সাধনার প্রয়োজন থাকে না। এমন কি জপ না করেও তার উচ্চাটন ইত্যাদি সমস্ত আভিচারিক কর্ম সিদ্ধ হয়ে যায়॥ ৪ ॥ শুধু এইই নয়, তার সমস্ত অভীষ্ট পর্যন্ত সিদ্ধ হয়। প্রশ্ন জাগতে পারে যে কেবল চণ্ডীর উপাসনাতেই যখন অথবা চণ্ডী ছাড়া অন্য মন্ত্রের উপাসনাতেও যখন সব কাজ একইভাবে সিদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে এর মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শঙ্কর সমস্ত জিজ্ঞাসুদের বলেছেন যে, চণ্ডীর সম্পূর্ণ স্তোত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মঙ্গলময় ॥ ৫ ॥ তারপর ভগবতী চণ্ডিকার সপ্তশতীনামক স্তোত্র মহাদেব গুপ্ত করে দিলেন। সপ্তশতী পাঠে যে পুণ্যলাভ হয় সেই পুণ্যের কখনও ক্ষয় হয় না ; কিন্তু অন্য মন্ত্রের জপের পুণ্যফল একদিন না একদিন শেষ হয়ে যায়। অতএব ভগবান শিব যে অন্য মন্ত্রের চেয়ে সপ্তশতীর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেছেন, তাকে সঠিক বলে গ্রহণ করা উচিত॥ ৬ ॥ অন্য মন্ত্রজপকারী পুরুষও যদি সপ্তশতীর (চণ্ডীর) স্তোত্র এবং জপের অভ্যাস করে, তাহলে সেও পূর্ণরূপে মঙ্গলপ্রাপ্ত হয়, এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে সাধক কৃষ্ণচতুর্দশী

যো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং নিত্যং জপতি সংস্ফুটম্।
স সিদ্ধঃ স গণঃ সোঽপি গন্ধর্বো জায়তে নরঃ ॥ ৯ ॥
ন চৈবাপ্যটতস্তস্য ভয়ং ক্বাপীহ জায়তে।
নাপমৃত্যুবশং যাতি মৃতো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥ ১০ ॥
জ্ঞাত্বা প্রারভ্য কুর্বীত ন কুর্বাণো বিনশ্যতি।
ততো জ্ঞাত্বৈব সম্পন্নমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ॥ ১১ ॥

অথবা কৃষ্ণাষ্টমীতে একাগ্রচিত্তে ভগবতীর সেবায় নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করে এবং তারপর প্রসাদরূপে তা গ্রহণ করে, তার প্রতি ভগবতী যেমন প্রসন্না হন অন্য কোনও ভাবেই দেবী এরকম প্রসন্না হন না[১]। সিদ্ধির প্রতিবন্ধকস্বরূপ কীলকদ্বারা মহাদেব এই স্তোত্রকে কীলিত অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করে রেখেছেন॥ ৭-৮ ॥ পূর্বোক্ত বিধিমত কীলকবিহীন অর্থাৎ কীলককে খুলে যে প্রতিদিন স্পষ্টউচ্চারণে এই সপ্তশতী স্তোত্র (চণ্ডী) পাঠ করে সে দেবীর পার্ষদ হয়ে সিদ্ধ ও গন্ধার্বদের সঙ্গে বাস করে॥ ৯ ॥ সর্বত্র বিচরণ করেও এই সংসারে তার কোনও বা কোথাও ভয় থাকে না। তার অপমৃত্যু হয় না এবং মৃত্যুর পর সে মোক্ষলাভ করে॥ ১০ ॥ অতএব কীলককে ভাল করে বুঝে এবং তাকে কীলকবিহীন করে তবেই সপ্তশতী পাঠ করা উচিত। যে তা না

---

[১]এই নিষ্কীলন বা শাপোদ্ধারেরও বিশেষ রকম আছে। ভগবতীর উপাসক উপরিউক্ত ওই তিথিতে নিজের ন্যায়পথে উপার্জিত অর্থ দেবীর সেবায় অর্পণ করে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করবে—হে মা ! আজ থেকে এই সমস্ত সম্পদ এবং নিজেকেও আমি তোমার সেবায় সমর্পণ করলাম। এর ওপরে আমার আর কোনও স্বত্ব থাকল না। তারপর ভগবতীর ধ্যান করতে করতে চিন্তা করবে যে ভগবতী যেন তোমাকে বলছেন—বৎস ! সংসার যাত্রা নির্বাহের জন্য তুমি আমার প্রসাদরূপ এই ধন গ্রহণ করো। এইভাবে দেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য করে ওই ধনরাশি প্রসাদরূপে গ্রহণ করে আর শাস্ত্রবিধিমত ওই ধনের সদ্ব্যবহার করতঃ সর্বদাই দেবী অনুগৃহীত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার নাম 'দান-প্রতিগ্রহকরণ'। এর দ্বারা সপ্তশতীর (চণ্ডীর) শাপোদ্ধার হয় এবং দেবীর কৃপা প্রাপ্তি হয়।

সৌভাগ্যাদি চ যৎ কিঞ্চিদ্ দৃশ্যতে ললনাজনে।
তৎ সর্বং তৎপ্রসাদেন তেন জাপ্যমিদং শুভম্॥ ১২ ॥
শনৈস্তু জপ্যমানেঽস্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ।
ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তৎ॥ ১৩ ॥
ঐশ্বর্যং যৎপ্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যসম্পদঃ।
শত্রুহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তূয়তে সা ন কিং জনৈঃ॥ ওঁ॥ ১৪ ॥

ইতি দেব্যাঃ কীলকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

~~O~~

করে, তার বিনাশ হবে।[১] এইজন্য কীলক ও নিষ্কীলক জ্ঞান লাভ করলে পরে তবেই এই স্তোত্র নির্দোষ হয় এবং পণ্ডিতগণ এই নির্দোষ স্তোত্রই পাঠ করেন॥ ১১ ॥ নারীদের যা কিছু সৌভাগ্য, সবই অনুগ্রহের ফল। সুতরাং এই কল্যাণকারী স্তোত্র সর্বদা পাঠ করা উচিত ॥ ১২ ॥ এই স্তোত্র নিম্নস্বরে পাঠ করলে অল্প ফলদায়ী এবং উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করলে পূর্ণফলদায়ী হয়। সুতরাং উচ্চৈঃস্বরেই এই স্তোত্র পাঠ করা উচিত॥ ১৩ ॥ যে দেবীর অনুগ্রহে ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য, আরোগ্য, সম্পত্তি, শত্রুনাশ এবং পরম মোক্ষলাভ পর্যন্ত হয়, সেই মঙ্গলময়ী জগদম্বাকে মানুষ কেন স্তুতি না করবে ? ॥ ১৪ ॥

দেবীর কীলকস্তোত্র সম্পূর্ণ হল।

~~O~~

---

[১]এই কীলক এবং নিষ্কীলনের জ্ঞানের প্রয়োজনের অনিবার্যতা বোঝাবার জন্যই বিনাশ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে যে কোনও ভাবেই হোক দেবীর স্তোত্র পাঠ করলে তাতে লাভই হয়। এই কথা বচনান্তরে সিদ্ধ।

এরপর রাত্রিসূক্ত পাঠ করা উচিত। পাঠের পূর্বে রাত্রিসূক্ত এবং পাঠের শেষে দেবীসূক্ত পাঠ করার নিয়ম মারীচকল্পে আছে—

রাত্রিসূক্তং পঠেদাদৌ মধ্যে সপ্তশতীস্তবম্।
প্রান্তে তু পঠনীয়ং বৈ দেবীসূক্তমিতি ক্রমঃ ॥

রাত্রিসূক্তের পরে বিনিয়োগ, ন্যাস এবং ধ্যান করে নবার্ণমন্ত্র জপ করে সপ্তশতী (চণ্ডী) পাঠ শুরু করা উচিত। পাঠের শেষে পুনরায় বিধিমত নবার্ণমন্ত্র জপ করে দেবীসূক্ত এবং তার সাথে তিনটী রহস্য পাঠ করা উচিত। কোনও কোনও মতে নবার্ণমন্ত্র জপের পরে রাত্রিসূক্তের পাঠ এবং জপের শেষেও দেবীসূক্তের পরে নবার্ণ জপের বিধান দেয় ; কিন্তু এটা ঠিক নয়। চিদাম্বরসংহিতায় বলা আছে—**'মধ্যে নবার্ণপুটিতং কৃত্বা স্তোত্রং সদাভ্যসেৎ।'** অর্থাৎ সপ্তশতী (চণ্ডী) পাঠ মধ্যে হবে আর আদি ও অন্তে নবার্ণজপ দিয়ে তাকে সম্পুটিত করে দেওয়া। এই ব্যাপারটা ডামরতন্ত্রে আরও স্পষ্ট করে বলা আছে—

শতমাদৌ শতং চান্তে জপেন্মন্ত্রং নবার্ণকম্।
চণ্ডীং সপ্তশতীং মধ্যে সম্পুটোঽয়মুদাহৃতঃ ॥

অর্থাৎ আদিতে এবং অন্তে শত বার করে নবার্ণমন্ত্র জপ করা এবং মধ্যে সপ্তশতী দুর্গার পাঠ ; একেই সম্পুট বলা হয়েছে। প্রথমে এবং শেষে যদি রাত্রিসূক্ত ও দেবীসূক্ত পাঠ হয় এবং তার আগে এবং শেষে নবার্ণমন্ত্র জপ করা হয়, তবে তো সেই পাঠকে নবার্ণ সম্পুটিত বলা যায় না ; কারণ যার সম্পুট হয় তার মধ্যে অন্য রকম মন্ত্রের পাঠ হওয়া উচিত নয়। যদি মাঝখানে রাত্রিসূক্ত আর দেবীসূক্ত থাকে তবে সেই পাঠ সেগুলির দ্বারা সম্পুটিত বলা হবে ; এই পরিস্থিতিতে ডামরতন্ত্র ইত্যাদির বিধানের সঙ্গে স্পষ্টতঃই বিরোধ হবে। সুতরাং প্রথমে রাত্রিসূক্ত, তারপর নবার্ণজপ, তারপর ন্যাস করে সপ্তশতী (চণ্ডী) পাঠ, তারপর বিধিবৎ নবার্ণজপ, তারপর ক্রমশঃ দেবীসূক্ত এবং রহস্যত্রয় পাঠ—এই ক্রমই যথার্থ। রাত্রিসূক্তও দুই রকম—বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক রাত্রিসূক্ত ঋগ্বেদের আটটি স্তোত্র আর তান্ত্রিক রাত্রিসূক্ত দুর্গাসপ্তশতীর (চণ্ডীর) প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে। এখানে দুটোই দেওয়া হল।

রাত্রিদেবতার প্রতিপাদক সূক্তকে রাত্রিসূক্ত বলে। এই রাত্রিদেবী দুই প্রকারের। এক জীবরাত্রি আর এক ঈশ্বররাত্রি। যে অবস্থায় প্রতিদিন জগতের সাধারণ জীবের ব্যবহার লুপ্ত হয়ে যায়, তাকে জীবরাত্রি বলা হয়। আর যে অবস্থায় ঈশ্বরের জগৎরূপ ব্যবহার লুপ্ত হয়ে যায়, তাকে বলে ঈশ্বররাত্রি। ঈশ্বররাত্রিকে কালরাত্রি বা মহাপ্রলয়রাত্রিও (মহারাত্রি) বলা হয়। সেই অবস্থায় কেবলমাত্র ব্রহ্ম এবং তাঁর মায়াশক্তি—যাকে অব্যক্তপ্রকৃতি বলা হয়, বর্তমান থাকে। এই অবস্থার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'ভুবনেশ্বরী'[১]। রাত্রিসূক্তে তাঁর স্তুতি করা হয়।

~~O~~

[১]ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা।
তদধিষ্ঠাত্রীদেবী তু ভুবনেশী প্রকীর্তিতা॥ (দেবীপুরাণ)

অথ বেদোক্তং রাত্রিসূক্তম্[১]

বেদোক্ত রাত্রিসূক্ত

ওঁ রাত্রীত্যাদ্যষ্টর্চস্য সূক্তস্য কুশিকঃ সৌভরো রাত্রির্বা ভারদ্বাজো ঋষিঃ, রাত্রির্দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, দেবীমাহাত্ম্যপাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত॥ ১ ॥

ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ॥ ২ ॥

নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী। অপেদু হাসতে তমঃ॥ ৩ ॥

সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নি তে যামন্নবিক্ষ্মহি। বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ॥ ৪ ॥

মহৎতত্ত্বাদিরূপ ব্যাপক ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সব দেশে চরাচর সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করার নিমিত্ত এই রাত্রিরূপা দেবী তার মধ্যে থেকে জাত জাগতিক জীবের শুভাশুভ কর্মের ওপর বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখেন এবং সেই কর্মানুরূপ ফলের ব্যবস্থা করার উপযুক্ত সমস্ত বিভূতি ধারণ করেন॥ ১ ॥ এই দেবী অমর এবং সমগ্র বিশ্বকে অধোমুখী তৃণগুল্ম থেকে ঊর্ধ্বমুখী বৃক্ষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন ; শুধু তাই নয় ইনি জ্ঞানময় জ্যোতি দিয়ে জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করেন॥ ২ ॥ পরা চিৎশক্তিরূপ রাত্রিদেবী এসে তাঁর ভগ্নী ব্রহ্মবিদ্যাময়ী উষাদেবীকে প্রকাশ করেন, যেই প্রকাশে অবিদ্যাময় অন্ধকার স্বতঃই দূর হয়ে যায়॥ ৩ ॥ এই রাত্রিদেবী এখন আমার ওপর প্রসন্ন হোন। এঁর আগমনে আমরা ঠিক সেইরকমভাবে নিজেদের গৃহে সুখে শয়ন করি, যেমনভাবে রাত্রিতে গাছের ওপর নিজেদের তৈরী বাসায় পাখীরা সুখে রাত্রিবাস করে॥ ৪ ॥

---

[১]ঋগ্বেদ ১০ অ. ১০ সূ. ১২৭ মন্ত্র ১ থেকে ৮ পর্যন্ত।

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ। নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ॥ ৫ ॥
যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূর্ম্যে। অথা নঃ সুতরা ভব॥ ৬ ॥
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত। উষ ঋণেব যাতয়॥ ৭ ॥
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ। রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে॥ ৮ ॥

~~O~~

ঐ কৃপাময়ী রাত্রিদেবীর কোলে সমস্ত গ্রামবাসী মানুষ, পদচারী গবাশ্বাদি পশু, পাখী এবং পতঙ্গাদি, প্রয়োজনীয় কর্মে পথচারী পথিক এবং শ্যেনাদিও সুখে শয়ন করে॥ ৫ ॥ হে রাত্রিময়ী চিৎশক্তি ! তুমি কৃপা করে বাসনাময়ী ব্যাঘ্রী ও পাপময় ব্যাঘ্রদের থেকে আমাদের রক্ষা করো। কামাদি তস্করদেরও দূর করে দাও। তারপর সংসারসাগররূপ বৈতরণী অনায়াসে পার করে দাও—মোক্ষদায়িনী কল্যাণকারিণী হও ॥ ৬ ॥ হে উষা ! হে রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ! চতুর্দিকে বিস্তৃত এই অজ্ঞানময় গাঢ় অন্ধকার আমার কাছে এসে হাজির হয়েছে। নিজের স্তোতৃগণকে ধনপ্রদানের দ্বারা তুমি যেমন তাদের ঋণ অপগম কর, সেইরকম এই ঋণের বোঝাও দূর করো—জ্ঞানদান দ্বারা এই অজ্ঞানকেও দূর করো॥ ৭ ॥ হে রাত্রিদেবী ! তুমি দুগ্ধবতী গাভীর মতো। তোমার কাছে এসে স্তুতিজপাদি দ্বারা আমি তোমাকে প্রসন্ন করছি। তুমি পরমাকাশরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মার কন্যা ! তোমার কৃপাতে আমি কামাদি শত্রুকে জয় করেছি, তুমি স্তোমরূপের ন্যায় আমার প্রদত্ত এই হবিষ্যও কৃপাপূর্বক গ্রহণ করো॥ ৮ ॥

~~O~~

कूष्माण्डा

स्कन्दमाता

कात्यायनी

कालरात्रि
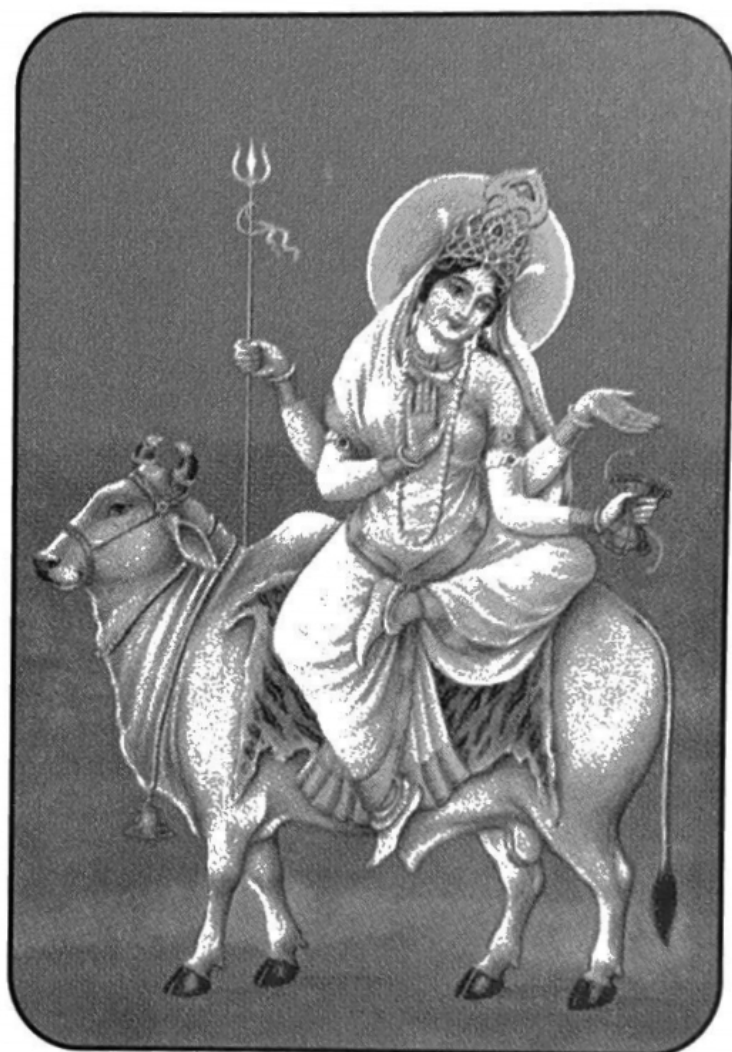
महागौरी

सिद्धिदात्री

गीताप्रेस, गोरखपुर

महिषासुर मर्दिनी

অথ তন্ত্রোক্তং রাত্রিসূক্তম্[১]

তন্ত্রোক্ত রাত্রিসূক্ত

ওঁ বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥ ১ ॥

ব্রহ্মোবাচ

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥ ২ ॥

অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সন্ধ্যা সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা॥ ৩ ॥

ত্বয়েতদ্ধার্যতে বিশ্বং ত্বয়েতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়েতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥ ৪ ॥

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥ ৫ ॥

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥ ৬ ॥

প্রকৃতিস্ত্বং চ সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥ ৭ ॥

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥ ৮ ॥

---

[১]এর অর্থ সপ্তশতীর (চণ্ডি) প্রথম অধ্যায়ে (পৃষ্টা ৭৮) দ্রষ্টব্য।

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা॥ ৯ ॥

সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥ ১০ ॥

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥ ১১॥

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাত্যত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥ ১২ ॥

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ১৩॥

সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥ ১৪ ॥

প্রবোধং চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ॥ ১৫ ॥

ইতি রাত্রিসূক্তম্

রাত্রিসূক্ত সম্পূর্ণ হল। ॥

~~0~~

শ্রীদেব্যথর্বশীর্ষম্[১]

ওঁ সর্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবীতি॥ ১ ॥

সাব্রবীৎ—অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ। শূন্যং চাশূন্যং চ॥ ২ ॥

অহমানন্দানানন্দৌ। অহং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে। অহং ব্রহ্মাব্রহ্মণী বেদিতব্যে। অহং পঞ্চভূতান্যপঞ্চভূতানি। অহমখিলং জগৎ ॥ ৩ ॥

ওঁ সকল দেবতারা দেবীর কাছে গিয়ে বিনীতভাবে প্রশ্ন করলেন—হে মহাদেবি ! তুমি কে ? ॥ ১ ॥

তিনি বললেন—আমি ব্রহ্মস্বরূপ। আমার থেকেই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক সৎরূপ ও অসৎরূপ জগৎ উৎপন্ন হয়েছে॥ ২ ॥

আমি আনন্দ ও নিরানন্দরূপা। আমি বিজ্ঞান আর অবিজ্ঞানরূপা। অবশ্য জ্ঞাতব্য ব্রহ্ম এবং আমিই অব্রহ্ম । পঞ্চীকৃত ও অপঞ্চীকৃত মহাভূতও আমিই। এই সমগ্র দৃশ্য জগৎ আমিই॥ ৩ ॥

---

[১]এখানে অর্থসহিত দেব্যথর্বশীর্ষ দেওয়া হল। অথর্ববেদে এই দেব্যথর্বশীর্ষের প্রভূত মহিমা গীত রয়েছে। ইহার পাঠে দেবীর কৃপা সত্বর প্রাপ্ত হয়, যদিও সপ্তশতীর অংশ হিসাবে অন্যত্র কোথাও এর উল্লেখ নেই, তবুও সপ্তশতীস্তোত্র পাঠের আগে যদি এটি পাঠ করা হয় তাহলে প্রচুর ফল প্রাপ্তি হয়। এইজন্যই রাত্রিসূক্তের পরে এটির সমাবেশ করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, জগদম্বার উপাসক এতে খুশী হবেন।

বেদোঽহমবেদোঽহম্। বিদ্যাহমবিদ্যাহম্। অজাহমনজাহম্। অধশ্চোধর্বং চ তির্যক্ চাহম্॥ ৪ ॥

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি। অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণাবুভৌ বিভর্মি। অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনাবুভৌ॥ ৫ ॥

অহং সোমং ত্বষ্টারং পূষণং ভগং দধামি। অহং বিষ্ণুমুরুক্রমং ব্রহ্মাণমুত প্রজাপতিং দধামি॥ ৬ ॥

অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে। অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্। অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। য এবং বেদ। স দৈবীং সম্পদমাপ্নোতি ॥ ৭ ॥

বেদ ও অবেদ আমি। বিদ্যা ও অবিদ্যাও আমি, অজা আর অনজাও (প্রকৃতি ও তার থেকে ভিন্ন) আমি, ঊর্ধ্ব অধঃ, চারিদিকও আমিই॥ ৪ ॥

রুদ্র ও বসু রূপে আমি সঞ্চার করি । আমি আদিত্য ও বিশ্বদেবের রূপে বিচরণ করি। মিত্র ও বরুণ এবং ইন্দ্র ও অগ্নি তথা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আমি ভরণ পোষণ করি॥ ৫ ॥

সোম, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগকে আমি ধারণ করি। ত্রিলোক অধিকার করার জন্য যে বিশাল পদবিস্তার বিষ্ণু করেছেন সেই বিষ্ণু, ব্রহ্মদেব এবং প্রজাপতিকে আমিই ধারণ করি ॥ ৬ ॥

দেবতাদের কাছে উত্তম হবি পৌঁছে দেওয়া এবং সোমরস নিষ্কাষণকারী যজমানের জন্য হবিযুক্ত ধনসম্পদ ধারণ আমিই করি। আমিই সমগ্র জগদীশ্বরী, উপাসককে ফলদায়িনী, ব্রহ্মরূপা ও যজ্ঞহোমের (যজনের উপযুক্ত দেবতাদের মধ্যে) মুখ্যা। আমি নিজ স্বরূপরূপ আকাশাদি সৃষ্টি করি। আমি আত্মতত্ত্বনিহিতা উপলব্ধিরূপ বুদ্ধিবৃত্তি। যে এসব জানে তার দৈবীসম্পত্তি লাভ হয়॥ ৭ ॥

তে দেবা অব্রুবন্ন—নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ। নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ ৮ ॥

**তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণং প্রপদ্যামহেঽসুরান্নাশয়িত্র্যৈ তে নমঃ॥ ৯ ॥**

**দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সা নো মন্দ্রেষমূর্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপ সুষ্টুতৈতু॥ ১০ ॥**

**কালরাত্রীং ব্রহ্মস্তুতাং বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরম্।
সরস্বতীমদিতিং দক্ষদুহিতরং নমামঃ পাবনাং শিবাম্॥ ১১ ॥**

**মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে সর্বশক্ত্যৈ চ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ ১২ ॥**

সেই দেবতারা তখন বললেন—দেবীকে প্রণাম ! শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠতমদের নিজ নিজ কর্তব্যে প্রবৃত্তিরূপিণী, কল্যাণকর্ত্রীকে সদাই নমস্কার। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি দেবীকে প্রণাম। নিয়মিতভাবে আমরা তাঁকে প্রণাম করি॥ ৮ ॥

সেই অগ্নিবর্ণা, জ্ঞানে দেদীপ্যমানা, দীপ্তিমতী, কর্মফলদায়িনী, দুর্গাদেবীর আমরা শরণাগত হলাম। অসুরদলনী দেবি ! তোমাকে প্রণাম ॥ ৯ ॥

প্রাণরূপ দেবগণ যে প্রকাশমান বৈখরী বাণীর উদ্গাতা, বিভিন্ন প্রাণীরা তাহাই উচ্চারণ করেন। সেই কামধেনুতুল্য আনন্দদায়িনী, অন্ন ও সামর্থ্যদায়িনী বাগ্‌রূপিণী ভগবতী সুন্দর স্তুতিতে প্রীত হয়ে আমাদের কাছে আসুন॥ ১০ ॥

কালবিধ্বংসিনী, বেদসূক্তে স্তুতা বিষ্ণুশক্তি, স্কন্দমাতা (শিবশক্তি), সরস্বতী (ব্রহ্মশক্তি), দেবমাতা অদিতি এবং দক্ষকন্যা (সতী), পাপনাশিনী, কল্যাণকারিণী ভগবতীকে আমরা প্রণাম করি॥ ১১ ॥

আমরা মহালক্ষ্মীকে যেন জানতে পারি এবং সেই সর্বশক্তিরূপিণীরই ধ্যান করি। সেই দেবী আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে সেই দিকে চালিত করুন॥ ১২ ॥

অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ॥ ১৩ ॥
কামো যোনিঃ কমলা বজ্রপাণির্গুহা হসা মাতরিশ্বাভ্রমিন্দ্রঃ।
পুনর্গুহা সকলা মায়য়া চ পুরূচ্যৈষা বিশ্বমাতাদিবিদ্যোম্॥ ১৪ ॥
এষাহ্হত্মশক্তিঃ। এষা বিশ্বমোহিনী। পাশাঙ্কুশধনুর্বাণধরা।
এষা শ্রীমহাবিদ্যা। য এবং বেদ স শোকং তরতি॥ ১৫ ॥

হে দক্ষ ! আপনার যে কন্যা অদিতি, তিনি প্রসূতা হয়ে অমর কল্যাণময় দেবতাদের উৎপন্ন করেন ॥ ১৩ ॥

কাম (ক), যোনি (এ), কমলা (ঈ), বজ্রপাণি-ইন্দ্র (ল), গুহা (হ্রীং), হ, স—বর্ণ, মাতরিশ্বা—বায়ু (ক), অভ্র (হ), ইন্দ্র (ল), পুনঃ গুহা (হ্রীং), স, ক, ল—বর্ণ, এবং মায়া (হ্রীং)—এরা সর্বাত্মিকা জগন্মাতার মূল বিদ্যা ব্রহ্মরূপিণী॥ ১৪ ॥

এই মন্ত্রের ভাবার্থ—শিবশক্ত্যভেদরূপা, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা, সরস্বতী-লক্ষ্মী- গৌরীরূপা, অশুদ্ধ-মিশ্র-শুদ্ধোপাসনাত্মিকা, সমরসীভূত-শিবশক্ত্যাত্মক ব্রহ্মরূপের নির্বিকল্প জ্ঞানদাত্রী, সর্বতত্ত্বাত্মিকা মহাত্রিপুরসুন্দরী। এই মন্ত্রসকল মন্ত্রের শিরোমণি এবং মন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চদশী ইত্যাদি শ্রীবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার ছয়টী অর্থ অর্থাৎ ভাবার্থ, বাচ্যার্থ, সম্প্রদায়ার্থ, লৌকিকার্থ, রহস্যার্থ ও তত্ত্বার্থ 'নিত্যষোড়শীকার্ণব' গ্রন্থে উক্ত আছে। এইভাবে 'বরিবস্যারহস্যাদি' পুস্তকে আরও অনেক রকম অর্থ বলা আছে। শ্রুতিতেও এই মন্ত্র এইভাবে অর্থাৎ ক্বচিৎ স্বরূপোচ্চার, ক্বচিৎ লক্ষণা এবং লক্ষিত লক্ষণার্থে আবার কোথাও বর্ণের পৃথক পৃথক অবয়ব প্রদর্শন করে জেনে শুনেই অসংলগ্নভাবে বর্ণিত আছে। এর থেকে বোঝা যায় যে এই মন্ত্র কত গোপনীয় ও মহত্ত্বপূর্ণ।

ইনি পরমাত্মার শক্তি, ইনি বিশ্বমোহিনী, পাশ, অঙ্কুশ, ধনু ও বাণধারিণী। ইনি শ্রীমহাবিদ্যা। যে তাঁকে এইভাবে জানে, সে শোকের দুস্তর সাগর পার হয়ে যায়॥ ১৫ ॥

নমস্তে অস্তু ভগবতি মাতরস্মান্ পাহি সর্বতঃ॥ ১৬ ॥

সৈষাষ্টৌ বসবঃ। সৈষৈকাদশ রুদ্রাঃ। সৈষা দ্বাদশাদিত্যাঃ। সৈষা বিশ্বেদেবাঃ সোমপা অসোমপাশ্চ। সৈষা যাতুধানা অসুরা রক্ষাংসি পিশাচা যক্ষাঃ সিদ্ধাঃ। সৈষা সত্ত্বরজস্তমাংসি। সৈষা ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্ররূপিণী। সৈষা প্রজাপতীন্দ্রমনবঃ। সৈষা গ্রহনক্ষত্রজ্যোতীংষি। কলাকাষ্ঠাদিকালরূপিণী। তামহং প্রণৌমি নিত্যম্॥

পাপাপহারিণীং দেবীং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীম্।
অনন্তাং বিজয়াং শুদ্ধাং শরণ্যাং শিবদাং শিবাম্॥ ১৭ ॥

বিয়দীকারসংযুক্তং বীতিহোত্রসমন্বিতম্।
অর্ধেন্দুলসিতং দেব্যা বীজং সর্বার্থসাধকম্॥ ১৮ ॥

এবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম যতয়ঃ শুদ্ধচেতসঃ।
ধ্যায়ন্তি পরমানন্দময়া জ্ঞানাম্বুরাশয়ঃ॥ ১৯ ॥

ভগবতি ! তোমাকে নমস্কার। মাগো ! আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করো॥ ১৬ ॥

(মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা বলেন) ইনিই সেই অষ্টবসু, ইনিই একাদশ রুদ্র, ইনিই দ্বাদশ আদিত্য ; ইনি সোমপায়ী ও সোম অপায়ী বিশ্বেদেব ; ইনি যাতুধান (এক শ্রেণীর রাক্ষস), অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, যক্ষ ও সিদ্ধ ; ইনিই সত্ত্ব-রজ-তম ; ইনিই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্ররূপিণী, ইনিই প্রজাপতি-ইন্দ্র-মনু, এই গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা ; ইনিই কলাকাষ্ঠাদি কালরূপিণী, পাপনাশিনী, ভোগ ও মোক্ষদায়িনী, অনন্তা, বিজয়াধিষ্ঠাত্রী, নির্দোষা, শরণ্যা, কল্যাণদাত্রী ও মঙ্গলরূপিণী। এই দেবীকে আমরা সদাই প্রণাম করি॥ ১৭ ॥

বিয়ৎ—আকাশ (হ) তথা ঈ-কার যুক্ত, বীতিহোত্র—অগ্নি-(র) সহিত, অর্ধচন্দ্র অলঙ্কৃত দেবীর যে বীজ, তা সব মনোরথ পূর্ণ করে। এই রকমই এই

বাঙ্‌মায়া ব্রহ্মসূস্তস্মাৎ ষষ্ঠং বক্ত্রসমন্বিতম্।
সূর্যোঽবামশ্রোত্রবিন্দুসংযুক্তষ্টাত্তৃতীয়কঃ ।
নারায়ণেন সম্মিশ্রো বায়ুশ্চাধরযুক্ ততঃ।
বিচ্চে নবার্ণকোঽর্ণঃ স্যান্মহদানন্দদায়কঃ॥ ২০ ॥

হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থাং প্রাতঃসূর্যসমপ্রভাম্।
পাশাঙ্কুশধরাং সৌম্যাং বরদাভয়হস্তকাম্।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্তকামদুঘাং ভজে॥ ২১ ॥

একাক্ষর ব্রহ্ম (হ্রীং)-এর ধ্যান শুদ্ধচিত্ত যতিগণ করেন, যিনি নিরতিশয় আনন্দময় এবং জ্ঞানের সাগর। এই মন্ত্রকে দেবীপ্রণব বলে মনে করা হয়। ওঁকারের সমতুল্যই এই প্রণবও ব্যাপক অর্থে পরিপূর্ণ। সংক্ষেপে এর অর্থ হল ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া, ধারণ, অদ্বৈত, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ, সমরসীভূত, শিব শক্তিস্ফুরণ॥ ১৮-১৯ ॥

বাণী (ঐং), মায়া (হ্রীং) ব্রহ্মসূ—কাম (ক্লীং) এর আগে ছটী ব্যঞ্জন অর্থাৎ চ, সেই বক্ত্র অর্থাৎ আকারযুক্ত (চা), সূর্য (ম), 'অবাম শ্রোত্র'-দক্ষিণ কর্ণ (উ) আর বিন্দু অর্থাৎ অনুস্বারযুক্ত (মুং), ট বর্গের তৃতীয় বর্ণ ড, সেই নারায়ণ অর্থাৎ আ-সংযুক্ত (ডা), বায়ু (য়), সেই অধর অর্থাৎ এ-র সাথে যুক্ত (ঐ) এবং 'বিচ্চে' এই নবার্ণ মন্ত্র উপাসককে আনন্দ এবং ব্রহ্মসাযুজ্য দাতা॥ ২০ ॥

এই মন্ত্রের অর্থ—হে চিৎস্বরূপিণী মহাসরস্বতী ! হে সৎরূপিণী মহালক্ষ্মী ! ব্রহ্মবিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমরা সর্বদাই তোমার ধ্যান করি। হে মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতীরূপিণী চণ্ডিকে ! তোমাকে নমস্কার। অবিদ্যারূপ রজ্জুর শক্ত গ্রন্থি খুলে দিয়ে আমাদের মুক্ত করো।

হৃদয়-কমলের মধ্যস্থিত, প্রাতঃসূর্যের সম প্রভাশালিনী, পাশ ও অঙ্কুশ-ধারিণী, মনোহর রূপময়ী, বরাভয়মুদ্রাহস্তিনী, ত্রিনেত্রা, রক্তাম্বর-পরিধেয়া এবং কামধেনুসম ভক্তমনোরথ পূরণকারিণী দেবীকে ভজনা করি॥ ২১ ॥

নমামি ত্বাং মহাদেবীং মহাভয়বিনাশিনীম্।
মহাদুর্গপ্রশমনীং মহাকারুণ্যরূপিণীম্॥ ২২ ॥

যস্যাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন জানন্তি তস্মাদুচ্যতে অজ্ঞেয়া। যস্যা অন্তো ন লভ্যতে তস্মাদুচ্যতে অনন্তা। যস্যা লক্ষ্যং নোপলক্ষ্যতে তস্মাদুচ্যতে অলক্ষ্যা। যস্যা জননং নোপলভ্যতে তস্মাদুচ্যতে অজা। একৈব সর্বত্র বর্ততে তস্মাদুচ্যতে একা। একৈব বিশ্বরূপিণী তস্মাদুচ্যতে নৈকা। অত এবোচ্যতে অজ্ঞেয়ানন্তালক্ষ্যাজৈকা নৈকেতি॥ ২৩ ॥

মন্ত্রাণাং মাতৃকা দেবী শব্দানাং জ্ঞানরূপিণী।
জ্ঞানানাং চিন্ময়াতীতা[১] শূন্যানাং শূন্যসাক্ষিণী।
যস্যাঃ পরতরং নাস্তি সৈষা দুর্গা প্রকীর্তিতা॥ ২৪ ॥

মহাভয়নাশিনী, মহাসঙ্কট প্রশমনী ও মহান করুণার মূর্তিমতী তুমি। মহাদেবীকে আমরা নমস্কার করি ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পর্যন্ত যাঁর স্বরূপ জানেন না, যে জন্য তাঁকে অজ্ঞেয়া বলা হয়, যাঁর অন্ত খুঁজে না পাওয়াতে তাঁকে অনন্তা বলা হয়, যাঁর লক্ষ্য বুঝতে পারা যায় না বলে যাঁকে অলক্ষ্যা বলা হয়, যাঁর জন্মরহস্য বোঝাই যায় না বলে যাঁকে অজা বলা হয়, যিনি সর্বত্রই একক—যার জন্য তাঁকে একা বলা হয়, যিনি স্বয়ংই সমগ্র বিশ্বরূপে দৃশ্যমান, ফলে যাঁকে নৈকা বলা হয়, তিনি এইজন্যই অজ্ঞেয়া, অনন্তা, অলক্ষ্যা, অজা, একা ও নৈকা নামে অভিহিতা হন॥ ২৩ ॥

সমস্ত মন্ত্রেই 'মাতৃকা'—মূলাক্ষররূপে অবস্থিতা, শব্দসমূহের মধ্যে জ্ঞান (অর্থ) রূপে অবস্থিতা, জ্ঞানের মধ্যে 'চিন্ময়াতীতা', শূন্যের মধ্যে 'শূন্যসাক্ষিণী' তথা যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই, তিনি দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা॥ ২৪ ॥

---

[১]পাঠান্তরে 'চিন্ময়ানন্দা'ও বলা হয় এবং সেটিও ঠিক মনে হয়।

তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীং দুরাচারবিঘাতিনীম্।
নমামি ভবভীতোঽহং সংসারার্ণবতারিণীম্॥ ২৫ ॥

ইদমথর্বশীর্ষং যোঽধীতে স পঞ্চাথর্বশীর্ষজপ-ফলমাপ্নোতি। ইদমথর্বশীর্ষমজ্ঞাত্বা যোঽর্চাং স্থাপয়তি শতলক্ষং প্রজপ্তাপি সোঽর্চাসিদ্ধিং ন বিন্দতি। শতমষ্টোত্তরং চাস্য পুরশ্চর্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
দশবারং পঠেদ্ যস্তু সদ্যঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
মহাদুর্গাণি তরতি মহাদেব্যাঃ প্রসাদতঃ॥ ২৬ ॥

সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি। প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি। সায়ং প্রাতঃ প্রযুঞ্জানো অপাপো ভবতি।

দুর্বিজ্ঞেয়া, দুরাচারনাশিনী, সংসার সাগর হতে উদ্ধারকারিণী সেই দুর্গা দেবীকে ভবভয়ভীত আমরা নমস্কার করি॥ ২৫ ॥

এই অথর্বশীর্ষ যে পাঠ করে তার পঞ্চ অথর্বশীর্ষ জপের ফল লাভ হয়। এই অথর্বশীর্ষকে না জেনে যে প্রতিমাস্থাপন করে সে শত লক্ষ জপ করেও অর্চাসিদ্ধি পায় না। অষ্টোত্তর শতজপ (ইত্যাদি) ইহার পুরশ্চরণ বিধি। যে এই অথর্বশীর্ষ দশবার পাঠ করে সে সেই মুহূর্তেই সবপাপ হতে মুক্ত হয়ে যায় এবং মহাদেবীর প্রসাদে অতি বড় দুস্তর সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যায়॥ ২৬ ॥

সন্ধ্যাকালে পাঠ করলে দিনে কৃত পাপরাশি নষ্ট হয়। প্রাতঃকালে পাঠ করলে রাত্রিকালে কৃত পাপরাশি ধ্বংস হয়ে যায়। দুইবেলা পাঠ করলে পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে যায়। মধ্যরাত্রে তুরীয়[১] সন্ধ্যার সময় জপ করলে বাকসিদ্ধ হয়।

---

[১]শ্রীবিদ্যা উপাসকের জন্য চার সন্ধ্যা প্রয়োজন। এর মধ্যে তুরীয় সন্ধ্যা মধ্যরাত্রিতে হয়।

নিশীথে তুরীয়সন্ধ্যায়াং জপ্ত্বা বাক্‌সিদ্ধির্ভবতি। নূতনায়াং প্রতিমায়াং জপ্ত্বা দেবতাসাংনিধ্যং ভবতি। প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং জপ্ত্বা প্রাণানাং প্রতিষ্ঠা ভবতি। ভৌমাশ্বিন্যাং মহাদেবীসংনিধৌ জপ্ত্বা মহামৃত্যুং তরতি। স মহামৃত্যুং তরতি য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥

~~○~~

নূতন প্রতিমায় জপ করলে দেবতাসান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় জপ করলে প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়। ভৌমাশ্বিনী (অমৃতসিদ্ধি) যোগে মহাদেবীর সান্নিধ্যে জপ করলে মহামৃত্যুর থেকে রক্ষা হয়। যে এসব জানে সে মহামৃত্যুকে অতিক্রম করে। এটী হল অবিদ্যানাশিনী ব্রহ্মবিদ্যা॥

~~○~~

অথ নবার্ণবিধিঃ

এইভাবে রাত্রিসূক্ত ও দেব্যথর্বশীর্ষ পাঠ করার পরে নিম্নলিখিতরূপে নবার্ণমন্ত্রের বিনিয়োগ, ন্যাস ও ধ্যান করা দরকার।

শ্রীগণপতির্জয়তি। ওঁ অস্য শ্রীনবার্ণমন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ঋষয়ঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুভশ্ছন্দাংসি, শ্রীমহাকালীমহালক্ষ্মীমহাসরস্বত্যো দেবতাঃ, ঐং বীজম্, হ্রীং শক্তিঃ, ক্লীং কীলকম্, শ্রীমহাকালীমহালক্ষ্মীমহাসরস্বতীপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করে জল দিবে।

নিম্নলিখিত ন্যাসবাক্যদের মধ্যে এক-একটি উচ্চারণ করে ডান হাতের আঙ্গুলগুলি একত্র করে ক্রমশঃ মস্তক, মুখ, হৃদয়, গুহ্য, দুই চরণ ও নাভি—এই সব অঙ্গে স্পর্শ করতে হবে।

ঋষ্যাদিন্যাসঃ

ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রঋষিভ্যো নমঃ, শিরসি। গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্‌ছন্দোভ্যো নমঃ, মুখে। মহাকালীমহালক্ষ্মীমহাসরস্বতীদেবতাভ্যো নমঃ, হৃদি। ঐং বীজায় নমঃ, গুহ্যে। হ্রীং শক্তয়ে নমঃ, পাদয়োঃ। ক্লীং কীলকায় নমঃ, নাভৌ।

'ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে'—এই মূল মন্ত্রে হাত শুদ্ধ করে করন্যাস করবে।

করন্যাসঃ

করন্যাসে হাতের বিভিন্ন আঙ্গুল, হাতের তালু ও হাতের পৃষ্ঠভাগে মন্ত্রের ন্যাস (স্থাপন) করা হয়। এইভাবেই অঙ্গন্যাসের সময় হৃদয়াদি অঙ্গে মন্ত্রের ন্যাস (স্থাপন) করা হয়। মন্ত্রকে জাগ্রত ও মূর্তিমান চিন্তা করে সেই সব অঙ্গের নাম উচ্চারণ করে সেই মন্ত্রময় দেবতাদের স্পর্শ ও স্তুতি করা হয়। এইভাবে করলে পাঠক বা জাপক স্বয়ং মন্ত্রময় হয়ে মন্ত্রদেবতাদ্বারা সর্বথা সুরক্ষিত

হয়। তার বাহ্য ও অভ্যন্তর শুদ্ধ হয়ে যায়, দিব্য শক্তি লাভ হয় এবং সাধনা নির্বিঘ্নতা লাভ করে পূর্ণ ও পরমফলদায়ক হয়।

ওঁ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (দুই হাতের দুই তর্জনী দিয়ে দুই অঙ্গুষ্ঠকে স্পর্শ করবে)।

ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং নমঃ (দুই হাতের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দুই তর্জনীতে স্পর্শ করবে)।

ওঁ ক্লীং মধ্যমাভ্যাং নমঃ (অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দুই মধ্যমাকে স্পর্শ করবে)।

ওঁ চামুণ্ডায়ৈ অনামিকাভ্যাং নমঃ (এইরূপে অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় স্পর্শ করবে)।

ওঁ বিচ্চে কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ (কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয় স্পর্শ করবে)।

ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ (হাতের তালু এবং পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করবে)।

হৃদয়াদিন্যাসঃ

এই ন্যাসে ডান হাতের আঙ্গুলদের দিয়ে 'হৃদয়' আদি স্পর্শ করা হয়।

ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ (ডান হাতের পাঁচ অঙ্গুলি দিয়ে হৃদয় স্পর্শ)।

ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা (ডান হাতের পাঁচ অঙ্গুলি দিয়ে মস্তক স্পর্শ)।

ওঁ ক্লীং শিখায়ৈ বষট্ (ডান হাতের পাঁচ অঙ্গুলি দিয়ে শিখাদেশ স্পর্শ)।

ওঁ চামুণ্ডায়ৈ কবচায় হুম্ (ডান হাতের আঙ্গুলগুলি দিয়ে বাম স্কন্ধ এবং বাম হাতের অঙ্গুলিদের দিয়ে দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ)।

ওঁ বিচ্চে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ (ডান হাতের অঙ্গুলিদের অগ্রভাগ দিয়ে দুই নেত্র ও ভ্রূমধ্য স্পর্শ)।

ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে অস্ত্রায় ফট্ (এই বাক্য উচ্চারণ করে ডান হাত দিয়ে মস্তকের ওপর দিয়ে বাঁদিকের পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে ডান দিকের সামনে নিয়ে আসা এবং তর্জনী তথা মধ্যমা অঙ্গুলিদের দিয়ে বাঁ হাতের তালুর ওপর তালি দেবে)।

অক্ষরন্যাসঃ

নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করে ডান হাতের অঙ্গুলাগ্রের দ্বারা যথাক্রমে শিখাদেশ, দক্ষিণ নেত্র ইত্যাদি স্পর্শ করা।

ওঁ ঐং নমঃ, শিখায়াম্। ওঁ হ্রীং নমঃ, দক্ষিণনেত্রে। ওঁ ক্লীং নমঃ, বামনেত্রে। ওঁ চাং নমঃ, দক্ষিণকর্ণে। ওঁ মুং নমঃ, বামকর্ণে। ওঁ ডাং নমঃ, দক্ষিণনাসাপুটে। ওঁ য়েং নমঃ, বামনাসাপুটে। ওঁ বিং নমঃ, মুখে। ওঁ চ্চেং নমঃ, গুহ্যে।

এইভাবে ন্যাস করে মূলমন্ত্র দ্বারা আটবার ব্যাপক (দুই হাত দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ) করবে, তারপর প্রত্যেক দিকে তুড়ি দিয়ে ন্যাস করা—

দিঙ্ন্যাসঃ

ওঁ ঐং প্রাচ্যৈ নমঃ। ওঁ ঐং আগ্নেয্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং দক্ষিণায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং নৈর্ঋত্যৈ নমঃ। ওঁ ক্লীং প্রতীচ্যৈ নমঃ। ওঁ ক্লীং বায়ব্যৈ নমঃ। ওঁ চামুণ্ডায়ৈ উদীচ্যৈ নমঃ। ওঁ চামুণ্ডায়ৈ ঐশান্যৈ নমঃ। ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ঊর্ধ্বায়ৈ নমঃ। ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ভূম্যৈ নমঃ।[১]

ধ্যানম্

খড়্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘাঞ্ছূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সংদধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামস্তৌৎ স্বপিতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্॥ ১ ॥[২]

---

[১]এখানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সংক্ষেপে ন্যাসবিধি দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিতভাবে যিনি পালন করতে ইচ্ছুক তিনি অন্যপুস্তক থেকে সারস্বতন্যাস, মাতৃকাগণন্যাস, ষড়দেবীন্যাস, ব্রহ্মাদিন্যাস, মহালক্ষ্ম্যাদিন্যাস, বীজমন্ত্রন্যাস, বিলোমবীজন্যাস, মন্ত্রব্যাপ্তিন্যাস ইত্যাদি অন্য রকমভাগেও ন্যাস করতে পারেন।

[২]এর অর্থ সপ্তশতীর প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভে (পৃষ্ঠা ৬৭) রয়েছে।

অক্ষস্রক্‌পরশুং গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিং চ চর্ম জলজং ঘন্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রসন্নাননাং
সেবে সৈরিভমর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্।। ২ ।।[১]

ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দিনীম্।। ৩ ।।[২]

তারপর ঐং হ্রীং অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে মালা পূজা করে প্রার্থনা—

ওঁ মাং মালে মহামায়ে সর্বশক্তিস্বরূপিণি।
চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব।।
ওঁ অবিঘ্নং কুরু মালে ত্বং গৃহ্ণামি দক্ষিণে করে।
জপকালে চ সিদ্ধ্যর্থং প্রসীদ মম সিদ্ধয়ে।।

ওঁ অক্ষমালাধিপতয়ে সুসিদ্ধিং দেহি দেহি সর্বমন্ত্রার্থসাধিনি সাধয় সাধয় সর্বসিদ্ধিং পরিকল্পয় পরিকল্পয় মে স্বাহা।

তারপর 'ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে' এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করবে এবং—

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎ প্রসাদান্মহেশ্বরি।।

এই শ্লোক পাঠ করে দেবীর বাম হস্তের উদ্দেশ্যে জপ নিবেদন করবে।

~~○~~

[১]এর অর্থ সপ্তশতীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে (পৃষ্ঠা ৮৪) রয়েছে।

[২]এর অর্থ সপ্তশতীর পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে (পৃষ্ঠা ১১৯) রয়েছে।

সপ্তশতীন্যাসঃ

তারপর সপ্তশতীর বিনিয়োগ, ন্যাস ও ধ্যান করা উচিত। ন্যাসের প্রণালী আগের মতো—

প্রথমমধ্যমোত্তরচরিত্রাণাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ঋষয়ঃ, শ্রীমহাকালী-মহালক্ষ্মীমহাসরস্বত্যো দেবতাঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুভশ্ছন্দাংসি, নন্দাশাকম্ভরীভীমাঃ শক্তয়ঃ, রক্তদন্তিকাদুর্গাভ্রামর্যো বীজানি, অগ্নি-বায়ুসূর্যাস্তত্ত্বানি, ঋগ্‌যজুঃসামবেদা ধ্যানানি, সকলকামনাসিদ্ধয়ে শ্রীমহাকালীমহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতীদেবতাপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা[১]॥ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ওঁ শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্‌গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥ তর্জনীভ্যাং নমঃ।
ওঁ প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাং চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥ মধ্যমাভ্যাং নমঃ।
ওঁ সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥ অনামিকাভ্যাং নমঃ।
ওঁ খড়্গাশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ[২]॥ কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ।
ওঁ সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে[৩]॥ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

ওঁ খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা.—হৃদয়ায় নমঃ।
ওঁ শূলেন পাহি নো দেবি.—শিরসে স্বাহা।

---

[১]এর অর্থ ৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
[২]এই চার শ্লোকের অর্থ ১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।
[৩]এর অর্থ ১৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ওঁ প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাং চ.—শিখায়ৈ বষট্।
ওঁ সৌম্যানি যানি রূপাণি.—কবচায় হুম্।
ওঁ খড়্গাশূলগদাদীনি.—নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
ওঁ সর্বস্বরূপে সর্বেশে.—অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যানম্

বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতিস্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং
কন্যাভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্।
হস্তৈশ্চক্রগদাসিখেটবিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জনীং
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে[১]॥

এর পর প্রথম চরিত্রের বিনিয়োগ এবং ধ্যান করে 'মার্কণ্ডেয় উবাচ' থেকে সপ্তশতীর পাঠ আরম্ভ করা। প্রত্যেক চরিত্রের বিনিয়োগ মূল সপ্তশতীর (চণ্ডীর) সঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রারম্ভে অর্থসহিত ধ্যানও দেওয়া হয়েছে। সপ্তশতীপাঠ (চণ্ডী পাঠ) শ্রদ্ধার সঙ্গে ভগবতীর প্রতি ধ্যানযুক্ত হয়ে করা উচিত। সুমিষ্ট স্বরে, স্পষ্ট উচ্চারণে, পদের বিভাগ, উত্তম স্বর, ধীরে ধীরে পাঠ, ছন্দময় পাঠ—এসব হল পাঠকের গুণ।[২] পাঠ করার সময় যে সুর দিয়ে গায়, তাড়াহুড়ো করে, অস্পষ্ট উচ্চারণ করে, মাথা দোলায়, নিজের হাতে লেখা পুস্তক পাঠ করে, অর্থ বোঝে না এবং অসম্পূর্ণ মন্ত্রই কণ্ঠস্থ করে, সেই পাঠক হল অধম শ্রেণীর।[৩] একটী অধ্যায় যতক্ষণ শেষ না হয়, ততক্ষণ পাঠ বন্ধ না করা। যদি প্রমাদবশতঃ অধ্যায়ের মাঝখানে পাঠে বিরতি ঘটে, তবে

---

[১]এর অর্থ দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ১৮৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।

[২]মাধুর্যমক্ষরব্যক্তিঃ পদচ্ছেদস্তু সুস্বরঃ।
ধৈর্যং লয়সমর্থং চ ষড়েতে পাঠকা গুণাঃ॥

[৩]গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥

পুণরায় প্রতিবার সম্পূর্ণ অধ্যায় পাঠ করা উচিত।[১] অজ্ঞানতাবশতঃ পুস্তক যদি হাতের উপর রেখে পাঠ করা হয়, তবে পাঠের অর্ধেক ফল লাভ হয়। স্তোত্র পাঠ মানসিকভাবে করতে নেই, বাচিক হওয়া চাই। শব্দের স্পষ্ট উচ্চারণই উত্তম পাঠ বলা হয়।[২] খুব জোরে জোরে উচ্চৈঃস্বরে পড়া বা বলা বর্জন করা উচিত। যত্ন এবং শুদ্ধ ও স্থির চিত্তে পাঠ করা উচিত।[৩] পাঠ যদি কণ্ঠস্থ না থাকে, তবে বই দেখেই পাঠ করা দরকার। নিজের হাতে লেখা অথবা ব্রাহ্মণেতর পুরুষের লেখা স্তোত্র পাঠ করবে না।[৪] পুস্তক যদি এক সহস্র শ্লোক মন্ত্রের হয় তবে বই দেখেই পাঠ করা কর্তব্য ; এর থেকে কম সংখ্যক শ্লোক হলে সেই শ্লোক মুখস্থ করে বিনা পুস্তকেও পাঠ করা যায়।[৫] এক একটী অধ্যায় সমাপ্ত হলে 'ইতি' 'বধ' 'অধ্যায়' তথা 'সমাপ্ত' শব্দের উচ্চারণ করা উচিত নয়।[৬]

~~O~~

---

[১]যাবন্ন পূর্যতেঽধ্যায়স্তাবন্ন বিরমেৎ পঠন্।
যদি প্রমাদাদধ্যায়ে বিরামো ভবতি প্রিয়ে॥
পুনরধ্যায়মারভ্য পঠেৎ সর্বং মুহুর্মুহুঃ॥

[২]অজ্ঞানাৎ স্থাপিতে হস্তে পাঠে হ্যর্ধফলং ধ্রুবম্।
ন মানসে পঠেৎ স্তোত্রং বাচিকং তু প্রশস্যতে॥

[৩]উচ্চৈঃ পাঠং নিষিদ্ধং স্যাত্ত্বরাং চ পরিবর্জয়েৎ।
শুদ্ধেনাচলচিত্তেন পঠিতব্যং প্রয়ত্নতঃ॥

[৪]কণ্ঠস্থপাঠাভাবে তু পুস্তকোপরি বাচয়েৎ।
ন স্বয়ং লিখিতং স্তোত্রং নাব্রাহ্মণলিপিং পঠেৎ ॥

[৫]পুস্তকে বাচনং শস্তং সহস্রাদধিকং যদি।
ততো ন্যূনস্য তু ভবেদ্ বাচনং পুস্তকং বিনা॥

[৬]অধ্যায় পাঠ পূর্ণ হয়ে গেলে এরূপ উচ্চারণ করা উচিত— 'শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে প্রথমঃ ওঁ তৎ সৎ।' এইরূপে দ্বিতীয়ঃ, তৃতীয়ঃ, চতুর্থঃ ইত্যাদি বলে সমাপ্ত করা উচিত।

॥ শ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥

শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তশতী

অথ প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়

মেধা ঋষি কর্তৃক রাজা সুরথ ও সমাধিকে ভগবতীর মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে মধুকৈটভ বধ সংবাদ

বিনিয়োগঃ

ওঁ অস্য শ্রীপ্রথমচরিত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ, মহাকালী দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, নন্দা শক্তিঃ, রক্তদন্তিকা বীজম্, অগ্নিস্তত্ত্বম্, ঋগ্বেদঃ স্বরূপম্, শ্রীমহাকালীপ্রীত্যর্থে প্রথমচরিত্রজপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানম্

ওঁ খড়্গং চক্র-গদেষু-চাপ-পরিঘান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্য-পাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামস্তৌৎ স্বপিতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্॥ ১ ॥

এই প্রথম চরিত্রের ঋষি ব্রহ্মা, দেবতা মহাকালী, ছন্দ গায়ত্রী, শক্তি নন্দা, বীজ রক্তদন্তিকা, তত্ত্ব অগ্নি এবং স্বরূপ ঋগ্বেদ। শ্রীমহাকালী দেবতার প্রীতির জন্য প্রথম চরিত্রের জপে বিনিয়োগ করা হয়।

ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় থাকার সময় মধু এবং কৈটভকে বধের জন্য কমলজন্মা ব্রহ্মা যাঁকে স্তব করেছিলেন, সেই মহাকালী দেবীকে আমি সেবা (উপাসনা) করছি। তিনি নিজের দশ হাতে খড়্গ, চক্র, গদা, বাণ, ধনুষ, পরিঘ, শূল, ভুশুণ্ডি, নরমুণ্ড ও শঙ্খ ধারণ করেন। তাঁর তিনটী নেত্র। তিনি সর্বাঙ্গে দিব্য আভরণে ভূষিতা। তাঁর শরীরের জ্যোতি নীলকান্তমণির মত। তার দশটী মুখ ও দশটি পা।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ[১]

'ওঁ' ঐং মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥১ ॥

সাবর্ণিঃ সূর্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্ গদতো মম॥ ২ ॥

মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ॥ ৩ ॥

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাঽভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে॥ ৪ ॥

তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তদা॥ ৫ ॥

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বললেন—॥ ১ ॥ সূর্যপুত্র সাবর্ণি, যিনি অষ্টম মনু বলে কথিত, তাঁর উৎপত্তির (জন্মকাহিনী) কথা বিস্তারিতভাবে বলছি, শোনো॥ ২ ॥ সূর্যতনয় মহাভাগ (মহাঐশ্বর্যশালী) সাবর্ণি ভগবতী মহামায়ার অনুগ্রহে যে ভাবে মন্বন্তরাধিপতি হয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গ শোনাচ্ছি॥ ৩ ॥ পূর্বকালে স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন, যিনি চৈত্রবংশে জন্মেছিলেন, তিনি সমগ্র ভূমণ্ডলের অধিপতি হয়েছিলেন॥ ৪ ॥ তাঁর প্রজাদের তিনি নিজ ঔরসজাত পুত্রের মতো নীতিশাস্ত্রমতে পালন করতেন ; তবুও সেই সময় কোলাবিধ্বংসী[২] নামক ক্ষত্রিয় তাঁর শত্রু হয়েছিল॥ ৫ ॥

---

[১]ওঁ চণ্ডীদেবীকে নমস্কার।

[২]'কোলাবিধ্বংসী' শব্দ কোনও বিশেষ ক্ষত্রিয় বংশের নাম। দক্ষিণদেশে 'কোলা' নগরীর প্রসিদ্ধি আছে প্রাচীন কালের এক রাজধানী হিসেবে। যেই ক্ষত্রিয় সেই নগরী আক্রমণ করে তাকে বিধ্বস্ত করেছিল, তাকেই 'কোলাবিধ্বংসী' হয়।

তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতঃ॥ ৬ ॥

ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ॥ ৭ ॥

অমাত্যৈর্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষো বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ॥ ৮ ॥

ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্॥ ৯ ॥

স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্ দ্বিজবর্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্॥ ১০ ॥

সুরথরাজার দণ্ডনীতি বড়ই প্রবল ছিল। শত্রুদের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। কোলাবিধ্বংসীরা যদিও সংখ্যায় কম ছিল তবুও রাজা সুরথ যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছিলেন॥ ৬ ॥ তখন তিনি রণভূমি থেকে প্রত্যাগমন করে এসে কেবলমাত্র নিজের দেশের রাজা হয়ে থেকে গেলেন (সমগ্র পৃথিবী থেকে তাঁর অধিকার চলে যেতে থাকল), কিন্তু সেখানেও সেই প্রবল শত্রুরা সেই সময় এসে মহাভাগ রাজা সুরথকে আক্রমণ করল॥ ৭ ॥ রাজার শক্তি কমে যাচ্ছিল ; তার ফলে তাঁর দুষ্ট, বলবান এবং দুরাত্মা মন্ত্রীগণ সেই রাজধানীতেও রাজকীয় সৈন্যসামন্ত ও কোষাগার অধিকার করে নিল॥ ৮ ॥ সুরথের প্রভুত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়াতে তিনি মৃগয়ার উদ্দেশ্যে ঘোড়ায় চড়ে একলাই এক গভীর অরণ্যে গমন করলেন॥ ৯ ॥ সেখানে তিনি দ্বিজবর মেধা ঋষির আশ্রম দেখতে পেলেন, যেখানে হিংস্র জন্তুরাও নিজেদের স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করে পরস্পর শান্তভাবে বাস করত। মুনির অনেক শিষ্য সেই আশ্রমের শোভাবর্দ্ধন করত॥ ১০ ॥

তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে॥ ১১ ॥
সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ[১]।
মৎপূর্বৈঃ পালিতং পূর্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ॥ ১২ ॥
মদ্ভৃত্যৈস্তৈরসদ্বৃত্তৈর্ধর্মতঃ পাল্যতে ন বা।
ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ॥ ১৩ ॥
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে।
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ॥ ১৪ ॥
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্।
অসম্যগ্ ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্॥ ১৫ ॥

সেখানে যাওয়ার পর তিনি মুনির দ্বারা সমাদৃত হয়ে সেই মুনিবরের আশ্রমে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে কিছু সময় কাটালেন॥ ১১ ॥ সেখানে মমতাভিভূত চিত্তে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন—অতীতে আমার পূর্বপুরুষরা যে নগর সুরক্ষিত রেখেছিলেন, সেই নগর আজ আমার দ্বারা পরিত্যক্ত। আমার দুরাচারী ভৃত্যবর্গ সেই নগর ধর্মানুসারে রক্ষা করেছে কিনা জানি না, সর্বদা মদস্রবী ও মহাবল, আমার প্রধান হস্তী এখন শত্রুদের অধীন হয়ে কেমন সব ভোগ করছে। যে সব লোকেরা আমার অনুগ্রহ, বেতন, ভোজ্যদ্রব্যাদি পেয়ে সর্বদা আমার অনুগত ছিল, তারা নিশ্চয়ই এখন অন্য রাজাদের দাসত্ব করছে। বহুকষ্টে সঞ্চিত আমার সেই ধনরাশি ওই সব অমিতব্যয়ী আমাত্যদের দ্বারা নিয়ত ক্ষয় হতে হতে নিঃশেষ হয়ে যাবে। রাজা সুরথ সর্বদাই এই সমস্ত ঘটনা এবং অন্যান্য দুশ্চিন্তা করতেন। একদিন তিনি সেই দ্বিজবর মেধা মুনির আশ্রমের কাছে এক বৈশ্যকে দেখতে পেলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা

---

[১]*পাঠান্তর—মমত্বাকৃষ্টমানসঃ*

সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি।
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ॥ ১৬ ॥
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ।
স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ॥ ১৭ ॥
সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্মনা ইব লক্ষ্যসে।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্॥ ১৮ ॥
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্॥ ১৯ ॥

বৈশ্য উবাচ ॥ ২০ ॥

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে॥ ২১ ॥
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ।
বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্॥ ২২ ॥
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ।
সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্॥ ২৩ ॥

করলেন—'মহাশয়! তুমি কে? তুমি এখানে কেন এসেছ? তোমাকে যেন শোকাকুল ও মানসিক বেদনাযুক্ত বলে মনে হচ্ছে?' রাজা সুরথের এই প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণে বিনয়াবনতভাবে সেই বৈশ্য রাজাকে প্রণাম করে প্রত্যুত্তরে বললেন—॥ ১২-১৯ ॥

বৈশ্য বললেন—॥ ২০ ॥ হে রাজন্! ধনবান বংশে জাত আমি এক বৈশ্য। আমার নাম সমাধি॥ ২১ ॥ আমার দুষ্ট স্ত্রীপুত্রেরা ধনলোভে আমাকে বিতাড়িত করেছে। বর্তমানে আমি ধনসম্পত্তি ও স্ত্রীপুত্রাদির দ্বারা পরিত্যক্ত। আমার বিশ্বস্ত আত্মীয়স্বজনেরা আমার ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করে আমাকে পরিত্যাগ করেছে, এইজন্য দুঃখিত মনে আমি বনে চলে এসেছি। এখানে এসে আমি জানতেও পারছি না যে আমার স্ত্রীপুত্র এবং আত্মীয়-বন্ধুরা কুশলে

প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ।
কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম্॥ ২৪ ॥
কথন্তে কিন্নু সদ্‌বৃত্তা দুর্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ॥ ২৫ ॥

রাজোবাচ॥ ২৬ ॥

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ॥ ২৭ ॥
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্॥ ২৮॥

বৈশ্য উবাচ॥ ২৯ ॥

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্‌গতং বচঃ॥ ৩০॥
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ।
যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ॥ ৩১ ॥
পতিস্বজনহার্দঞ্চ হার্দি তেষ্বেব মে মনঃ।
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে॥ ৩২ ॥

আছে কিনা ? বাড়ীতে এখন তারা কুশলে আছে না কষ্টে আছে কে জানে ? ॥ ২২-২৪ ॥ আমার ছেলেরা কেমন আছে ? তারা কি এখনও সদাচারী, নাকি দুরাচারী হয়ে গেছে ? ॥ ২৫॥

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—॥ ২৬ ॥ যে সব লোভী স্ত্রীপুত্রগণ অর্থের লোভে তোমাকে ঘরছাড়া করেছে, তাদের জন্য তোমার মন এত স্নেহাসক্ত কেন ? ॥ ২৭-২৮ ॥

বৈশ্য (সমাধি) বললেন—॥ ২৯ ॥ আমার সম্বন্ধে আপনি যা বলছেন তা সবই ঠিক ॥ ৩০ ॥ কিন্তু কি করব, আমার মন তো নিষ্ঠুর হতে পারছে না। যারা অর্থের লোভে পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম ও স্বজনপ্রীতি জলাঞ্জলি দিয়ে আমাকে বহিষ্কৃত করেছে তাদের প্রতিই আমার মন অনুরক্ত হচ্ছে। হে মহামতি ! গুণহীন (স্নেহহীন) বন্ধুদের প্রতিও যে আমার মন এই রকম মমতাযুক্ত হচ্ছে,

যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু।
তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসো দৌর্মনস্যঞ্চ জায়তে॥ ৩৩॥
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্॥ ৩৪॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ ৩৫ ॥

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ॥ ৩৬ ॥
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ।
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্॥ ৩৭ ॥
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ॥ ৩৮॥

রাজোবাচ ॥ ৩৯ ॥

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ॥ ৪০॥
দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা।
মমত্বং গতরাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি॥ ৪১॥

এর কারণ কি ? আমি তো বুঝেও বুঝতে পারছি না। তাদের জন্য আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ছে এবং অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হচ্ছে॥ ৩১-৩৩ ॥ ওরা প্রীতিহীন, তবুও যে ওদের প্রতি আমি নির্দয় হতে পারছি না। আমি কী করব ? ॥ ৩৪ ॥

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—॥ ৩৫ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! তখন রাজশ্রেষ্ঠ সুরথ এবং সেই সমাধি নামক বৈশ্য দুজনে একসাথে মেধা ঋষির কাছে গিয়ে যথাযোগ্য বিনীত প্রণাম করে তাঁর সামনে বসলেন। তারপর সেই বৈশ্য এবং রাজা কিছু কথাবার্তা শুরু করলেন॥ ৩৬-৩৮ ॥ **রাজা বললেন**—॥ ৩৯ ॥ হে ভগবন্ ! আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহ করে তার উত্তর আমাকে বলুন॥ ৪০ ॥ আমার মন আমার নিজের বশীভূত না থাকায় এই প্রশ্ন সর্বদাই আমাকে দুঃখ দিচ্ছে। যে রাজ্য আমার হাতের বাহিরে চলে গেছে, সেই রাজ্যের প্রতি এবং তার সব কিছুর প্রতি আমার মমতা বদ্ধ হয়ে

জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম।
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ[১] পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ॥ ৪২ ॥
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দী তথাপ্যতি।
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ॥ ৪৩॥
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ।
তৎ কিমেতন্মহাভাগ[২] যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি॥ ৪৪ ॥
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা॥ ৪৫ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ৪৬ ॥

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে ॥ ৪৭ ॥

রয়েছে॥ ৪১ ॥ হে মুনিসত্তম ! সেই রাজ্য যে আমার আর নেই তা জানা সত্ত্বেও অজ্ঞানীর মতো সেই রাজ্য এবং রাজ্যের বিভিন্ন বস্তুর জন্য আমার মন বিষাদগ্রস্ত, এর কারণ কী ? এখানে এই বৈশ্যও স্ত্রীপুত্রদের দ্বারা বাড়ী থেকে বিতাড়িত, অপমানিত হয়ে এসেছেন। পুত্র, স্ত্রী এবং ভৃত্যেরা একে ছেড়ে গেছে॥ ৪২ ॥ স্বজনরাও তাকে পরিত্যাগ করেছে, তবুও তাদের প্রতি এই বৈশ্য অতিশয় আসক্ত। এই পরিস্থিতিতে ইনি এবং আমি দুজনেই অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে রয়েছি॥ ৪৩ ॥ যেখানে যে ব্যাপারে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দোষ দেখতে পাচ্ছি, সেই বিষয়ের প্রতিও আমাদের মনে মমতাজনিত আকর্ষণ জন্মাচ্ছে। হে মহাভাগ ! আমরা দুজনেই বুদ্ধিমান, তথাপি আমাদের মনে যে মোহ উৎপন্ন হয়েছে, এটা কেন ? বিবেক-হীন মানুষের মত এই রকম মূঢ়তা, আমার এবং এর মধ্যেও কেন ? ॥ ৪৪-৪৫ ॥

ঋষি বললেন—॥ ৪৬ ॥ হে মহামতে ! সব প্রাণীরই রূপ, রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে জ্ঞান আছে ॥ ৪৭ ॥

---

[১]পাঠান্তর—নিষ্কৃতঃ। *[২]পা.—তৎ কেনৈত।*

বিষয়শ্চ[১] মহাভাগ যাতি[২] চৈবং পৃথক্ পৃথক্।
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে॥ ৪৮॥

কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ।
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিং[৩] তু তে ন হি কেবলম্॥ ৪৯॥

যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্॥ ৫০॥

মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ।
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতঙ্গাঞ্ছাবচঞ্চুষু॥ ৫১॥

কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা।
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি॥ ৫২॥

এইরকম বিষয়সমূহও প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা, কোনও প্রাণী দিনের বেলায় দেখতে পায় না, তাই সে রূপএর বিষয় দিনের বেলায় অজ্ঞান, আবার কোনও প্রাণী রাতের বেলা দেখতে পায় না, সে রাত্রিবেলা রূপের বিষয়ে অজ্ঞান॥ ৪৮ ॥ আবার কিছু প্রাণী আছে যারা দিনে ও রাত্রে একই রকমভাবে দেখতে পায়, একথা সত্যি যে মানুষ জ্ঞানবান কিন্তু মানুষই কেবল এরকম নয়॥ ৪৯ ॥ পশু, পাখী, মৃগ ইত্যাদি সব প্রাণীরই বিষয়জ্ঞান আছে। মানুষের জ্ঞানও পশুপাখীদের বিষয়জ্ঞানের মতো ॥ ৫০ ॥ আবার মানুষেরও যেরকম বিষয়জ্ঞান পশুপাখীদেরও তেমনই। এই বিষয়জ্ঞান তথা অন্যান্য ব্যাপারেও উভয়েরই জ্ঞান সমান সমান। দেখ, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পাখীরা নিজে ক্ষুধার্ত হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র মোহের বশে নিজের বাচ্চাদের মুখে খাবারের দানা দিয়ে দেয়। হে নরশ্রেষ্ঠ ! দেখলেই বুঝতে পারবে যে মানুষ জ্ঞানী হয়েও শুধুমাত্র লোভের বশে প্রত্যুপকারের আশায় পুত্রসন্তানদের

---

[১]পা.—যাশ্চ। *[২]পা.—যান্তি।* *[৩]পা.—কিন্নু তে।*

লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতান্[1] কিং ন পশ্যসি।
তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ॥ ৫৩ ॥

মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা[2]।
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ॥ ৫৪ ॥

মহামায়া হরেশ্চৈষা[3] তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা॥ ৫৫ ॥

বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্॥ ৫৬ ॥

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী॥ ৫৭ ॥

সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥ ৫৮ ॥

কামনা করে ? যদিও এদের কারুর মধ্যেই জ্ঞানের অভাব নেই, তবুও সংসারের স্থিতিকারিণী (জন্ম-মৃত্যুপরম্পরা) ভগবতী মহামায়ার প্রভাবে এরা সকলে মমতারূপ আবর্তযুক্ত মোহরূপ গর্তে পড়ে আছে। অতএব এই ব্যাপারে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। জগৎপতি ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপা যে ভগবতী মহামায়া, তাঁর দ্বারাই এই জগৎ মোহিত হয়ে রয়েছে। সেই ভগবতী দেবী মহামায়া জ্ঞানীদের চিত্তকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহাবৃত করেন। তিনিই এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন, আবার তিনিই প্রসন্না হলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য বরদান করেন। তিনিই সংসার বন্ধন ও মোক্ষের কারণস্বরূপা পরাবিদ্যা ও সনাতনী (অন্তবিহীনা) দেবী তথা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী॥ ৫১-৫৮ ॥

---

[1]*পাঠভেদ—নন্বেতে।* [2]*পাঠভেদ—রিণঃ।* [3]*পাঠভেদ—চৈতৎ।*

রাজোবাচ ॥ ৫৯ ॥

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্॥ ৬০ ॥
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্যাশ্চ[১] কিং দ্বিজ।
যৎপ্রভাবা[২] চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা॥ ৬১ ॥
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর॥ ৬২ ॥

ঋষিরুবাচ॥ ৬৩ ॥

নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্ ॥ ৬৪ ॥
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম।
দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভ বতি সা যদা॥ ৬৫ ॥
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।
যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে॥ ৬৬ ॥

রাজা সুরথ জিজ্ঞাসা করলেন—॥ ৫৯ ॥ হে ভগবন্ ! যাঁকে আপনি মহামায়া বলছেন, সেই দেবী কে ? ব্রহ্মন্ ! তিনি কীরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন ? তাঁর চরিত্র কীরকম ? হে ব্রহ্মবেত্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ! সেই দেবীর যেরূপ স্বভাব, তাঁর যা স্বরূপ এবং তিনি যেভাবে উৎপন্না হয়েছেন, সেই সবকিছু আপনার শ্রীমুখ থেকে আমরা শুনতে ইচ্ছা করি॥ ৬০-৬২ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ৬৩ ॥ হে রাজন্ ! প্রকৃতপক্ষে তো তিনি নিত্যস্বরূপাই। সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ তাঁরই মূর্তিস্বরূপ। তিনি সর্বব্যাপিনী। তথাপি তাঁর আবির্ভাব বহুপ্রকারে হয়ে থাকে। সেইসব কাহিনী আমার কাছে শোনো। তিনি যদিও নিত্যা এবং জন্মমৃত্যুরহিতা, তবুও দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য যখন তিনি প্রকট হন, তখন লোকে তাঁকে উৎপন্না বলে থাকে। কল্পান্তে (প্রলয়কালে) সমগ্র জগৎ যখন একার্ণব জলে নিমগ্ন হল আর সকলের প্রভু

---

[১]*পাঠভেদ—কর্ম চাস্যাশ্চ* [২]*পাঠভেদ—যৎ স্বভাবা।*

আস্তীর্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ।
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।। ৬৭ ।।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ।
স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।। ৬৮ ।।
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দনম্।
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।। ৬৯ ।।
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্[১]।
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।। ৭০ ।।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ।। ৭১ ।।

ভগবান বিষ্ণু শেষনাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করে যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করে শুয়ে ছিলেন, সেই সময় তাঁর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই ভয়ঙ্কর অসুর উৎপন্ন হল। তারা দুজনে মিলে ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। ভগবান বিষ্ণুর নাভিকমলে বিরাজমান প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই দুই ভীষণ অসুরকে প্রত্যক্ষ দেখে এবং ভগবান বিষ্ণুকে নিদ্রিত দেখে, একাগ্রচিত্তে ভগবান বিষ্ণুকে জাগাবার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর চোখে নিবাসিনী যোগনিদ্রার স্তব করতে লাগলেন। এই বিশ্বের জগদীশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতিসংহারকারিণী এবং তেজঃস্বরূপ ভগবান বিষ্ণুর অনুপম শক্তি, সেই ভগবতী নিদ্রাদেবীকে ভগবান ব্রহ্মা স্তুতি করতে লাগলেন ॥ ৬৪-৭১ ॥

---

[১]কোন কোন বইয়ে এরপরেই 'ব্রহ্মোবাচ' রয়েছে এবং 'নিদ্রাং ভগবতীং' এই শ্লোকার্ধকের স্থানে—'স্তৌমি নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।।' এরূপ পাঠ রয়েছে।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ৭২ ॥

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা॥ ৭৩ ॥

সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।
অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ॥ ৭৪ ॥

ত্বমেব সন্ধ্যা[১] সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা।
ত্বয়ৈতদ্ ধার্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ॥ ৭৫ ॥

ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে॥ ৭৬॥

তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ॥ ৭৭ ॥

মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী[২]।
প্রকৃতিস্ত্বং চ সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী॥ ৭৮॥

ব্রহ্মা বললেন— ॥ ৭২ ॥ দেবি ! তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা এবং তুমিই বষট্‌কার। স্বরও তোমারই স্বরূপ। তুমিই জীবনদায়িনী সুধা। নিত্য অক্ষর প্রণবের অকার, উকার, মকার—এই তিনমাত্রারূপে তুমিই স্থিত, আবার এই তিন মাত্রা ছাড়া বিন্দুরূপা যে নিত্য অর্দ্ধমাত্রা—যাকে বিশেষরূপে আলাদাভাবে উচ্চারণ করা যায় না, তাও তুমিই। দেবি ! তুমিই সন্ধ্যা, সাবিত্রী তথা পরম জননী। দেবি ! তুমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছ। তোমার থেকেই এই জগতের সৃষ্টি হয়। তোমার দ্বারাই এই জগতের পালন হয় এবং সর্বদা প্রলয়কালে তুমিই এর সংহার কর। জগন্ময়ী দেবি ! এই জগতের সৃষ্টিকালে তুমি সৃষ্টিরূপা, পালনকালে স্থিতিরূপা এবং প্রলয়কালে সংহারশক্তিরূপা। তুমিই মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্মৃতি, মহামোহরূপা, মহাদেবী ও

---

[১]পাঠভেদ—সা ত্বং। [২]পা.—মহেশ্বরী।

কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা॥ ৭৯॥

লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ।
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা॥ ৮০ ॥

শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা।
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী॥ ৮১ ॥

পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী।
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্‌বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে॥ ৮২ ॥

তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা[১]।
যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাত্যত্তি[২] যো জগৎ॥ ৮৩ ॥

সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ॥ ৮৪ ॥

মহাসুরী। তুমিই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের সৃষ্টিকারিণী সর্বময়ী প্রকৃতি। ভয়ঙ্কর কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রিও তুমিই। তুমিই শ্রী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই হ্রী এবং তুমি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি ও ক্ষমাও তুমিই। তুমি খড়্গধারিণী, শূলধারিণী, ঘোররূপা, তথা গদা, চক্র, শঙ্খ ও ধনুর্ধারিণী। বাণ, ভুশুণ্ডী ও পরিঘা—এসবও তোমার অস্ত্র। তুমি সৌম্যা ও সৌম্যতরা—শুধু তাই নয়, যত কিছু সৌম্য এবং সুন্দর পদার্থ আছে, সেই সবের থেকেও তুমি অত্যধিক সুন্দরী, পর ও অপর—সবের উপরে পরমেশ্বরী তুমিই। সুতরাং তোমার স্তুতি কিভাবে হতে পারে ? যেই ভগবান এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন, সেই ভগবানকেও যখন তুমি নিদ্রাবিষ্ট করে রেখেছ, তখন কে তোমার স্তব করতে সমর্থ ? আমাকে,

---

[১]*পাঠভেদ—ময়া।* [২]*পা.—পাতাত্তি।*

কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা॥ ৮৫ ॥
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ।
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু॥ ৮৬ ॥
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ॥ ৮৭ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ৮৮ ॥

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা॥ ৮৯ ॥
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ।
নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ ॥ ৯০ ॥
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দনঃ॥ ৯১ ॥

ভগবান বিষ্ণুকে ও ভগবান রুদ্রকেও তুমিই শরীর গ্রহণ করিয়েছ ; কাজেই তোমার স্তুতি করার মত শক্তি কার আছে ? হে দেবি ! তুমি তো নিজের এই উদর প্রভাবের দ্বারাই প্রশংসিত। এই যে দুই দুর্জয় অসুর মধু ও কৈটভ এদের তুমি মোহগ্রস্ত করে দাও এবং জগদীশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে শীগগিরই জাগরিত করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে এই মহাসুরকে বধ করবার জন্য তাঁর প্রবৃত্তি উৎপাদন কর॥ ৭৬-৮৭ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ৮৮ ॥ ব্রহ্মা যখন মধু আর কৈটভকে বধ করবার উদ্দেশ্যে ভগবান বিষ্ণুকে যোগনিদ্রা থেকে জাগাবার জন্য তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যোগনিদ্রার এই রকম স্তুতি করলেন, তখন সেই দেবী যোগনিদ্রা ভগবান বিষ্ণুর চোখ, মুখ, নাক, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল থেকে নির্গত হয়ে অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হলেন। যোগনিদ্রা ভেঙ্গে যাওয়ার পর জগন্নাথ ভগবান জনার্দন একীভূত মহাসমুদ্রে অবস্থিত অনন্তশয়ান থেকে জেগে উঠলেন। গাত্রোত্থান করে তিনি ওই দুই অসুরকে দেখলেন।

একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ।
মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্যপরাক্রমৌ॥ ৯২ ॥
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং[১] ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ।
সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ॥ ৯৩ ॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ।
তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ॥ ৯৪ ॥
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্॥ ৯৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ॥ ৯৬ ॥

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি॥ ৯৭॥
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম[২]॥ ৯৮ ॥

ঋষিরুবাচ॥ ৯৯ ॥

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্বমাপোময়ং জগৎ॥ ১০০ ॥

তারা, —সেই দুরাত্মা, অতি বলবান ও মহাবিক্রমশালী ক্রোধে আরক্ত নয়নে ব্রহ্মাকে ভক্ষণের উদ্যোগ করছিল। অতঃপর ভগবান শ্রীহরি শয্যা ছেড়ে উঠে ওই দুই অসুরের সাথে পাঁচ হাজার বছর ধরে বাহুযুদ্ধ করলেন, ওরা দুজনও অত্যন্ত বলদর্পিত হয়েছিল। এদিকে দেবী মহামায়াও তাদের বিমোহিত করে রেখেছিলেন ; ফলে তারা ভগবান বিষ্ণুকে বলল—'আমরা তোমার বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি আমাদের কাছে বর প্রার্থনা করো।' ॥ ৮৯-৯৫ ॥

শ্রীভগবান বললেন—॥ ৯৬ ॥ তোমরা দুজনে যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাক, তবে তোমরা আমার হাতে বধ্য হও। ব্যস্, এইই আমার একান্ত অভিপ্রায়। অন্য বরের আর কী প্রয়োজন ? ॥ ৯৭-৯৮ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ৯৯ ॥ এইভাবে প্রবঞ্চিত হয়ে যখন তারা সমস্ত

---

[১]পাঠভেদ—গৌ হন্তুং। *[২]পা.—ময়া।*

বিলোক্য ত্যাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ[১]।
আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা॥ ১০১ ॥

ঋষিরুবাচ॥ ১০২ ॥

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্রগদাভৃতা।
কৃত্বা চক্রেণ বৈ চ্ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ॥ ১০৩ ॥

এবমেষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্।
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে॥ ঐং ওঁ ॥ ১০৪ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মধুকৈটভবধো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥
এই অধ্যায়ে উবাচ—১৪, অর্দ্ধশ্লোক—২৪, শ্লোক—৬৬
সর্বমোট—১০৪ ।

~~O~~

জগৎ জলমগ্ন দেখলো, তখন কমলনয়ন ভগবানকে বলল—পৃথিবীর যে জায়গাটা জলমগ্ন হয়নি—যেখানে শুকনো জায়গা আছে, সেইস্থানে আমাদের বধ করো॥ ১০০-১০১ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ১০২ ॥ শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান বিষ্ণু 'তাই হোক' বলে ওদের দুজনের মাথা দুটি নিজের ঊরুর ওপর রেখে চক্র দিয়ে ছেদন করলেন। এইভাবে এই দেবী মহামায়া ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্তুতা হয়ে স্বয়ং আবির্ভূতা হয়েছিলেন। আমি আবার তোমাদের কাছে এই দেবীর মহিমা বা আবির্ভাবের বিষয় বর্ণনা করছি, শোনো ॥ ১০৩-১০৪ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে
'মধু-কৈটভ-বধ' নামক প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল॥ ১ ॥

~~O~~

[১]মার্কণ্ডেয়পুরাণের কোনও কোনও পাঠে 'প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ।'—অধিক পাঠ দেখা যায়।

অথ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেবতাদের পুঞ্জীভূত তেজে দেবীর আবির্ভাব এবং মহিষাসুরের সৈন্য বধ

বিনিয়োগঃ

ওঁ মধ্যমচরিত্রস্য বিষ্ণুর্ঋষিঃ, মহালক্ষ্মীর্দেবতা, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, শাকম্ভরী শক্তিঃ, দুর্গা বীজম্, বায়ুস্তত্ত্বম্, যজুর্বেদঃ স্বরূপম্, শ্রীমহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং মধ্যমচরিত্রজপে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানম্

ওঁ অক্ষস্রক্‌পরশুং গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুষ্কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রসন্নাননাং
সেবে সৈরিভমর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্॥

'ওঁ হ্রীং' ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা।
মহিষেঽসুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে॥ ২ ॥

ওঁ মধ্যম চরিত্রের ঋষি বিষ্ণু, দেবতা মহালক্ষ্মী, ছন্দ উষ্ণিক্, শক্তি শাকম্ভরী, বীজ দুর্গা, তত্ত্ব বায়ু এবং স্বরূপ যজুর্বেদ। শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রসন্নতালাভের উদ্দেশ্যে মধ্যম চরিত্রের পাঠের বিনিয়োগ করা হয়।

কমলাসনে অধিষ্ঠিতা, প্রসন্নাননা যিনি, যাঁর হাতে রুদ্রাক্ষের জপমালা, কুঠার, গদা, বাণ, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, খড়্গ, ঢাল, শঙ্খ, ঘন্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ এবং সুদর্শনচক্র ধারণ করা আছে, সেই মহিষাসুরমর্দিনী ভগবতী মহালক্ষ্মীর ধ্যান করি।

মেধা ঋষি বললেন—॥ ১ ॥ পূর্বকালে পূর্ণ একশ বছর ধরে দেবতা ও

তত্রাসুরৈর্মহাবীর্যৈর্দেবসৈন্যং পরাজিতম্।
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোঽভূন্মহিষাসুরঃ॥ ৩ ॥
ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধ্বজৌ॥ ৪ ॥
যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহিষাসুরচেষ্টিতম্।
ত্রিদশাঃ কথয়ামাসুর্দেবাভিভববিস্তরম্॥ ৫ ॥
সূর্যেন্দ্রাগ্ন্যনিলেন্দূনাং যমস্য বরুণস্য চ।
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি॥ ৬ ॥
স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা॥ ৭ ॥
এতদ্ বঃ কথিতং সর্বমমরারিবিচেষ্টিতম্।
শরণং বঃ প্রপন্নাঃ স্মো বধস্তস্য বিচিন্ত্যতাম্॥ ৮ ॥

অসুরদের ঘোর যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে অসুরদের রাজা মহিষাসুর আর দেবতাদের অধীশ্বর ছিলেন ইন্দ্র। ওই যুদ্ধে মহাবীর অসুরদের হাতে দেবতারা পরাজিত হন। দেবতাদের পরাভূত করে মহিষাসুর স্বর্গের অধিপতি হয়ে বসলেন॥ ৩ ॥ পরাজিত দেবতারা তখন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করে ভগবান শিব ও বিষ্ণুর সমীপে গমন করলেন॥ ৪ ॥ মহিষাসুরের পরাক্রম এবং নিজেদের পরাজয়ের কাহিনী সবিস্তারে তাঁরা বিষ্ণু ও শিবের কাছে বর্ণনা করলেন॥ ৫ ॥ তাঁরা বললেন—'হে ভগবন্! সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, যম, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদের অধিকার হরণ করে মহিষাসুর নিজেই সব অধিকার করে বসেছে'॥ ৬ ॥ সেই দুরাত্মা মহিষাসুর সব দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছে। সেই সব দেবতারা এখন মানুষদের মতো পৃথিবীতে বিচরণ করছেন ॥ ৭ ॥ অসুরদের দৌরাত্ম্যের সব কথাই আমরা

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রুকুটীকুটিলাননৌ॥ ৯ ॥

ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥ ১০ ॥

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥ ১১ ॥

অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥ ১২ ॥

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥ ১৩ ॥

যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখম্।
যাম্যেন চাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা॥ ১৪ ॥

আপনাদের জানালাম। আমরা এখন আপনাদের শরণাপন্ন হলাম। আপনারা এই মহিষাসুরের বধের কোনও ব্যবস্থা করুন॥ ৮ ॥ দেবতাদের কাছে এই সব শুনে মধুসূদন ও মহাদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁদের ভ্রূকুটিভঙ্গে তাঁদের মুখ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল ॥ ৯ ॥ তখন অত্যন্ত ক্রোধান্বিত চক্রপাণি শ্রীবিষ্ণুর বদন থেকে এক মহাতেজ নির্গত হল। সাথে সাথে ব্রহ্মা, শিব, তথা ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতাদের শরীর থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হল। এই সমস্ত মিলে একত্র হয়ে গেল॥ ১০-১১ ॥ মহা মহা তেজের সেই পুঞ্জীভূত রাশি এক জ্বলন্ত পর্বতের মত দেখা যেতে লাগল। দেবতারা দেখলেন, সেই সুদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ দশদিক ব্যাপ্ত করে রয়েছে ॥ ১২ ॥ সকল দেবতাদের শরীর থেকে নিঃসৃত সেই তেজের কোন তুলনাই হয় না। একত্র হয়ে সেই তেজ একটী নারী মূর্তি ধারণ করল এবং আপন তেজে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করে রাখল॥ ১৩ ॥ শম্ভুর তেজে সেই নারীমূর্তির মুখ তৈরী হল, যমের

সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসা ভুবঃ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা॥ ১৬ ॥

তস্যাস্তু দন্তাঃ সম্ভূতাঃ প্রাজাপত্যেন তেজসা।
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথা পাবকতেজসা॥ ১৭ ॥

ভ্রুবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা॥ ১৮ ॥

ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দিতাঃ[১]॥ ১৯ ॥

তেজে তৈরী হল মাথার চুল। বিষ্ণুর তেজে তৈরী হল তাঁর বাহুসকল॥ ১৪ ॥ চন্দ্রতেজে তাঁর স্তনযুগল আর ইন্দ্রের তেজে শরীরের মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও ঊরুদ্বয় এবং পৃথিবীর তেজে তাঁর নিতম্ব উদ্ভূত হল ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, সূর্যের তেজে পদযুগলের অঙ্গুলিসকল, অষ্টবসুর তেজে হাতের সকল আঙ্গুল এবং কুবেরের তেজে তাঁর নাসিকা উৎপন্ন হল ॥ ১৬ ॥ প্রজাপতিগণের তেজে দন্তপাটি এবং অগ্নির তেজে তিনটী চক্ষু উৎপন্ন হল ॥ ১৭ ॥ সন্ধ্যাদেবীর তেজে তাঁর ভ্রূযুগল এবং বায়ুর তেজে কান দুটী এবং এইরকম অন্যান্য দেবতাগণের তেজঃপুঞ্জ থেকেও সেই মঙ্গলময়ী দেবীর আবির্ভাব হল॥ ১৮ ॥ তারপর সমস্ত দেবতাদের তেজরাশিসম্ভূতা দেবীকে দেখে মহিষাসুরপীড়িত

---

[১]পাঠভেদ—কোনো কোনো পুস্তকে এরপর 'ততো দেবা দদুস্তস্যৈ স্বানি স্বান্যায়ুধানি চ। ঊচুর্জয়-জয়েত্যুচ্চৈর্জয়ন্তীং তে জয়ৈষিণঃ॥' এই অধিক পাঠ দেখা যায়।

শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিনাকধৃক্।
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য[১] স্বচক্রতঃ॥ ২০ ॥

শঙ্খঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্যৈ হুতাশনঃ।
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে তথেষুধী॥ ২১ ॥

বজ্রমিন্দ্রঃ সমুৎপাদ্য[২] কুলিশাদমরাধিপঃ।
দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্ গজাৎ॥ ২২ ॥

কালদণ্ডাদ্ যমো দণ্ডং পাশঞ্চাম্বুপতির্দদৌ।
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্॥ ২৩ ॥

সমস্তরোমকূপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ।
কালশ্চ দত্তবান্ খড়্গং তস্যাশ্চর্ম[৩] চ নির্মলম্॥ ২৪ ॥

দেবতারা আনন্দিত হলেন ॥ ১৯ ॥ ত্রিশূলধারী ভগবান শঙ্কর তাঁর শূল থেকে শূলান্তর এবং ভগবান বিষ্ণু চক্র থেকে চক্রান্তর উৎপাদন করে ভগবতীকে দিলেন ॥ ২০ ॥ বরুণদেব দিলেন শঙ্খ, অগ্নি দিলেন শক্তি, পবনদেব একটী ধনু ও বাণদ্বারা পূর্ণ দুটী তূণ দিলেন॥ ২১ ॥ সহস্রনয়ন দেবরাজ ইন্দ্র নিজের বজ্র থেকে বজ্রান্তর এবং ঐরাবত হাতীর গলার থেকে একটী ঘন্টাও দিলেন॥ ২২ ॥ যমরাজ কালদণ্ড থেকে দণ্ডান্তর, জলদেবতা বরুণ নিজের পাশ থেকে একটী পাশ, প্রজাপতি রুদ্রাক্ষের মালা এবং ব্রহ্মা দেবীকে কমণ্ডলু দিলেন॥ ২৩ ॥ সূর্যদেব দেবীর সমস্ত রোমকূপে নিজের রশ্মিজাল ভরে দিলেন। কাল অর্থাৎ মৃত্যুদেবতা একটী প্রদীপ্ত ঢাল এবং উজ্জ্বল তরোয়াল দিলেন ॥ ২৪ ॥

---

[১]*পাঠভেদ—ট্য।* [২]*পাঠভেদ—ট্য* [৩]*পাঠভেদ—তস্যৈ চর্ম।*

ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে।
চূড়ামণিং তথা দিব্যং কুণ্ডলে কটকানি চ॥ ২৫ ॥

অর্ধচন্দ্রং তথা শুভ্রং কেয়ূরান্ সর্ববাহুষু।
নূপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্ গ্রৈবেয়কমনুত্তমম্॥ ২৬ ॥

অঙ্গুরীয়করত্নানি সমস্তাস্বঙ্গুলীষু চ।
বিশ্বকর্মা দদৌ তস্যৈ পরশুঞ্চাতিনির্মলম্॥ ২৭ ॥

অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্।
অম্লানপঙ্কজাং মালাং শিরস্যুরসি চাপরাম্॥ ২৮ ॥

অদদজ্জলধিস্তস্যৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্।
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ॥ ২৯ ॥

দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ।
শেষশ্চ সর্বনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্॥ ৩০ ॥

ক্ষীরসমুদ্র দিলেন উজ্জ্বল হার ও চিরনূতন দিব্য বস্ত্রের সঙ্গে দিব্য চূড়ামণি, দুটী কুন্তল, হাতের বালা, ললাটভূষণ উজ্জ্বল অর্দ্ধচন্দ্র, সকল বাহুর জন্য কেয়ূর, দুই চরণের জন্য নির্মল নূপুর, অতি উত্তম কণ্ঠাভরণ, এবং সব আঙ্গুলের জন্য রত্নাঙ্গুরী। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা দিলেন অতি নির্মল ধারাল কুঠার॥ ২৫-২৭ ॥ এর সাথে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র এবং অভেদ্য কবচও দিলেন। এছাড়া মস্তক এবং বক্ষঃস্থলে ধারণ করার জন্য অম্লান পদ্মের মালা দিলেন ॥ ২৮ ॥ সমুদ্র তাঁর হাতে একটী অতি সুন্দর পদ্মফুল দিলেন। বাহনস্বরূপ সিংহ ও বিবিধ রত্ন দিলেন পর্বতাধিপতি হিমালয়॥ ২৯ ॥ ধনাধ্যক্ষ কুবের একটী মধুপূর্ণ পানপাত্র এবং নাগাধিপতি বাসুকি—যিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন দেবীকে বহুমূল্য রত্নে বিভূষিত নাগহার দিলেন। এইভাবে অন্যান্য দেবগণও অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্রাদি দিয়ে দেবীকে সম্মানিত করলেন। এই সমস্ত জিনিষে সজ্জিতা

নাগহারং দদৌ তস্যৈ ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্।
অন্যৈরপি সুরৈর্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা॥ ৩১ ॥
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ।
তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ॥ ৩২ ॥
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ।
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে॥ ৩৩ ॥
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ।
জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামূচুঃ সিংহবাহিনীম্[১]॥ ৩৪ ॥
তুষ্টুবুর্মুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্মমূর্তয়ঃ।
দৃষ্ট্বা সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রৈলোক্যমমরারয়ঃ॥ ৩৫ ॥
সন্নদ্ধাখিলসৈন্যাস্তে সমুত্তস্থুরুদায়ুধাঃ।
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ॥ ৩৬ ॥

হয়ে দেবী বারংবার অট্টহাস্যে হুঙ্কার করতে লাগলেন। সেই মহান ঘোর গর্জনে সমগ্র আকাশ গুঞ্জিত হল ॥ ৩০-৩২ ॥ দেবীর সেই সিংহনাদের ভয়ানক প্রতিধ্বনি উঠল, চতুর্দশ ভুবন সংক্ষুব্ধ, সপ্ত সমুদ্র প্রকম্পিত হতে থাকল॥ ৩৩ ॥ পৃথিবী বিচলিত হল আর পর্বতসমূহ দুলতে লাগল। তখন দেবতারা অসীম আনন্দে সিংহবাহিনী ভবানীর জয়ধ্বনি দিয়ে বললেন—দেবি ! তোমার জয় হোক ॥ ৩৪ ॥ মুনিগণ ভক্তিভরে বিনম্রভাবে দেবীকে স্তব করতে লাগলেন। সমস্ত ত্রিলোকবাসীকে সন্ত্রস্ত দেখে অসুররা নিজেদের সমস্ত সৈন্যদের সুসজ্জিত করে অস্ত্র-শস্ত্রাদি উদ্যত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। মহিষাসুর তখন ক্রোধে সেখানে এসে বলল—'আঃ ! এ সব কী !' এই কথা বলে সব অসুরদের নিয়ে সে সেই সিংহনাদের দিকে ধাবিত

---

[১] *পাঠভেদ—বাহনাম্।*

অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ।
স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা॥ ৩৭ ॥

পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্।
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃ স্বনেন তাম্॥ ৩৮ ॥

দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা সুরদ্বিষাম্॥ ৩৯ ॥

শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্।
মহিষাসুরসেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহাসুরঃ॥ ৪০ ॥

যুযুধে চামরশ্চান্যৈশ্চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
রথানামযুতৈঃ ষড়্ভিরুদগ্রাখ্যো মহাসুরঃ॥ ৪১ ॥

অযুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহস্রেণ মহাহনুঃ।
পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ॥ ৪২ ॥

হল এবং সেখানে গিয়ে সেই দেবীকে দেখতে পেল যিনি নিজ অঙ্গজ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত করে রয়েছেন ॥ ৩৫-৩৭ ॥ তাঁর পদভারে পৃথিবী নত হয়ে পড়েছে। তাঁর মাথার মুকুট আকাশে রেখা টানার ন্যায় স্পর্শ করেছে এবং তাঁর ধনুকের টঙ্কার পাতাল পর্যন্ত সাত নিম্নলোক আকুলিত করছে॥ ৩৮॥ তাঁর সহস্র বাহুতে দশদিক আচ্ছাদিত করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তখন অসুরদের সাথে দেবীর যুদ্ধ আরম্ভ হল॥ ৩৯ ॥ নানারকম নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের দীপ্তিতে দশদিক উদ্ভাসিত হতে লাগল। মহিষাসুরের সেনাপতির নাম মহাসুর চিক্ষুর॥ ৪০ ॥ সে দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। চতুরঙ্গিণী বাহিনী পরিবেষ্টিত চামর অন্য অসুরগণকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করল। ষাট হাজার রথীদের সঙ্গে নিয়ে উদগ্র নামে মহাসুর যুদ্ধ আরম্ভ করল॥ ৪১ ॥ এক কোটি রথী নিয়ে মহাহনু অসুর যুদ্ধ করতে এল। অসিলোমা নামে মহাসুর, যার গায়ের রোমসমূহ অসির মত তীক্ষ্ণ ছিল, পাঁচ কোটি রথী নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ

অযুতানাং শতৈঃ ষড়ভির্বাষ্কলো যুযুধে রণে।
গজবাজিসহস্রৌঘৈরনেকৈঃ[১] পরিবারিতঃ[২]॥ ৪৩ ॥

বৃতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তস্মিন্নযুধ্যত।
বিড়ালাখ্যোঽযুতানাঞ্চ পঞ্চাশদ্ভিরথাযুতৈঃ॥ ৪৪ ॥

যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ।[৩]
অন্যে চ তত্রাযুতশো রথনাগহয়ৈর্বৃতাঃ॥ ৪৫ ॥

যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা সহ তত্র মহাসুরাঃ।
কোটিকোটিসহস্রৈস্তু রথানাং দন্তিনাং তথা॥ ৪৬ ॥

হয়ানাঞ্চ বৃতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাসুরঃ।
তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভির্মুসলৈস্তথা॥ ৪৭ ॥

করল॥ ৪২ ॥ ষাট লাখ রথী নিয়ে বাস্কলাসুর রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে লাগল। পরিবারিত নামে এক মহাসুর বহু সহস্র হাতী ও অশ্বারোহীর সঙ্গে এক কোটি রথীকে নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। বিড়াল নামে মহাসুর পাঁচ অর্বুদ রথীদের নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করল। এরা ছাড়াও অন্যান্য বহুসংখ্যক মহাসুরগণ রথ, হাতী, ঘোড়া, সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। স্বয়ং মহিষাসুর সেই যুদ্ধে কোটি কোটি সহস্র রথ, হাতী ও অশ্বারোহী সেনাদের নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করল। সেই সব মহাসুরেরা তোমর (শাবল), ভিন্দিপাল, শক্তি, মুষল, খড়্গ, পরশু (কুঠার) এবং পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা দেবীর

---

[১]*পাঠভেদ—কৈরুগ্রদর্শন*

[২]*পরিতো বারয়তি শত্রূনিতি ব্যুৎপত্তিঃ।*

[৩]*পাঠভেদ—কোনো কোনো গ্রন্থে এরপর 'কৃতঃ কালো রথানাঞ্চ রণে পঞ্চাশতা-যুতৈঃ। যুযুধে সংযুগে তত্র তাবদ্ভিঃ পরিবারিতঃ'॥ অধিক পাঠ দেখা যায়।*

যুযুধুঃ সংযুগে দেব্যা খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ।
কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে॥ ৪৮॥

দেবীং খড়্গপ্রহারৈস্তু তে তাং হন্তুং প্রচক্রমুঃ।
সাপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা॥ ৪৯॥

লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী।
অনায়স্তাননা দেবী স্তূয়মানা সুরর্ষিভিঃ॥ ৫০॥

মুমোচাসুরদেহেষু শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী।
সোঽপি ক্রুদ্ধো ধুতসটো দেব্যা বাহনকেশরী॥ ৫১॥

চচারাসুরসৈন্যেষু বনেষ্বিব হুতাশনঃ।
নিঃশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা॥ ৫২॥

ত এব সদ্যঃ সম্ভূতা গণাঃ শতসহস্রশঃ।
যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ॥ ৫৩॥

সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। কিছু সংখ্যক অসুর আবার শক্তি, কেউ কেউ পাশ দেবীর ওপর নিক্ষেপ করল॥ ৪৩-৪৮ ॥ কেউ কেউ বা খড়্গের আঘাতে দেবীকে বধ করবার চেষ্টা করল। দেবীও অনায়াসেই নিজের অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করে অসুরদের সেই সব অস্ত্র-শস্ত্রকে ছেদন করলেন। তাঁর মুখের ওপর পরিশ্রম বা ক্লান্তির কোনও চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না, দেবতা ও ঋষিগণ তাঁকে স্তুতি করতে থাকলে ভগবতী পরমেশ্বরী অসুরদের শরীরে অস্ত্রশস্ত্রাদি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। দেবীর বাহন সিংহও ক্রোধে কেশর ফুলিয়ে অসুরসৈন্যের মধ্যে দাবানলের মত বিচরণ করতে লাগলেন। রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে অম্বিকাদেবী যত নিঃশ্বাস ফেললেন, সেই সব নিঃশ্বাস হতে তৎক্ষণাৎ শত শত সহস্র সহস্র দেবীর গণ অর্থাৎ দেবীর সৈন্যরূপে উৎপন্ন হলেন এবং

নাশয়ন্তোঽসুরগণান্ দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ।
অবাদয়ন্ত পটহান্ গণাঃ শঙ্খাংস্তথাপরে॥ ৫৪ ॥

মৃদঙ্গাংশ্চ তথৈবান্যে তস্মিন্ যুদ্ধমহোৎসবে।
ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিবৃষ্টিভিঃ[১]॥ ৫৫ ॥

খড়্গাদিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাসুরান্।
পাতয়ামাস চৈবান্যান্ ঘণ্টাস্বনবিমোহিতান্॥ ৫৬ ॥

অসুরান্ ভুবি পাশেন বদ্ধ্বা চান্যানকর্ষয়ৎ।
কেচিদ্ দ্বিধাকৃতাস্তীক্ষ্ণৈঃ খড়্গাপাতৈস্তথাপরে॥ ৫৭ ॥

বিপোথিতা নিপাতেন গদয়া ভুবি শেরতে।
বেমুশ্চ কেচিদ্রুধিরং মুসলেন ভৃশং হতাঃ॥ ৫৮ ॥

পরশু, ভিন্দিপাল, খড়্গ তথা পট্টিশাদি অস্ত্রদ্বারা অসুরদের বধ করতে লাগলেন॥ ৪৯-৫৩ ॥ দেবীর শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সেই দেবীসৈন্যেরা নাগাড়া ও শঙ্খ ইত্যাদি বাজাতে বাজাতে অসুরসেনা ধ্বংস করতে লাগলেন॥ ৫৪ ॥ সেই যুদ্ধমহোৎসবে দেবীসৈন্যরা মৃদঙ্গ বাজাচ্ছিলেন। অতঃপর দেবী নিজে ত্রিশূল, গদা, শক্তি অস্ত্র বর্ষণ করে এবং খড়্গ ইত্যাদি দ্বারা শত শত মহাসুর বিনাশ করলেন। অপর কতকগুলি অসুরকে ঘন্টার ভয়ঙ্কর ধ্বনি দিয়ে বিমোহিত করে বধ করলেন॥ ৫৫-৫৬॥ আবার কতকগুলিকে পাশবদ্ধ করে ভূমিতে পাতিত করলেন। কত না অসুর তাঁর তীক্ষ্ণ তরোয়ালের আঘাতে দু টুকরো হয়ে প্রাণত্যাগ করল॥ ৫৭ ॥ কতকগুলি গদাঘাতে চূর্ণ হয়ে ভূতলে নিপাতিত হল। অনেকগুলো আবার মুষলাঘাতে

---

[১]*পাঠভেদ—শরবৃষ্টিভিঃ*

কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষসি।
নিরন্তরাঃ শরৌঘেণ কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে॥ ৫৯ ॥

শ্যেনানুকারিণঃ[১] প্রাণান্ মুমুচুস্ত্রিদশার্দনাঃ।
কেষাঞ্চিদ্ বাহবশ্ছিন্নাশ্ছিন্নগ্রীবাস্তথাপরে॥ ৬০ ॥

শিরাংসি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ।
বিচ্ছিন্নজঙ্ঘাস্ত্বপরে পেতুরুর্ব্যাং মহাসুরাঃ॥ ৬১ ॥

একবাহ্বক্ষিচরণাঃ কেচিদ্দেব্যা দ্বিধা কৃতাঃ।
ছিন্নেঽপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুত্থিতাঃ॥ ৬২ ॥

কবন্ধা যুযুধুর্দেব্যা গৃহীতপরমায়ুধাঃ।
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তূর্যলয়াশ্রিতাঃ॥ ৬৩ ॥

আহত হয়ে রক্ত বমন শুরু করল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও কোনও অসুর সর্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করল॥ ৫৮-৫৯॥ বাজপাখীর মতো ঝাপটাদেওয়া দেবশত্রু অসুরগণ নিজেদের প্রাণ দিয়ে নিজেদের ক্ষয় করতে লাগল। কারও কারও বাহুসকল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। কারোর ঘাড় ভেঙ্গে গেল। কারো কারো মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল। কারোর দেহের মধ্যভাগ বিদীর্ণ হয়ে গেল। কতগুলোর জঙ্ঘা ছিন্ন হয়ে মাটীতে লুটাতে লাগল। অনেককে দেবী এক বাহু, এক পা, আবার এক চক্ষু করে দ্বিখণ্ডিত করে মাটীতে লুটিয়ে দিলেন। কতকগুলি অসুরের মস্তক ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও মাটীতে পড়ে গিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল এবং মস্তকহীন শরীরে ভাল ভাল অস্ত্র নিয়ে দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। অনেকগুলো কবন্ধ আবার যুদ্ধের বাজনার তালে তালে নৃত্য করতে লাগল॥ ৬০-৬৩ ॥

---

[১]*পাঠভেদ— সেনানুকারিণঃ। শল্যানুকারিণঃ। শৈলানুকারিণঃ।*

কবন্ধাশ্ছিন্নশিরসঃ খড়্গাশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তো দেবীমন্যে মহাসুরাঃ[১]॥ ৬৪ ॥

পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈরসুরৈশ্চ বসুন্ধরা।
অগম্যা সাভবত্তত্র যত্রাভূৎ স মহারণঃ॥ ৬৫ ॥

শোণিতৌঘা মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র প্রসুস্রুবুঃ।
মধ্যে চাসুরসৈন্যস্য বারণাসুরবাজিনাম্॥ ৬৬ ॥

ক্ষণেন তন্মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা।
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহ্নিস্তৃণদারুমহাচয়ম্॥ ৬৭ ॥

স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধূতকেশরঃ।
শরীরেভ্যোঽমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি॥ ৬৮ ॥

কিছু কিছু কবন্ধ খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টি হাতে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল এবং অন্যান্য মহাসুরেরা 'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলে দেবীকে যুদ্ধে আহ্বান করতে লাগল। যেখানে ওই বিশাল মহাযুদ্ধ হয়েছিল, সেখানকার পৃথিবীর জায়গাগুলি দেবীর দ্বারা পাতিত রথ, হাতী, ঘোড়া এবং অসুরদের মৃতদেহে এমন স্তূপীকৃত হয়েছিল যে, সে সব জায়গায় চলাফেরাও করা যাচ্ছিল না॥ ৬৪-৬৫ ॥ অসুর সৈন্যদের হাতী, ঘোড়া এবং মৃতদেহের থেকে এতই রক্তপাত হয়েছিল যে অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে বড় বড় রক্তনদী বইতে লাগল॥ ৬৬ ॥ আগুন যেমন তৃণ ও কাঠের বিশাল বিশাল স্তূপকে মুহূর্তের মধ্যেই ভস্মসাৎ করে দেয়, জগদম্বাও তেমনই ক্ষণকাল মধ্যে অসুরদের বিশাল সেনাকে বিনাশ করলেন॥ ৬৭ ॥ আর সেই সিংহও কেশর ফুলিয়ে ফুলিয়ে ভীষণ গর্জন করতে করতে অসুরদের দেহ থেকে প্রাণ বের করে

---

[১] *কোনো কোনো গ্রন্থে এরপরে 'রুধিরৌঘবিলুপ্তাঙ্গাঃ সংগ্রামে লোমহর্ষণে' এই অধিক পাঠ দেখা যায়।*

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং হ্যসুরৈঃ।
যথৈষাং[১] তুতুষুর্দেবাঃ[২] পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি॥ ওঁ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মহিষাসুরসৈন্যবধো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২ ॥

এই অধ্যায়ে উবাচ—১, শ্লোক—৬৮, মোট—৬৯
আদি হতে সর্বমোট—১৭৩

~~O~~

নিচ্ছিলেন॥ ৬৮ ॥ যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীর সৈন্যগণও সেই অসুরদের সাথে এমন ভীষণ যুদ্ধ করলেন যে আকাশ থেকে দেবতাগণ তাঁদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করে আনন্দ প্রকাশ করলেন॥ ৬৯ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে 'মহিষাসুরসৈন্য-বধ' নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হল॥ ২ ॥

~~O~~

---

[১]পাঠভেদ—যথৈনাং। *[২]পাঠভেদ—তুষ্টুবুর্দেবাঃ।*

অথ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

সেনাপতিগণসহ মহিষাসুরকে বধ

ধ্যানম্

ওঁ উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্।
হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্বক্ত্রারবিন্দশ্রিয়ং
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্॥

'ওঁ' ঋষিরুবাচ॥ ১ ॥

নিহন্যমানং তৎসৈন্যমবলোক্য মহাসুরঃ।
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্ যযৌ যোদ্ধুমথাম্বিকাম্॥ ২ ॥
স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ষ সমরেঽসুরঃ।
যথা মেরুগিরেঃ শৃঙ্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দঃ॥ ৩ ॥

দেবী জগদম্বার শ্রীঅঙ্গের কান্তি উদয়কালীন সহস্র সূর্যের মতো। তাঁর পরণে রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র। তিনি নরমুণ্ডমালিনী, তাঁর স্তনযুগল রক্তরঞ্জিত, চার কমলহস্তে অক্ষমালা, বিদ্যা ও অভয় তথা বরমুদ্রাধারিণী। তাঁর মুখমণ্ডল ত্রিনয়নে শোভিত ও কমলবৎ সুন্দর। তাঁর মাথায় চন্দ্রের সাথে রত্নময় মুকুট এবং তিনি কমলাসনে অবস্থিতা। সেই দেবীকে আমি ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি।

মেধা ঋষি বললেন—॥ ১ ॥ অসুরসেনাদের এই রকম তছনছ অবস্থা দেখে সেনাপতি চিক্ষুর ক্রোধে আরক্ত হয়ে অম্বিকা দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল॥ ২ ॥ মেঘ যেমন সুমেরু পর্বতের চূড়াকে বারিধারায় আচ্ছন্ন করে, সেই চিক্ষুরাসুরও সেই রকম ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বাণ বৃষ্টি করতে লাগল॥ ৩ ॥

তস্যচ্ছিত্ত্বা ততো দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্।
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যন্তারঞ্চৈব বাজিনাম্॥ ৪ ॥

চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধ্বজঞ্চাতিসমুচ্ছ্রিতম্।
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ॥ ৫ ॥

সচ্ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়্গচর্মধরোঽসুরঃ॥ ৬ ॥

সিংহমাহত্য খড়্গেন তীক্ষ্ণধারেণ মূর্ধনি।
আজঘান ভুজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্॥ ৭ ॥

তস্যাঃ খড়্গো ভুজং প্রাপ্য পফাল নৃপনন্দন।
ততো জগ্রাহ শূলং স কোপাদরুণলোচনঃ॥ ৮ ॥

চিক্ষেপ চ ততস্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহাসুরঃ।
জাজ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিম্বমিবাম্বরাৎ॥ ৯ ॥

অনন্তর দেবী স্বীয় বাণের দ্বারা চিক্ষুরের বাণসকল অনায়াসেই ছেদন করে তার রথের সারথি ও অশ্বগুলিকেও বধ করলেন॥ ৪ ॥ সাথে সাথে তার ধনু এবং অতি উচ্চ রথধ্বজা কেটে দিলেন। পরে ধনুকহীন সেই অসুরের সর্বাঙ্গ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করলেন॥ ৫ ॥ ধনুক, রথ, অশ্ব ও সারথিবিহীন হয়ে সেই অসুর খড়্গ ও ঢাল নিয়ে দেবীর প্রতি ধাবিত হল ॥ ৬ ॥ তীক্ষ্ণধার খড়্গ দিয়ে সিংহের মস্তকে আঘাত দিয়ে, দেবীরও বাম হাতে মহাবেগে খড়্গপ্রহার করল॥ ৭ ॥ রাজন্! দেবীর বাহুতে লেগে সেই খড়্গ টুকরো টুকরো হয়ে গেল দেখে রক্তচক্ষু হয়ে সেই অসুর শূল গ্রহণ করল॥ ৮ ॥ অনন্তর সেই মহাসুর ওই শূলটী ভগবতী ভদ্রকালীর দিকে নিক্ষেপ করল। সেই শূলটী আকাশে ওঠামাত্র সূর্যমণ্ডলের মত নিজের তেজে জ্বলে উঠল॥ ৯ ॥

দৃষ্ট্বা তদাপতচ্ছূলং দেবী শূলমমুঞ্চত।
তচ্ছূলং[1] শতধা তেন নীতং স চ মহাসুরঃ॥ ১০ ॥

হতে তস্মিন্ মহাবীর্যে মহিষস্য চমূপতৌ।
আজগাম গজারূঢ়শ্চামরস্ত্রিদশার্দনঃ॥ ১১ ॥

সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামম্বিকা দ্রুতম্।
হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প্রভাম্॥ ১২ ॥

ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
চিক্ষেপ চামরঃ শূলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ॥ ১৩ ॥

ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরে স্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা॥ ১৪ ॥

যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তস্মান্নাগান্মহীং গতৌ।
যুযুধাতেঽতিসংরব্ধৌ প্রহারৈরতিদারুণৈঃ॥ ১৫ ॥

সেই শূলকে নিজের দিকে আসতে দেখে দেবীও তাঁর নিজের শূল নিক্ষেপ করলেন। দেবীর শূলে মহাসুরের শূল শতটুকরা হয়ে গেল এবং সেই সাথে মহাসুর চিক্ষুরও শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল॥ ১০ ॥ মহিষাসুরের সেনাপতি মহাপরাক্রমশালী চিক্ষুর নিহত হলে দেবশত্রু চামর হাতীর পিঠে চড়ে যুদ্ধ করতে এল। সেও এসে দেবীর প্রতি শক্তি অস্ত্র প্রয়োগ করল কিন্তু জগদম্বা হুঙ্কারনাদে তাকে প্রতিহত এবং নিষ্প্রভ করে ভূতলে নিপাতিত করলেন॥ ১১-১২ ॥ শক্তি অস্ত্রকে ভগ্ন এবং ভূপাতিত দেখে চামরাসুর খুবই ক্রুদ্ধ হল। সে তখন শূল নিক্ষেপ করল কিন্তু সেই শূলও দেবী বাণ দিয়ে কেটে দিলেন। ॥ ১৩ ॥ তখন দেবীবাহন সিংহ হাতীর মাথার উপরে চড়ে বসল এবং সেই অসুরের সঙ্গে প্রচণ্ড বাহুযুদ্ধ করতে লাগল॥ ১৪ ॥ দুজনে যুদ্ধ করতে করতে মাটীতে নেমে এল এবং ভীষণ ক্রোধের সাথে পরস্পরকে অতি

---

[1] *পাঠভেদ—তেন তচ্ছতধা নীতং।*

ততো বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ মৃগারিণা।
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্য পৃথক্ কৃতম্॥ ১৬ ॥
উদগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবৃক্ষাদিভির্হতঃ।
দন্তমুষ্টিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ॥ ১৭ ॥
দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চূর্ণয়ামাস চোদ্ধতম্।
বাষ্কলং ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্রং তথান্ধকম্॥ ১৮ ॥
উগ্রাস্যমুগ্রবীর্যঞ্চ তথৈব চ মহাহনুম্।
ত্রিনেত্রা চ ত্রিশূলেন জঘান পরমেশ্বরী॥ ১৯ ॥
বিড়ালস্যাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ।
দুর্ধরং দুর্মুখঞ্চোভৌ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্[১]॥ ২০ ॥

দারুণ আঘাত করে যুদ্ধ করতে লাগল॥ ১৫ ॥ তারপর সিংহ ভীষণ বেগে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠলেন এবং সবেগে নীচে নামার সময় করাঘাতে চামরের মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন॥ ১৬ ॥ এইভাবে শিলা ও বৃক্ষের আঘাতে রণভূমিতে দেবী উদগ্রাসুরকেও বধ করলেন এবং দন্ত, মুষ্টি ও চপেটাঘাতে করালাসুর ধরাশায়ী হল ॥ ১৭ ॥ ক্রুদ্ধা হয়ে দেবী গদাঘাতে উদ্ধতাসুরকে, ভিন্দিপাল দিয়ে বাস্কলাসুরকে এবং বাণাঘাতে তাম্রাসুর ও অন্ধকাসুরকে চূর্ণবিচূর্ণ করলেন॥ ১৮ ॥ ত্রিনয়না পরমেশ্বরী ত্রিশূল দিয়ে উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য ও মহাহনু নামক অসুরদের বধ করলেন॥ ১৯ ॥ তরোয়াল দিয়ে বিড়ালাসুরের শরীর থেকে মস্তক ছিন্ন করে ফেললেন। দুর্ধর ও দুর্মুখ—এই দুই অসুরকেও নিজের বাণ দ্বারা যমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন॥ ২০ ॥

[১]পাঠভেদ—কোনো কোনো গ্রন্থে নিম্নোক্ত দুটি শ্লোক অধিক দেখা যায়—
কালং চ কালদণ্ডেন কালরাত্রিরপাতয়ৎ। উগ্রদর্শনমত্যুগ্রৈঃ খড়্গপাতৈরতাড়য়ৎ॥
অসিনৈবাসিলোমানমচ্ছিদৎসা রণোৎসবে। গণৈঃ সিংহেন দেব্যা চ জয়ক্ষ্বেড়াকৃতোৎসবৈঃ॥

এবং সংক্ষীয়মাণে তু স্বসৈন্যে মহিষাসুরঃ।
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্॥ ২১ ॥
কাংশ্চিত্তুণ্ডপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্।
লাঙ্গূলতাড়িতাংশ্চান্যান্ শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্॥ ২২ ॥
বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ।
নিঃশ্বাসপবনেনান্যান্ পাতয়ামাস ভূতলে॥ ২৩ ॥
নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোঽসুরঃ।
সিংহং হন্তুং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোঽম্বিকা॥ ২৪ ॥
সোঽপি কোপান্মহাবীর্যঃ খুরক্ষুণ্নমহীতলঃ।
শৃঙ্গাভ্যাং পর্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ॥ ২৫ ॥

এইভাবে নিজের সৈন্যদের বিনষ্ট হতে দেখে মহিষাসুর মহিষের রূপ ধারণ করে দেবীর সৈন্যদের ভীতি সঞ্চার করতে লাগল॥ ২১ ॥ কাউকে নিজের মুখ দিয়ে আঘাত করে, কিছু সৈন্যকে খুরপ্রহারে, কাউকে কাউকে লেজের আঘাতে, কাউকে কাউকে আবার শিংএর আঘাতে বিদীর্ণ করে, কিছু সৈন্যদের দ্রুতগতির দ্বারা, কিছুদের গর্জন দ্বারা, কাউকে কাউকে আবার চক্রাকারে ছোটাছুটি করে আর অন্য অবশিষ্ট কিছুদের নিঃশ্বাস বায়ুর আকর্ষণে ভূতলশায়ী করে দিল॥ ২২-২৩ ॥ দেবীর প্রমথ-সৈন্যদের এইভাবে নিপাতিত করে মহিষাসুর এইবার মহাদেবীর বাহন সিংহকে বধ করবার জন্য ছুটে গেল। এতে জগদম্বা দেবী ভয়ানক ক্রুদ্ধা হলেন ॥ ২৪ ॥ তাতে আবার মহাপরাক্রমশালী মহিষাসুরও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পায়ের খুর দিয়ে ভূমি বিদীর্ণ করে নিজের শিং দিয়ে উঁচু উঁচু পর্বতশৃঙ্গ দেবীর দিকে নিক্ষেপ করে গর্জন করতে লাগল॥ ২৫ ॥

বেগভ্রমণবিক্ষুণ্ণা মহী তস্য ব্যশীর্যত।
লাঙ্গূলেনাহতশ্চাব্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্বতঃ॥ ২৬ ॥

ধুতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডং[১] খণ্ডং যযুর্ঘনাঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ॥ ২৭ ॥

ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তং মহাসুরম্।
দৃষ্ট্বা সা চণ্ডিকা কোপং তদ্বধায় তদাকরোৎ॥ ২৮ ॥

সা ক্ষিপ্তা তস্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহাসুরম্।
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোঽপি বদ্ধো মহামৃধে॥ ২৯ ॥

ততঃ সিংহোঽভবৎ সদ্যো যাবত্তস্যাম্বিকা শিরঃ।
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড়্গপাণিরদৃশ্যত॥ ৩০ ॥

তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ সায়কৈঃ।
তং খড়্গচর্মণা সার্ধং ততঃ সোঽভূন্মহাগজঃ॥ ৩১ ॥

তার সবেগ দৌড় ঝাঁপে পৃথিবী ক্ষুব্ধা হয়ে কাতর হলেন। মহিষের লেজের তাড়নায় সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে সব ভাসিয়ে দিল॥ ২৬ ॥ তার কম্পিত শিংয়ের আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে মেঘেরা সব খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেল। তার নিঃশ্বাসবায়ুর বেগে শত শত পর্বত আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মাটীতে আছড়ে পড়তে লাগল॥ ২৭ ॥ মহাক্রুদ্ধ মহাসুরকে নিজের দিকে সবেগে আসতে দেখে দেবী চণ্ডিকা তাকে বধের জন্য ক্রুদ্ধা হলেন॥ ২৮ ॥ তিনি পাশাস্ত্র নিক্ষেপ করে মহিষাসুরকে বেঁধে ফেললেন। সেই মহাযুদ্ধে পাশবদ্ধ হওয়াতে সেই মহাসুর মহিষাকৃতি পরিত্যাগ করল॥ ২৯ ॥ তৎক্ষণাৎ সিংহের রূপ ধরে প্রকাশ হল, সেই অবস্থায় যেইমাত্র তার মস্তক কাটতে উদ্যত হয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে সে খড়্গধারী পুরুষরূপে প্রকাশ হল॥ ৩০ ॥ দেবী তৎক্ষণাৎ বাণ বর্ষণ করে ঢাল ও খড়্গ সমেত সেই পুরুষকে ছেদন করলেন। তৎক্ষণাৎ সে

---

[১]*পাঠান্তর—খণ্ডখণ্ডং*

করেণ চ মহাসিংহং তং চকর্ষ জগর্জ চ।
কর্ষতস্তু করং দেবী খড়্গেন নিরকৃন্তত॥ ৩২ ॥

ততো মহাসুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাশ্রিতঃ।
তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৩৩ ॥

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা॥ ৩৪ ॥

ননর্দ চাসুরঃ সোঽপি বলবীর্যমদোদ্ধতঃ।
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্॥ ৩৫ ॥

সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূর্ণয়ন্তী শরোৎকরৈঃ।
উবাচ তং মদোদ্ধূতমুখরাগাকুলাক্ষরম্॥ ৩৬ ॥

দেব্যুবাচ॥ ৩৭ ॥

গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়া ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ॥ ৩৮ ॥

এক বিশাল হাতীর রূপ ধারণ করল॥ ৩১ ॥ সেই বিশাল হাতী নিজের শুঁড় দিয়ে দেবীবাহন সিংহকে আকর্ষণ করে গর্জন করতে লাগল। শুঁড় দিয়ে আকর্ষণের সময় দেবী খড়্গ দিয়ে তার শুঁড়টী কেটে ফেললেন॥ ৩২ ॥ তাতে সেই মহাসুর আবার মহিষের শরীর ধারণ করল। আগের মতই মহিষরূপে চরাচর প্রাণী সমেত ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ করতে লাগল॥ ৩৩ ॥

অনন্তর জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হয়ে পুনঃপুনঃ উত্তম মধু পান করতে লাগলেন এবং আরক্ত নয়নে হাসতে লাগলেন॥ ৩৪ ॥ ওদিকে সেই মহাসুরও দৈহিক বল ও পরাক্রমে মত্ত হয়ে গর্জন করতে লাগল এবং নিজের শিং দিয়ে চণ্ডী দেবীর ওপর বড় বড় পাহাড় ছুঁড়তে লাগল॥ ৩৫ ॥ দেবী তাঁর বাণ দিয়ে সেই সব নিক্ষিপ্ত পর্বতসমূহকে চূর্ণ করে মধুর মাদকতায় রক্তিম মুখে বিজড়িত স্বরে বললেন—॥ ৩৬ ॥

দেবী বললেন—॥ ৩৭ ॥ রে মূঢ় ! আমি যতক্ষণ মধু পান করছি,

ঋষিরুবাচ॥ ৩৯ ॥

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ॥ ৪০ ॥

ততঃ সোঽপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ।
অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসীদ্[১] দেব্যা বীর্যেণ সংবৃতঃ॥ ৪১ ॥

অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ[২]॥ ৪২ ॥

ততো হাহাকৃতং সর্বং দৈত্যসৈন্যং ননাশ তৎ।
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্মুঃ সকলা দেবতাগণাঃ॥ ৪৩ ॥

ততক্ষণ পর্যন্ত তুই গর্জন কর্। এখানে আমার হাতে তোর মৃত্যু হলেই শীগগিরই দেবতারা আনন্দ কোলাহল করবে ॥ ৩৮ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ৩৯ ॥ এই কথা বলে দেবী লম্ফ দিলেন এবং মহিষাসুরের উপরে চড়ে বসলেন। তারপর পা দিয়ে তাকে চেপে ধরে শূল দিয়ে কণ্ঠে আঘাত করলেন ॥ ৪০ ॥ দেবীর পায়ের তলায় পিষ্ট অবস্থায়ও মহিষাসুর নিজের মুখ থেকে (অন্য আর এক রূপে বের হতে চেষ্টা করল) অর্দ্ধেক শরীরেই সে বের হতে পারল, কারণ দেবী তাঁর নিজের তেজে তার বাকীটা আটকে দিলেন॥ ৪১ ॥ অর্দ্ধেকমাত্র শরীর বাইরে আসা সত্ত্বেও ওই মহাসুর দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। তখন এক বিশাল খড়্গাঘাতে দেবী তার মাথা কেটে মাটীতে লুটিয়ে দিলেন॥ ৪২ ॥ তখন দৈত্যের সৈন্যসকল হাহাকার করতে করতে পালিয়ে গেল এবং দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত

---

[১]*পাঠভেদ—এবাতি দেব্যা।*

[২]*পাঠভেদ—কোনো কোনো গ্রন্থে 'এবং স মহিষো নাম সসৈন্যঃ সসুহৃদ্গণঃ। ত্রৈলোক্যং মোহয়িত্বা তু তয়া দেব্যা বিনাশিতঃ॥ ত্রৈলোক্যস্থৈস্তদা ভূতৈর্মহিষে বিনিপাতিতে। জয়েত্যুক্তং ততঃ সর্বৈঃ সদেবাসুরমানবৈঃ॥' এই অধিক পাঠ রয়েছে।*

তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং সহ দিব্যৈর্মহর্ষিভিঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ওঁ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মহিষাসুরবধো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥
এই অধ্যায়ে উবাচ—৩, শ্লোক—৪১, মোট—৪৪
আদি হতে সর্বমোট—২১৭

~~O~~

হলেন॥ ৪৩ ॥ দেবতারা স্বর্গীয় মহর্ষিদের সাথে একত্র হয়ে দুর্গাদেবীকে স্তুতি করলেন। গন্ধর্বপতিগণ গান করলেন আর অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগলেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে
'মহিষাসুর-বধ' নামক তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হল॥ ৩ ॥

~~O~~

অথ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থ অধ্যায়

ইন্দ্রাদিদেবতাগণ দ্বারা দেবীর স্তুতি

ধ্যানম্

ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

ওঁ ঋষিরুবাচ[১]॥ ১ ॥

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্যে
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা।
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদগমচারুদেহাঃ ॥ ২ ॥

সিদ্ধিকামী পুরুষগণ সেবিতা, দেবগণ পরিবৃতা 'জয়া' নামধারিণী দুর্গাদেবীর ধ্যান করবে। তাঁর শ্রীঅঙ্গের বর্ণ কালো মেঘের মতো শ্যাম। তিনি কটাক্ষে শত্রুকুলত্রাসিনী। তিনি মস্তকে চন্দ্রকলাশোভিতা। চার হাতে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ ও ত্রিশূল ধারণ করেন। তিনি ত্রিনয়না, সিংহোপরি অধিষ্ঠিতা এবং স্বীয় তেজে সমগ্র ত্রিভুবন পূর্ণকারিণী।

মেধা ঋষি বললেন—॥ ১ ॥ অতিবলশালী দুরাত্মা মহিষাসুর এবং তার দৈত্যসেনারা দেবী কর্তৃক বিনষ্ট হলে ইন্দ্রাদি দেবতারা সব প্রণামের জন্য গ্রীবা ও স্কন্ধ আনত করে উত্তম বাক্যে দেবীর স্তুতি করতে লাগলেন। সেইসময় তাঁদের সুন্দর অঙ্গ আনন্দের আতিশয্যে রোমাঞ্চিত হচ্ছিল॥ ২ ॥

---

[১]পাঠভেদ—কোন কোন বইয়ে 'ঋষিরুবাচ' এর পরে 'ততঃ সুরগণাঃ সর্বে দেব্যা ইন্দ্রপুরোগমাঃ। স্তুতিমারেভিরে কর্তুং নিহতে মহিষাসুরে॥' এই পাঠ বেশী রয়েছে।

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা

নিশ্মেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।

তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষি- পূজ্যাং

ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥ ৩ ॥

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো

ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।

সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়

নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু॥ ৪ ॥

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ

পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।

শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা

তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥ ৫॥

দেবতারা বললেন— সমস্ত দেবতাদের শক্তিপুঞ্জের ঘনীভূত মূর্তি যে দেবী স্বীয় শক্তিতে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন, সমস্ত দেবতা ও ঋষিগণ পূজিতা সেই জগদম্বাকে আমরা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করি। তিনি আমাদের মঙ্গল করুন॥ ৩ ॥ ভগবান অনন্ত, ব্রহ্মা ও শিব যাঁর অনুপম প্রভার ও শক্তির বর্ণনা করতে সক্ষম নন, সেই ভগবতী চণ্ডিকা সমগ্র জগৎ পালন ও অশুভভীতি নাশ করার ইচ্ছা করুন॥ ৪ ॥ যিনি স্বয়ংই পুণ্যবানদের গৃহে লক্ষ্মীরূপে, পাপীদের গৃহে দারিদ্র্যরূপে, শুদ্ধ অন্তঃকরণ ব্যক্তিদের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে, সৎব্যক্তিদের মধ্যে শ্রদ্ধারূপে এবং সদ্বংশজাত মানুষদের লজ্জারূপে নিবাস করেন, সেই ভগবতী দুর্গাকে আমরা প্রণাম করি। দেবি ! আপনি এই সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালন করুন॥ ৫ ॥

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাদ্ভুতানি
সর্বেষু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু॥ ৬ ॥

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥ ৭ ॥

যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥ ৮ ॥

হে দেবি, আপনার এই অচিন্ত্য রূপ, অসুরবিনাশী অসীম মহাবীর্য এবং সমস্ত সুরাসুরের সমক্ষে সংগ্রামে প্রকাশিত আপনার এই অত্যদ্ভুত আচরণসমূহ আমরা কীভাবে বর্ণনা করব ? ॥ ৬ ॥ আপনি সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ। আপনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা, তা সত্ত্বেও বিকারাদি দোষের সাথে আপনার কোনও সংস্পর্শ নেই। ভগবান বিষ্ণু এবং মহাদেবাদি দেবতারাও আপনার অন্ত জানেন না। আপনিই সকলের আশ্রয়, এই সমগ্র জগৎ আপনারই অংশভূত ; কারণ আপনি সকলের আদিভূতা অব্যাকৃতা পরা প্রকৃতি ॥ ৭ ॥ হে দেবি ! যাঁর উচ্চারণে সব রকম যজ্ঞে সমস্ত দেবতারা তৃপ্তি লাভ করেন, সেই স্বাহামন্ত্রও আপনি। এছাড়া পিতৃগণের তুষ্টির কারণও আপনি, সেইজন্যই সকলে আপনাকে স্বধাও বলে থাকে॥ ৮ ॥

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা ত্ব[১]
মভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥ ৯ ॥

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদগীথরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী॥ ১০ ॥

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা॥ ১১ ॥

হে দেবি! মোক্ষপ্রাপ্তির যে সাধন, আপনি সেই অচিন্ত্য মহাব্রতস্বরূপা, সমস্ত দোষরহিত, জিতেন্দ্রিয়, তত্ত্বনিষ্ঠ, মোক্ষাভিলাষী মুনিগণ যা অভ্যাস (সাধন) করেন, সেই ভগবতী পরাবিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) আপনিই॥ ৯ ॥ শব্দব্রহ্মরূপা, বিশুদ্ধ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং উদাত্তাদি স্বর ও মধুর পদোচ্চারণবিশিষ্ট সামবেদেরও আশ্রয়স্বরূপা আপনিই। আপনি দেবী, ত্রয়ী (বেদত্রয়রূপা) ও ভগবতী (ষড়ৈশ্বর্যময়ী)। এই বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রতিপালনের জন্য আপনিই বার্তা (কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্যাদি কৃষিস্বরূপা) রূপে প্রকাশিতা। আপনি সমগ্র বিশ্বের দুঃখহারিণী॥ ১০ ॥ দেবি! যাঁর কৃপায় সকল শাস্ত্রের সার জানতে পারা যায়, সেই মেধাশক্তি আপনিই। আপনি দুর্গম ভবসাগর পার হবার তরণী, দুর্গাদেবীও আপনিই। কোন কিছুতেই আপনার আসক্তি নেই। কৈটভারি ভগবান বিষ্ণুর বক্ষনিবাসিনী ভগবতী লক্ষ্মী এবং ভগবান চন্দ্রশেখরের দ্বারা

---

[১]*পাঠভেদ— চ অভ্য.*

ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃতমাত্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥ ১২ ॥

দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল-
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন॥ ১৩ ॥

দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত-
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য॥ ১৪ ॥

সম্মানিতা গৌরীদেবীও আপনিই॥ ১১ ॥ আপনার মৃদু হাস্যময়, নির্মল, পূর্ণচন্দ্রবিম্ব অনুকারিণী এবং উত্তম স্বর্ণপ্রভাতুল্য মনোহরকান্তিতে কমনীয় মুখমণ্ডল দেখেও মহিষাসুর ক্রুদ্ধ হয়ে সহসা সেই বদনমণ্ডলের ওপর প্রহার করেছিল, এটা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার॥ ১২ ॥ আপনার সেই মুখ যখন ক্রোধে আরক্ত হয়ে উদীয়মান চন্দ্রের মত রক্তিম দ্যুতবিশিষ্ট ভ্রূকুটীভীষণ হয়েছিল, তখন সেই মুখ দেখেও যে মহিষাসুর তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেনি, এটা ওই আশ্চর্যের চেয়েও বেশী আশ্চর্য ; কারণ ক্রুদ্ধ যমরাজকে দেখে কে জীবিত থাকতে পারে ? ॥ ১৩ ॥ দেবি ! আপনি প্রসন্না হোন। পরমাত্মস্বরূপা আপনি প্রসন্না হলে জগতের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং ক্রোধান্বিতা হলে তৎক্ষণাৎই সকল কুল আপনি নাশ করেন, এতো আমরা সদ্যই বুঝতে পেরেছি ; কারণ মহিষাসুরের এই বিশাল অসুরকুল মুহূর্তের মধ্যে আপনার ক্রোধে বিনষ্ট হয়ে গেল॥ ১৪ ॥

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥ ১৫ ॥

ধর্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্মাণ্য-
ত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন॥ ১৬ ॥

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥ ১৭ ॥

সদা অভীষ্টপ্রদায়িনী আপনি যাদের ওপর প্রসন্না হন, তারা সর্বত্র সম্মানিত, তাদের ধন, যশ বৃদ্ধি পায়, তাদের ধর্ম-কর্ম কখনও হ্রাস পায় না এবং তারা আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্যাদি সহ নিরাপদে থাকে এবং তারাই ধন্য বলে গণ্য হয়॥ ১৫ ॥ দেবি ! আপনারই অনুগ্রহে পুণ্যবান ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহিত সব রকম ধর্মানুকূল কর্ম সম্পাদন করে এবং তার ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় ; অতএব আপনিই ত্রিলোকে মনোবাঞ্ছা পূরণকারী-ফলদায়িনী॥ ১৬ ॥ মা দুর্গে ! সঙ্কটকালে আপনাকে স্মরণ করলে আপনি সকলের ভয় দূর করেন এবং বিবেকী পুরুষ দ্বারা চিন্তন করলে আপনি তাদের শুভবুদ্ধি প্রদান করেন। দুঃখ, দারিদ্র্য ও ভয়হারিণী হে দেবি ! আপনি ছাড়া অন্য আর কে আছে যে সকলের মঙ্গলের জন্য সদাই দয়ার্দ্র থাকে ?॥ ১৭ ॥

এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি।। ১৮ ।।

দৃষ্ট্বৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী।। ১৯ ।।

খড়্গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড-
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ।। ২০ ।।

দেবি ! এই অসুরদের বধ করলে জগৎ শান্তিলাভ করবে এবং এই অসুরেরা চিরকালের জন্য নরকভোগজনক পাপ কর্ম করতে থাকলেও এখন এই সম্মুখ সমরে মৃত্যুলাভ করে এদের স্বর্গপ্রাপ্তি হবে— এই মনে করে নিশ্চয়ই আপনি শত্রুদের বধ করেছেন ।। ১৮ ।। আপনি অসুরদের ওপর শস্ত্রপাত কেন করেন, দৃষ্টিপাতমাত্রই আপনি সমগ্র অসুরদের সংহার কেন করেন না ? এর এক গূঢ় কারণ আছে। এই অসুররাও আপনার নিক্ষিপ্ত শস্ত্রপ্রহারে পবিত্র হয়ে যেন উত্তম লোক পায়—তাদের প্রতি আপনার এ এক বিশিষ্ট রকম উদার অনুগ্রহ ।। ১৯ ।। হে দেবি ! খড়্গের তেজরাশির ভয়ঙ্কর দীপ্তিতে এবং আপনার ত্রিশূলের অগ্রভাগের থেকে নির্গত ঘনীভূত জ্যোতিঃপুঞ্জের তেজে অসুরদের চোখ যে নষ্ট হয়ে যায়নি তার কারণ, এই যে তারা সেইসময় আপনার মনোহর জ্যোতির্ময় মুখচন্দ্রিমা দর্শন করছিল ।। ২০ ।।

দুর্বৃত্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্॥ ২১ ॥

কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি॥ ২২ ॥

ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত-
মস্মাকমুন্মদসুরারিভবং নমস্তে॥ ২৩ ॥

দেবি ! আপনার শীল অর্থাৎ স্বভাবই হচ্ছে দুরাচারীদের দুষ্টপ্রবৃত্তি দমন করা। আপনার রূপ অচিন্তনীয় ও অতুলনীয় ; আপনার শক্তি ও পরাক্রম দৈত্যদেরও বিনাশক, —যারা দেবতাদের শৌর্য-বীর্যকেও নষ্ট করে দিয়েছিল। শত্রুদের প্রতি একমাত্র আপনিই এইরকম দয়া প্রদর্শন করেন ॥ ২১ ॥ হে বরদে দেবি ! আপনার এই শৌর্য-বীর্যের তুলনা আর কার সঙ্গে হতে পারে ? আবার শত্রুদের ভীতি উৎপাদনকারী এবং এত মনোরম এই সৌন্দর্যই বা কার আছে ? হৃদয়ে কৃপা এবং যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা—এই দুইয়ের একত্র অবস্থিতি এই ত্রিলোকে কেবল আপনার মধ্যেই দেখা গেছে॥ ২২ ॥ মাতঃ ! শত্রুদের বিনাশ করে আপনি এই ত্রিভুবন রক্ষা করেছেন। ওই শত্রুরাও আপনার হাতে নিহত হয়ে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছে এবং উন্মুক্ত অসুরদের ভয়ের থেকেও আমাদের বাঁচিয়েছেন, আপনাকে প্রণাম ॥ ২৩ ॥

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥ ২৪ ॥

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য চোত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥ ২৫ ॥

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥ ২৬ ॥

খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ॥ ২৭ ॥

ঋষিরুবাচ॥ ২৮ ॥

এবং স্তুতা সুরৈর্দিব্যৈঃ কুসুমৈর্নন্দনোদ্ভবৈঃ।
অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ॥ ২৯ ॥

দেবি ! আপনি শূল দিয়ে আমাদের রক্ষা করুন। অম্বিকে ! আপনি খড়্গ দিয়েও আমাদের রক্ষা করুন এবং ঘন্টাধ্বনি ও ধনুকের টঙ্কার দিয়েও আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৪ ॥ হে চণ্ডিকে ! পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে আমাদের রক্ষা করুন এবং হে ঈশ্বরি ! ত্রিশূলের সঞ্চালন দ্বারা উত্তর দিকেও আমাদের রক্ষা করুন ।। ২৫ ॥ ত্রিলোকে আপনার যে সকল সুন্দর ও ভয়ঙ্কর মূর্তি বিরাজিত, সেই সব দিয়েও আপনি আমাদের তথা এই ভূলোককে রক্ষা করুন॥ ২৬ ॥ হে অম্বিকে ! আপনার করপল্লবে শোভিত খড়্গ, শূল ও গদা প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র আছে, সে সবগুলি দিয়ে আপনি সর্বদিকে আমাদের রক্ষা করুন॥ ২৭ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ২৮ ॥ এইভাবে জগন্মাতা দুর্গাকে সব দেবতারা মিলে স্তব করলেন এবং স্বর্গের নন্দনকাননের দিব্য পুষ্প এবং গন্ধচন্দনাদি

ভক্ত্যা সমস্তৈস্ত্রিদশৈর্দিব্যৈর্ধূপৈস্তু[১] ধূপিতা।
প্রাহ প্রসাদসুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্॥ ৩০ ॥

দেব্যুবাচ॥ ৩১ ॥

ব্রিয়তাং ত্রিদশাঃ সর্বে যদস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতম্[২]॥ ৩২ ॥

দেবা ঊচুঃ॥ ৩৩ ॥

ভগবত্যা কৃতং সর্বং ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥ ৩৪ ॥
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ।
যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি॥ ৩৫ ॥
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ।
যশ্চ মর্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে॥ ৩৬ ॥

দিয়ে তাঁকে পূজা করলেন। তারপর সকলে মিলে যখন ভক্তিভরে দিব্য ধূপ সমূহের সুগন্ধ নিবেদন করলেন, তখন দেবী প্রসন্নবদনে প্রণত দেবতাদের বললেন—॥ ২৯ -৩০ ॥

দেবী বললেন—॥ ৩১ ॥ হে দেবগণ ! তোমরা সকলে আমার নিকট হতে তোমাদের অভিলষিত বর প্রার্থনা করো ॥ ৩২ ॥

দেবগণ বললেন—॥ ৩৩ ॥ হে দেবি ভগবতি ! আপনি আমাদের সব ইচ্ছাই পূর্ণ করে দিয়েছেন, এখন আর কিছুই বাকী নেই॥ ৩৪ ॥ কারণ দেবশত্রু এই মহিষাসুর বধ হয়ে গেছে। হে মহেশ্বরি ! তবুও যদি আপনি আমাদের বর দিতে ইচ্ছা করেন ॥ ৩৫ ॥ তাহলে আমরা যখনই আপনাকে

---

[১]পাঠভেদ— পৈঃ সুধূপিতা।

[২]মার্কণ্ডেয়পুরাণের আধুনিক গ্রন্থে 'দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপুজিতা।'— এই অংশটুকু অধিক রয়েছে। আবার কোনো কোনো গ্রন্থে 'কর্তব্যমপরং যচ্চ দুষ্করং তন্ন বিদ্মহে। ইত্যাকর্ণ্য বচো পত্যুচুস্তে দিবৌকসঃ॥' — এই অংশটুকু আরও অধিক রয়েছে।

তস্য বিত্তর্দ্ধিবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্।
বৃদ্ধয়েঽস্মৎপ্রসন্না ত্বং ভবেথাঃ সর্বদাম্বিকে॥ ৩৭ ॥

ঋষিরুবাচ॥ ৩৮ ॥

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোঽর্থে তথাত্মনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ॥ ৩৯ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুরা।
দেবী দেবশরীরেভ্যো জগৎত্রয়হিতৈষিণী॥ ৪০ ॥
পুনশ্চ গৌরীদেহাৎ[১] সা সমুদ্ভূতা যথাভবৎ।
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ৪১ ॥

স্মরণ করব, আপনি তখনই আবির্ভূতা হয়ে আমাদের মহাসঙ্কট থেকে পরিত্রাণ করবেন, আপনি আমাদের এই বর দিন তথা হে অমলাননা দেবি অম্বিকে! যে মানুষ এই স্তোত্রদ্বারা আপনার স্তব করবে, তার বিত্ত, সমৃদ্ধি ও বৈভব দানের সাথে সাথেই তার ধনসম্পদ ও স্ত্রীপুত্রাদি বৃদ্ধির জন্য আপনি সর্বদাই আমাদের প্রতি প্রসন্না থাকুন ॥ ৩৬-৩৭ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ৩৮ ॥ হে রাজন্ (সুরথ)! দেবতারা যখন নিজেদের তথা জগৎকল্যাণের জন্য ভদ্রকালী দেবীকে এইভাবে প্রসন্ন করলেন, তখন দেবী ভদ্রকালী 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিতা হলেন॥ ৩৯ ॥ হে মহারাজ! ত্রিলোকের হিতকারিণী দেবী পুরাকালে দেবতাদের শরীর থেকে যেভাবে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, সে সব কাহিনী তোমাকে শোনালাম॥ ৪০ ॥ আবার দেবতাদের উপকারিণী সেই দেবী দুষ্ট দৈত্যদের তথা শুম্ভ-নিশুম্ভকে

---

[১] *কোনো কোনো বইয়ে 'গৌরীদেহা সা' 'গৌরী দেহা সা' ইত্যাদি পাঠও উপলব্ধ হয়।*

রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী।
তচ্ছৃণুষ্ব ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে॥ হ্রীং ওঁ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শক্রাদিকৃতদেবীস্তুতির্নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪ ॥

এই অধ্যায়ে উবাচ—৫, অর্দ্ধশ্লোক—২, শ্লোক—৩৫, মোট—৪২, আদি হতে সর্বমোট—২৫৯

~~O~~

বধ করার জন্য এবং ত্রিলোকের রক্ষণার্থ গৌরী দেবীর শরীরে যেভাবে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, সেই সব প্রসঙ্গ এখন আমার কাছে শোনো। সেই কাহিনী আমি তোমার কাছে যথাযথ বর্ণনা করছি॥ ৪১-৪২ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে 'ইন্দ্রাদিকৃত-দেবীস্তুতি নামক' চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল॥ ৪ ॥

~~O~~

অথ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

পঞ্চম অধ্যায়

দেবতাদের দ্বারা দেবীস্তুতি, চণ্ড মুণ্ডের মুখে অম্বিকার রূপের প্রশংসা শুনে শুম্ভ কর্তৃক দেবীর কাছে দূত প্রেরণ এবং দূতের নিরাশ হয়ে প্রত্যাবর্তন

বিনিয়োগঃ

ওঁ অস্য শ্রীউত্তরচরিত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ, মহাসরস্বতী দেবতা, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, ভীমা শক্তিঃ, ভ্রামরী বীজম্, সূর্যস্তত্ত্বম্, সামবেদঃ স্বরূপম্, মহাসরস্বতীপ্রীত্যর্থে উত্তরচরিত্রপাঠে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানম্

ওঁ ঘন্টা-শূল-হলানি শঙ্খ-মুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দিনীম্॥

'ওঁ ক্লীং' ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

ওঁ এই উত্তরচরিত্রের ঋষি রুদ্র, দেবতা মহাসরস্বতী, ছন্দ—অনুষ্টুপ, শক্তি—ভীমা, বীজ—ভ্রামরী, তত্ত্ব—সূর্য এবং স্বরূপ—সামবেদ। মহাসরস্বতীর প্রীতির উদ্দেশ্যে উত্তর চরিত্র পাঠে এদের প্রয়োগ হয়।

নিজ করকমলে যিনি ঘন্টা, শূল, লাঙ্গল, শঙ্খ, মুষল, চক্র, ধনুক ও বাণ ধারণ করেন ; শারদীয়া চন্দ্রের শোভাসম্পন্ন যাঁর মনোহর কান্তি, যিনি ত্রিলোকের আধারভূতা এবং শুম্ভাদি দৈত্যনাশিনী, গৌরীদেহসমুদ্ভূতা সেই অপূর্বা মহাসরস্বতীর আমি ধ্যান করি।

মেধা ঋষি বললেন—॥ ১ ॥ পুরাকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুর

পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ॥ ২ ॥
তাবেব সূর্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ॥ ৩ ॥
তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্নিকর্ম চ[১]।
ততো দেবা বিনির্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ॥ ৪ ॥
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্বে নিরাকৃতাঃ।
মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্॥ ৫ ॥
তয়াস্মাকং বরো দত্তো যথাঽঽপৎসু স্মৃতাখিলা।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ॥ ৬ ॥
ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ॥ ৭ ॥

বলগর্বে গর্বিত হয়ে শচীপতি ইন্দ্রের থেকে ত্রিলোকাধিপত্য ও যজ্ঞভাগসমূহ কেড়ে নিয়েছিল॥ ২ ॥ তারা দুজনেই সূর্য, চন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণের অধিকারও ছিনিয়ে শাসন করতে লাগল। বায়ু এবং অগ্নির কাজও এরা দুজনে করতে লাগল। সব দেবতাদের অপমানিত, রাজ্যভ্রষ্ট, পরাজিত ও অধিকারহীন করে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিল। সেই দুই অসুরের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে দেবতারা অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করে ভাবলেন—জগদম্বা আমাদের বর দিয়েছিলেন যে, বিপদকালে তাঁকে স্মরণ করলে তিনি ঘোর বিপদসমূহ তৎক্ষণাৎ নাশ করবেন॥ ৩-৬ ॥ এই বিবেচনা করে দেবতারা গিরিরাজ হিমালয়ে গিয়ে ভগবতী বিষ্ণুমায়ার স্তুতি করতে লাগলেন॥ ৭ ॥

---

[১]পাঠভেদ—কোনো কোনো পুস্তকে এরপর 'অন্যেষাং চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি' এই পাঠ অধিক দেখা যায়।

দেবা ঊচুঃ ॥ ৮ ॥

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ ৯ ॥

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ॥ ১০ ॥

কল্যাণ্যৈ প্রণতাং[১] বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ॥ ১১ ॥

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥ ১২ ॥

দেবগণ বললেন—॥ ৮ ॥ দেবীকে প্রণাম, মহাদেবী শিবাকে সর্বদা প্রণাম। (সৃষ্টিশক্তিরূপিণী) প্রকৃতিকে প্রণাম এবং (স্থিতিশক্তিরূপিণী) ভদ্রাকে প্রণাম। আমরা স্থিরচিত্তে জগদম্বাকে প্রণাম করি॥ ৯ ॥ রৌদ্রাকে (সংহারশক্তিকে) প্রণাম। নিত্যা, গৌরী এবং জগদ্ধাত্রীকে বারংবার প্রণাম। জ্যোৎস্নাময়ী, চন্দ্ররূপিণী এবং সুখস্বরূপা দেবীকে সতত প্রণাম॥ ১০ ॥ শরণাগতের কল্যাণকারিণী, বৃদ্ধি এবং সিদ্ধিরূপা দেবীকে আমরা বারংবার প্রণাম করি। নৈর্ঋতী (রাক্ষসগণের লক্ষ্মী), রাজাদের লক্ষ্মী তথা শর্বাণী (শিবপত্নী) স্বরূপা জগদম্বা আপনাকে বার বার প্রণাম॥ ১১ ॥ দুর্গা (দুরধিগম্যা), দুর্গপারা (দুস্তর ভবসাগরতারিণী), সারা (সকলের সারভূতা), সর্বকারিণী, খ্যাতি, কৃষ্ণা ও ধূম্রাদেবীকে সর্বদা প্রণাম॥ ১২ ॥

---

[১]বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ চ প্রণতাং দেবীং প্রতি নমঃ নতিং কুর্ম ইত্যন্বয়ঃ। যদ্ বা প্রণমন্তীতি প্রণন্তঃ, তেষাং প্রণতামিতি ষষ্ঠীবহুবচনান্তং বোধ্যম্। ইতি শান্তনব্যাং টীকায়াং স্পষ্টম্, 'প্রণতাঃ' ইতি পাঠান্তরম্।

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥ ১৩॥

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ (১৪) নমস্তস্যৈ (১৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৬॥

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ (১৭) নমস্তস্যৈ (১৮) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৯॥

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২০) নমস্তস্যৈ (২১) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২২॥

যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৩) নমস্তস্যৈ (২৪) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৫॥

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৬) নমস্তস্যৈ (২৭) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৮॥

বিদ্যারূপে অতিসৌম্যা এবং অবিদ্যারূপে অতিরুদ্রারূপা দেবীকে প্রণাম, বারংবার প্রণাম। জগতের আশ্রয়রূপিণী কৃতি (ক্রিয়ারূপা) দেবীকে বারংবার প্রণাম॥ ১৩॥ যে দেবী সব প্রাণীদের মধ্যে বিষ্ণুমায়া নামে কথিতা হন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ১৪-১৬॥ যে দেবী সব প্রাণীর মধ্যে চেতনা নামে অভিহিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ১৭-১৯॥ যে দেবী সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ২০-২২॥ যে দেবী সর্বভূতে নিদ্রারূপে বিরাজিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ২৩-২৫॥ যে দেবী প্রাণীদের মধ্যে ক্ষুধারূপে অবস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ২৬-২৮॥

যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৯) নমস্তস্যৈ (৩০) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩১ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩২) নমস্তস্যৈ (৩৩) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৪ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩৫) নমস্তস্যৈ (৩৬) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩৭ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩৮) নমস্তস্যৈ (৩৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪০ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪১) নমস্তস্যৈ (৪২) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৩ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪৪) নমস্তস্যৈ (৪৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৬ ॥

যে দেবী সর্বভূতে ছায়ারূপে বিরাজমানা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বারংবার নমস্কার॥ ২০-৩১ ॥ যে দেবী সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৩২-৩৪ ॥ যে দেবী সর্বভূতে তৃষ্ণারূপে স্থিতা আছেন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৩৫-৩৭ ॥ যে দেবী সব প্রাণীদের মধ্যে ক্ষান্তি (ক্ষমা) রূপে অবস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৩৮-৪০॥ যে দেবী সব প্রাণীদের মধ্যে জাতিরূপে সংস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৪১-৪৩ ॥ যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৪৪-৪৬ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪৭) নমস্তস্যৈ (৪৮) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪৯ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫০) নমস্তস্যৈ (৫১) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫২ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৩) নমস্তস্যৈ (৫৪) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৫ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৬) নমস্তস্যৈ (৫৭) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৮ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৯) নমস্তস্যৈ (৬০) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬১ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬২) নমস্তস্যৈ (৬৩) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৪ ॥

যে দেবী সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শান্তিরূপে রয়েছেন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৪৭-৪৯ ॥ যে দেবী সর্বভূতে শ্রদ্ধারূপে বর্তমান রয়েছেন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৫০-৫২ ॥ যে দেবী সর্ব জীবে কান্তিরূপে বিরাজ করছেন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৫৩-৫৫ ॥ যে দেবী সর্বভূতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৫৬-৫৮ ॥ যে দেবী সব প্রাণীর মধ্যে বৃত্তিরূপে স্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৫৯-৬১ ॥ যে দেবী সর্বভূতে স্মৃতিরূপে বর্তমান, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৬২-৬৪ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬৫) নমস্তস্যৈ (৬৬) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৭ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬৮) নমস্তস্যৈ (৬৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭০ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৭১) নমস্তস্যৈ (৭২) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৩ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৭৪) নমস্তস্যৈ (৭৫) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭৭ ॥

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ (৭৮) নমস্তস্যৈ (৭৯) নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৮০ ॥

যে দেবী সমস্ত প্রাণীর মধ্যে দয়ারূপে বিরাজিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৬৫-৬৭ ॥ যে দেবী সমস্ত জীবের মধ্যে তুষ্টিরূপে সংস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৬৮-৭০ ॥ যে দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিতা, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৭১-৭৩ ॥ যে দেবী সর্বজীবে ভ্রান্তিরূপে বর্তমান, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৭৪-৭৬ ॥ সমস্ত জীবগণের ইন্দ্রিয়াদিবর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে এবং সর্বজীবের মধ্যে ব্যাপ্তা, সেই বিশ্বব্যাপিকা দেবীকে বার বার নমস্কার॥ ৭৭ ॥ যে দেবী চিৎশক্তিরূপে এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে স্থিতা আছেন, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, তাঁকে বার বার নমস্কার॥ ৭৮-৮০ ॥

স্তুতা সুরৈঃ পূর্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥ ৮১ ॥

যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ॥ ৮২ ॥

ঋষিরুবাচ॥ ৮৩ ॥

এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী।
স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন॥ ৮৪ ॥
সাব্রবীত্তান্ সুরান্ সুভ্রূর্ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা।
শরীরকোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাব্রবীচ্ছিবা॥ ৮৫ ॥

পূর্বকালে মহিষাসুর বধরূপ অভীষ্ট ফল প্রাপ্তিতে দেবতারা যাঁর স্তুতি করেছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র বহুদিন পর্যন্ত যাঁকে পূজা করেছিলেন, সেই মঙ্গলময়ী পরমেশ্বরী আমাদের কল্যাণ ও মঙ্গল করুন আর সমস্ত বিপদ নাশ করুন ॥ ৮১ ॥ বলদর্পী দৈত্যদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে আমরা সব দেবতারা যে পরমেশ্বরীকে সম্প্রতি স্তব করছি এবং যাঁকে ভক্তিবিনম্র দেহে স্মরণ করলে তৎক্ষণাৎই সমস্ত বিপদ বিনাশ করে দেন, সেই দেবী জগদম্বা আমাদের সংকটসমূহ নাশ করুন॥ ৮২ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ৮৩ ॥ হে নৃপনন্দন সুরথ ! এইভাবে যখন দেবতারা স্তবাদিতে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় পার্বতী দেবী গঙ্গায় স্নান করার পথে সেখানে এলেন॥ ৮৪ ॥ সেই অতি সুন্দর ভ্রূবিশিষ্টা ভগবতী দেবতাদের জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনারা এখানে কার স্তব করছেন ?' তখন সেই

স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ।
দেবৈঃ সমেতৈঃ[১] সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ॥ ৮৬ ॥

শরীরকোশাদ্[২] যত্তস্যাঃ পার্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌশি[৩]কীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে॥ ৮৭ ॥

তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া॥ ৮৮ ॥

ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্।
দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ৮৯ ॥

তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা অতীব সুমনোহরা।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্॥ ৯০ ॥

অবস্থায় তাঁর দেহকোশ থেকে শিবা দেবী আবির্ভূতা হয়ে বললেন—॥ ৮৫ ॥ শুম্ভ নামক অসুরের দ্বারা বিতাড়িত এবং যুদ্ধে শুম্ভাসুরের কাছে পরাজিত হয়ে এই সব দেবতারা একত্র মিলিত হয়ে এখানে আমারই স্তব করছেন ॥ ৮৬ ॥ পার্বতী দেবীর দেহকোশ থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন বলে তিনি সমস্ত জগতে 'কৌশিকী' নামে অভিহিতা হন ॥ ৮৭ ॥ কৌশিকীর আবির্ভাবের পর পার্বতী দেবীর গায়ের রং কাল হয়ে গেল, তারপর দেবী অম্বিকা হিমালয়ে অধিষ্ঠান করে কালিকাদেবী নামে খ্যাত হলেন॥ ৮৮ ॥ তারপর শুম্ভ-নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড একদিন সেখানে এল এবং সেই পরম মনোহর মূর্তিধারিণী অম্বিকাদেবীকে দেখতে পেল॥ ৮৯ ॥ তারা ফিরে গিয়ে শুম্ভকে বলল—'মহারাজ ! পরমা সুন্দরী একটী নারী তার দিব্য অঙ্গশোভায় হিমালয় আলো করে অবস্থান করছেন ॥ ৯০ ॥

[১]পাঠভেদ—সমস্তৈঃ। *[২]পা—কোষা।* *[৩]পা.—কৌষিকী।*

নৈব তাদৃক্ ক্বচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর॥ ৯১ ॥

স্ত্রীরত্নমতিচার্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা।
সা তু তিষ্ঠন্তি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি॥ ৯২ ॥

যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো।
ত্রৈলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে॥ ৯৩ ॥

ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ।
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ॥ ৯৪ ॥

বিমানং হংসসংযুক্তমেতৎ তিষ্ঠতি তেঽঙ্গণে।
রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্ বেধসোঽদ্ভুতম্॥ ৯৫ ॥

নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্॥ ৯৬ ॥

এইরকম অপূর্ব রূপ কেহ কখনও কোথাও দেখেনি। হে অসুরাধিপতে! সেই নারীর বিষয় খোঁজ করে তাঁকে গ্রহণ করুন॥ ৯১ ॥ নারীদের মধ্যে সে একটী রত্ন, তাঁর প্রতিটি অঙ্গ অতীব সুন্দর এবং সে নিজের শ্রীঅঙ্গের প্রভায় দশদিক আলো করে রয়েছে। হে দৈত্যরাজ! তিনি এখন হিমালয়ে পর্বতে রয়েছেন, তিনি আপনার দর্শনযোগ্যা॥ ৯২ ॥ হে প্রভো! ত্রিভুবনে যে সব মণিমাণিক্য, হাতীঘোড়া ইত্যাদি যত রত্ন আছে, এসবই বর্তমানে আপনার প্রাসাদে শোভা পাচ্ছে॥ ৯৩ ॥ গজরাজ ঐরাবত, পারিজাত বৃক্ষ এবং এই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব— এই সবই আপনি ইন্দ্রের কাছে থেকে নিয়ে নিয়েছেন॥ ৯৪ ॥ রত্নস্বরূপ হংসযুক্ত এই আশ্চর্য বিমান আপনার অঙ্গনে শোভিত রয়েছে। এই অপরূপ বিমান আগে ব্রহ্মার অধিকারে ছিল। এখন আপনি এখানে নিয়ে এসেছেন॥ ৯৫ ॥ এই মহাপদ্ম নামক নিধি আপনি কুবেরের কাছ থেকে জয় করে এনেছেন। সমুদ্রও আপনাকে কিঞ্জল্কিনী মালা উপহার দিয়েছে, যে মালা

ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ॥ ৯৭ ॥
মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে॥ ৯৮ ॥
নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ।
বহ্নিরপি[১] দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী॥ ৯৯ ॥
এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।
স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে॥ ১০০ ॥
ঋষিরুবাচ ॥ ১০১ ॥
নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্[২]॥ ১০২ ॥

কেসরের দ্বারা সুশোভিত এবং যে মালা অম্লান পদ্মে রচিত॥ ৯৬ ॥ সুবর্ণবর্ষণকারী বরুণের ছত্র এবং প্রজাপতির এই শ্রেষ্ঠ রথ এখন আপনার অধিকারে আপনার প্রাসাদে রয়েছে॥ ৯৭ ॥ হে দৈত্যেশ্বর ! যমের উৎক্রান্তিদা নামে শক্তি-অস্ত্র আপনি এনেছেন এবং বরুণের পাশ ও এবং সমুদ্রে উৎপন্ন সর্ববিধ রত্ন আপনার ভাই নিশুম্ভের অধিকারে রয়েছে। অগ্নিদেবও কেবলমাত্র অগ্নিতেই শুদ্ধ হয় এমন দুটী বস্ত্র আপনাকে দিয়েছে॥ ৯৮-৯৯ ॥ হে দৈত্যরাজ ! এইভাবে সমস্ত রত্নই আপনি সংগ্রহ করেছেন। সুতরাং স্ত্রীদের মধ্যে রত্নস্বরূপ এই কল্যাণময়ী দেবীকে কেন আপনি অধিকার করছেন না ?' ॥ ১০০ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ১০১ ॥ চণ্ড ও মুণ্ডের মুখে এই কথা শুনে শুম্ভ মহাসুর সুগ্রীবকে দূত করে দেবীর কাছে পাঠাল এবং তাকে বলে দিল—তুমি

---

[১]পাঠভেদ—শ্চাপি। *[২]পাঠভেদ—এর পরে কোথাও কোথাও 'শুম্ভ উবাচ' এই অধিক পাঠ আছে।*

ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম।
যথা চাভ্যেতি সংপ্রীত্যা তথা কার্যং ত্বয়া লঘু॥ ১০৩॥

স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেঽতিশোভনে।
সা[1] দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা॥ ১০৪॥

দূত উবাচ॥ ১০৫॥

দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎ সকাশমিহাগতঃ॥ ১০৬॥

অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ॥ ১০৭॥

মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ।
যজ্ঞভাগানহং সর্বানুপাশ্নামি পৃথক্ পৃথক্॥ ১০৮॥

আমার নির্দেশ অনুসারে আমার জবানীতে তাকে গিয়ে এই এই কথা বলবে আর এমন ব্যবস্থা করবে যাতে প্রফুল্লমনে সে শীগগিরই এখানে আসে॥ ১০২-১০৩॥ অতি রমণীয় পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে দেবী বিরাজ করছিলেন সেখানে গিয়ে সেই দূত অতি মধুর স্বরে কোমলভাবে বলল॥ ১০৪॥

দূত বলল—॥ ১০৫॥ দেবি! দৈত্যেশ্বর শুম্ভ ত্রিভুবনের অধিপতি। আমি তার কাছ থেকে দূত হয়ে আপনার কাছে এসেছি॥ ১০৬॥ দৈত্যরাজের আদেশ দেবতাদের মধ্যে অলঙ্ঘনীয়, কেউই তার অন্যথা করতে পারে না। তিনি সমস্ত দেবকুলকে পরাজিত করেছেন। তিনি আপনার জন্য যে বার্তা পাঠিয়েছেন তা আমি বলছি, আপনি শুনুন॥ ১০৭॥ 'সমগ্র ত্রিভুবন আমার অধীন। দেবরাজ আমার বশীভূত। দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে দেওয়া যজ্ঞভাগও আমিই পৃথক পৃথক ভাবে ভোগ করি॥ ১০৮॥

---

[1]*পাঠভেদ—তাং চ দেবীং ততঃ।*

ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ।
তথৈব গজরত্নং[১] চ হৃত্বা[২] দেবেন্দ্রবাহনম্॥ ১০৯ ॥

ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ।
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্॥ ১১০ ॥

যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্বেষূরগেষু চ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে॥ ১১১ ॥

স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ম্।
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ম্॥ ১১২ ॥

মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসি বৈ যতঃ॥ ১১৩ ॥

এই তিন লোকে যত শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে, এ সবই আমার দখলে। দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত যে নাকি হস্তীশ্রেষ্ঠ, আমি তা বলপূর্বক হরণ করেছি॥ ১০৯ ॥ ক্ষীরসমুদ্রমন্থনের সময় যে অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবা উদ্ভূত হয়েছিল, দেবতারা আমার পায়ে পড়ে সেই উচ্চৈঃশ্রবাকে আমাকে সমর্পণ করেছে ॥ ১১০ ॥ হে সুন্দরি ! দেবতা, গন্ধর্ব ও সর্পদের অধিকারে যত কিছু রত্নতুল্য শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, সবই এখন আমার অধিকারে ॥ ১১১ ॥ হে দেবি ! আমরা এই জগতে স্ত্রীজাতির মধ্যে আপনাকে রত্নতুল্য মনে করি, সুতরাং আপনি আমার ঘরে আসুন ; কারণ, আমিই শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহের উপভোগের যোগ্য একমাত্র পাত্র॥ ১১২ ॥ হে চঞ্চলকটাক্ষি সুন্দরি ! আপনি আমাকে অথবা মহাপরাক্রমশালী আমার ভাই নিশুম্ভকে বরণ করুন কারণ, আপনি

---

[১]*পাঠভেদ—গজরত্নানি।* [২]*পা.—হৃতং।*

পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ।
এতদ্বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ॥ ১১৪ ॥

ঋষিরুবাচ॥ ১১৫ ॥

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ১১৬ ॥

দেব্যুবাচ॥ ১১৭ ॥

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ॥ ১১৮ ॥

কিং ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা॥ ১১৯ ॥

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি॥ ১২০ ॥

রত্নস্বরূপা ॥ ১১৩ ॥ আমাকে বরণ করলে আপনি অতুলনীয়া মহাঐশ্বর্য লাভ করবেন। বুদ্ধি দিয়ে এই সব ভালভাবে বিচার করে আপনি আমার পত্নী হউন'॥ ১১৪ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ১১৫ ॥ দূতের মুখে এই বার্তা শুনে, মঙ্গলময়ী ভগবতী দুর্গাদেবী, যিনি এই জগৎকে ধারণ করে রয়েছেন, মনে মনে গম্ভীরভাবে মুচকি হেসে বললেন—॥ ১১৬ ॥

দেবী বললেন—॥ ১১৭ ॥ হে দূত ! তুমি সত্য কথাই বলেছ, এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, শুম্ভ ত্রিলোকের অধিপতি এবং নিশুম্ভও তার তুল্য পরাক্রমশালী ॥ ১১৮ ॥ কিন্তু এই বিষয়ে আমার যে একটা প্রতিজ্ঞা রয়েছে সেই প্রতিজ্ঞাটা শোনো—॥ ১১৯ ॥ 'যে আমাকে যুদ্ধে হারাতে পারবে, যে আমার দর্পচূর্ণ করতে পারবে এবং জগতে যে আমার সমতুল শক্তিশালী হবে,

তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্ণাতু মে লঘু॥ ১২১ ॥

দূত উবাচ॥ ১২২ ॥

অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ১২৩ ॥

অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্বে দেবা ন বৈ যুধি।
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা॥ ১২৪ ॥

ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থুর্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রযাস্যসি সম্মুখম্॥ ১২৫ ॥

সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
কেশাকর্ষণনির্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যসি॥ ১২৬ ॥

সেই আমার স্বামী হবে'॥ ১২০ ॥ অতএব শুম্ভ অথবা মহাসুর নিশুম্ভ স্বয়ংই এখানে আসুক এবং আমাকে পরাজিত করে শীগগিরই আমার পাণিগ্রহণ করুক, আর বিলম্বের কী প্রয়োজন ? ॥ ১২১ ॥

দূত বলল—॥ ১২২ ॥ হে দেবি ! আপনি গর্বিত হয়ে রয়েছেন, আমার সামনে এরকম কথা বলবেন না। ত্রিভুবনে এমন কোন্ পুরুষ আছে যে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সামনে দাঁড়াতে পারে ? ॥ ১২৩ ॥

হে দেবি ! যুদ্ধে অন্যান্য দৈত্যদের সম্মুখে যখন সমস্ত দেবতা একত্রে টিঁকতে পারে না, তাহলে আপনি একাকিনী স্ত্রী হয়ে কিরূপে সম্মুখীন হবেন ? ॥ ১২৪ ॥ ইন্দ্রাদি দেবতারা পর্যন্ত যে শুম্ভাসুরদের সামনে যুদ্ধে স্থির থাকতে পারে না, সেখানে নারী হয়ে আপনি কী করে স্থির থাকবেন ? ॥ ১২৫ ॥ সুতরাং আমার কথা শুনে আপনি শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে চলুন। একাজ করলে আপনার সম্মানও পুরোপুরি রক্ষা হবে ; নয়ত চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলে, আপনার সম্মান ধূলায় লুটিয়ে যাবে॥ ১২৬ ॥

দেব্যুবাচ॥ ১২৭ ॥

এবমেতদ্ বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্যবান্।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা॥ ১২৮ ॥

স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সর্বমাদৃতঃ।
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু তৎ[১]॥ ওঁ ॥ ১২৯ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যা দূতসংবাদো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫ ॥

এই অধ্যায়ে উবাচ—৯, ত্রিপাদশ্লোক—৬৬, শ্লোক—৫৪, মোট—১২৯, আদি হতে সর্বমোট—৩৮৮ ।

~~০~~

দেবী বললেন—॥ ১২৭ ॥ তোমার কথা ঠিকই। শুম্ভ বলবান আর নিশুম্ভও অতি পরাক্রমশালী ; কিন্তু কী করব ? আমি যে না বুঝে আগেই প্রতিজ্ঞা করে রেখেছি॥ ১২৮ ॥ সুতরাং তুমি এখন যাও ; আমি তোমাকে যা কিছু বললাম, সেই সব দৈত্যরাজকে সাদরে গিয়ে জানাও। তারপর সে যা ভাল মনে হয় করবে॥ ১২৯ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে দেবীর সহিত দূতের সংবাদ-বিষয়ক পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল॥ ৫ ॥

~~০~~

---

[১]*পাঠভেদ—যৎ।*

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধূম্রলোচন-বধ

ধ্যানম্

ওঁ নাগাধীশ্বরবিষ্টরাং ফণিফণোত্তংসোরুরত্নাবলী-
ভাস্বদ্দেহলতা দিবাকরনিভাং নেত্রত্রয়োদ্ভাসিতাম্।
মালাকুম্ভকপালনীরজকরাং চন্দ্রার্ধচূড়াং পরাং
সর্বজ্ঞেশ্বরভৈরবাঙ্কনিলয়াং পদ্মাবতীং চিন্তয়ে॥

'ওঁ' ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ॥ ২ ॥

তস্য দূতস্য তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্॥ ৩ ॥

সর্বজ্ঞেশ্বর ভৈরবের কোলে অবস্থিতা পরমোৎকৃষ্টা পদ্মাবতী দেবীকে আমি চিন্তা করি। নাগরাজ বাসুকি তাঁর আসন, সর্পফণায় সুশোভিত, মণিসমূহে গ্রথিত বিশাল মালা তাঁর দেহলতায় উদ্ভাসিত। তিনি রবিতুল্য তেজে উজ্জ্বল এবং ত্রিনয়নে শোভিতা। তাঁর চার হাতে (অক্ষ) মালা, কমণ্ডলু, নরমুণ্ড এবং পদ্মফুল আর তাঁর মস্তক অর্দ্ধচন্দ্রচূড়াশোভিত মুকুটমণ্ডিত।

মেধা ঋষি বললেন—॥ ১ ॥ দেবীর এই কথা শুনে সেই দূত ক্রোধে পরিপূরিত হয়ে দৈত্যরাজ (শুম্ভের) এর কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে জানিয়ে দিল॥ ২ ॥ দূতের মুখে সেই সংবাদ শুনে অসুররাজ কুপিত হয়ে দৈত্যসেনাপতি ধূম্রলোচনকে বলল॥ ৩ ॥

হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
তামানয় বলাদ্ দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্॥ ৪ ॥
তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্ যদি বোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ।
স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষো গন্ধর্ব এব বা॥ ৫ ॥

ঋষিরুবাচ॥ ৬ ॥

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ॥ ৭ ॥
স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্।
জগাদোচ্চৈঃ প্রযাহীতি মূলং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ৮ ॥
ন চেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতি মদ্ভর্তারমুপৈষ্যতি।
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্॥ ৯ ॥

'হে ধূম্রলোচন ! তুমি অবিলম্বে নিজের সৈন্যদলে পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে যাও এবং সেই দুষ্টাকে কেশাকর্ষণের দ্বারা ব্যাকুলিত করে বলপূর্বক তাকে এখানে নিয়ে এস॥ ৪ ॥ তাকে রক্ষা করতে যদি কেউ আসে, তাহলে সে দেবতা, যক্ষ অথবা গন্ধর্ব যে কেউই হোক না কেন, তাকেও অবশ্যই বধ করবে'॥ ৫ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ৬ ॥ শুম্ভের এই আদেশ পেয়ে সেই ধূম্রলোচন অসুর ষাট হাজার অসুরসেনায় পরিবৃত হয়ে সেখান থেকে দ্রুতবেগে গমন করল॥ ৭ ॥ ওখানে পৌঁছে সে হিমাচলবাসিনী দেবীকে দেখতে পেল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলল—রে দুষ্টা ! তুই শুম্ভ নিশুম্ভের কাছে চল্। আজ যদি খুশীমনে ভালোয় ভালোয় আমার প্রভুর কাছে না যাস্, তাহলে আমি জোর করে কেশাকর্ষণ করে তোকে নিয়ে যাব॥ ৮-৯ ॥

দেব্যুবাচ॥ ১০ ॥

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্॥ ১১ ॥

ঋষিরুবাচ॥ ১২ ॥

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ॥ ১৩ ॥

অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকা[১]।
ববর্ষ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈস্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ॥ ১৪ ॥

ততো ধুতসটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবম্।
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স্ববাহনঃ॥ ১৫ ॥

দেবী বললেন—॥ ১০ ॥ দৈত্যরাজ তোমাকে পাঠিয়েছে, তুমি নিজেও অতি বলবান আর তোমার সাথে রয়েছে বিশাল সৈন্যবাহিনী ; এই অবস্থায় যদি তুমি জোর করে আমাকে নিয়ে যাও আমি আর তোমার কী করতে পারি ? ॥ ১১ ॥

ঋষি বললেন—॥ ১২॥ দেবীর এই কথা শুনে অসুর ধূম্রলোচন তাঁর দিকে ধেয়ে যাওয়া মাত্র অম্বিকা দেবী তাঁর হুঙ্কার শব্দের দ্বারাই তাকে ভস্ম করে ফেললেন॥ ১৩ ॥ অনন্তর সেই বিশাল অসুর সৈন্যবাহিনী ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে জগদম্বার প্রতি তীক্ষ্ণ শর, শেল ও কুঠার প্রভৃতি অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল॥ ১৪ ॥ এই অবস্থায় দেবীর বাহন সিংহ অতিক্রুদ্ধ হয়ে কেশর ফুলিয়ে ভয়ংকর গর্জন করে অসুরসেনার মধ্যে লাফ দিয়ে পড়লেন॥ ১৫ ॥

---

[১] *পাঠভেদ—তথাম্বিকাম্।*

কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্।
আক্রম্য[১] চাধরেণান্যান্[২] স জঘান[৩] মহাসুরান্॥ ১৬॥
কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেসরী[৪]।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্॥ ১৭॥
বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধূতকেসরঃ॥ ১৮॥
ক্ষণেন তদ্বলং সর্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেসরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা॥ ১৯॥
শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবীকেসরিণা ততঃ॥ ২০॥

অসুরসেনাদের মধ্যে কাউকে আবার আঘাতে, বহু সেনাকে দংশন দ্বারা এবং আরও বহু সেনাকে মাটীতে ফেলে নিজের অধরদেশ দ্বারা আহত করে বধ করতে লাগলেন॥ ১৬ ॥ বহু অসুরকে নিজের ধারাল নখ দিয়ে, আবার অনেককে পেট চিরে ফেলে এবং বহু সৈন্যকে থাবার প্রহারে শরীর থেকে মাথা দুটুকরো করে ফেললেন॥ ১৭ ॥ কোনও অসুরের হাতগুলি, কোনও অসুরের মাথাগুলি ছিন্ন করে ফেললেন আবার কেশর ফুলিয়ে অনেকের পেটের ভেতর থেকে রক্তপান করতে লাগলেন॥ ১৮ ॥ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে দেবীর বাহন সেই মহাসিংহ ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত অসুরদল সংহার করে ফেললেন॥ ১৯ ॥ শুম্ভ যখন জানতে পারল যে দেবী ভগবতী ধূম্রলোচনকে নিহত করেছেন এবং দেবীর বাহন সিংহ সব অসুর সেনাদের শেষ করে দিয়েছেন, তখন সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হল এবং রাগে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। চণ্ড

---

[১]পাঠভেদ—আক্রান্ত্যা। [২]চরণেনান্যান্। [৩]পা.—এক্ষেত্রে তিন প্রকারের পাঠান্তর ভেদ দেখা যায়—সংজঘান, নিজঘান, জঘান সুমহা.। [৪]পা.—বাংলা পাঠে সর্বত্রই 'কেসরী' এবং 'কেসর' শব্দে তালব্য 'শ' প্রয়োগ করা হয়।

চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ॥ ২১ ॥
হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বহুভিঃ[১] পরিবারিতৌ।
তত্র গচ্ছতং গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু॥ ২২ ॥
কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধ্বা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি।
তদাশেষায়ুধৈঃ সর্বৈরসুরৈর্বিনিহন্যতাম্॥ ২৩ ॥
তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে।
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধ্বা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্॥ ওঁ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভনিশুম্ভসেনানীধূম্রলোচনবধো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬ ॥

এই অধ্যায়ে উবাচ—৪, শ্লোক—৩৫, মোট—২৪
আদি হতে সর্বমোট—৪১২

~~O~~

ও মুণ্ড নামে দুই অসুরসেনাপতিকে ডেকে সে আদেশ দিল—॥ ২০-২১ ॥

হে চণ্ড হে মুণ্ড! তোমরা দুজনে বহু সৈন্য নিয়ে ওখানে যাও, সেই দেবীকে চুলের মুঠি ধরে আর নয়ত তাঁকে বেঁধে নিয়ে এস। আর যদি এই ব্যাপারে তোমাদের মনে কোনও অবস্থায় কোনও সংশয় জাগে, তবে সব সৈন্য একত্র হয়ে সমস্ত রকম অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে তাকে বধ করবে॥ ২২-২৩ ॥

সেই দুষ্টা নিহত হলে এবং সিংহও মৃত হলে সেই দেবী অম্বিকাকে বেঁধে তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে এস॥ ২৪ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শুম্ভ-নিশুম্ভ সেনাপতি 'ধূম্রলোচন-বধ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল॥ ৬ ॥

~~O~~

---

[১]*পাঠভেদ—লৈঃ।*

অথ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম অধ্যায়

চণ্ড ও মুণ্ড বধ

ধ্যানম্

ওঁ ধ্যায়েয়ং রত্নপীঠে শুককলপঠিতং শৃণ্বতীং শ্যামলাঙ্গীং
ন্যস্তৈকাঙ্ঘ্রিং সরোজে শশিশকলধরাং বল্লকীং বাদয়ন্তীম্।
কহ্লারাবদ্ধমালাং নিয়মিতবিলসচ্চোলিকাং রক্তবস্ত্রাং
মাতঙ্গীং শঙ্খপাত্রাং মধুরমধুমদাং চিত্রকোদ্ভাসিভালাম্॥

'ওঁ' ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

আজ্ঞপ্তাস্তে ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ।
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ॥ ২ ॥

দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্।
সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে॥ ৩ ॥

আমি মাতঙ্গীদেবীর ধ্যান করি। তিনি রত্নময় সিংহাসনে বসে শুকপাখীর মধুর কলরব শ্রবণরতা। তিনি শ্যামবর্ণা। তাঁর একটী পা কমলের ওপর ন্যস্ত এবং তিনি শশিশেখরা তথা তাঁর গলায় কহ্লার ফুলের মালা এবং তিনি বীণাবাদনরতা। তাঁর অঙ্গে চোলি সুষ্ঠুরূপে শোভিত। তাঁর পরনে রক্তবস্ত্র, হাতে শঙ্খপাত্র, মুখমণ্ডল সুমিষ্ট অমৃতপানে রক্তিমাভামণ্ডিত আর কপাল বিশিষ্ট তিলকশোভায় শোভিত।

মেধা ঋষি বললেন—॥ ১ ॥ তখন শুম্ভের আদেশ পেয়ে চণ্ড-মুণ্ডপ্রমুখ অসুরেরা চতুরঙ্গিণী সেনায় সজ্জিত ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে দেবীর উদ্দেশ্যে রওনা হল॥ ২ ॥ অনন্তর সেখানে গিয়ে তারা গিরিরাজ হিমালয়ের

তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমং চক্রুরুদ্যতাঃ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ॥ ৪ ॥

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মষী[১]বর্ণমভূৎ তদা॥ ৫ ॥

ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥ ৬ ॥

বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥ ৭ ॥

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥ ৮ ॥

সুবর্ণপ্রভা চূড়ায় সিংহের ওপর সমাসীনা দেবীকে দেখতে পেল। তিনি তখন ঈষৎ মৃদু মৃদু হাস্য করছিলেন॥ ৩ ॥ তাঁকে দেখে দৈত্যেরা প্রচণ্ড উৎসাহে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করল। কেউ নিল ধনুর্বাণ, কেউ নিল খড়্গ আর অন্যান্য সকলে মিলে দেবীর দিকে এগিয়ে গেল॥ ৪ ॥ তখন অম্বিকা দেবী সেই সব শত্রুদের প্রতি ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করলেন। সেই ক্রোধের অভিব্যক্তিতে তাঁর মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল॥ ৫ ॥ তাঁর ভ্রূকুটীকুটিল ললাটদেশ থেকে তৎক্ষণাৎ ভীষণবদনা কালী বিনিঃসৃতা হলেন, তাঁর হাতে খড়্গ ও পাশ অস্ত্র ধরা রয়েছে ॥ ৬ ॥ সেই দেবী কালীর হাতে বিচিত্র নরকঙ্কাল, পরনে ব্যাঘ্র চর্ম, তিনি নরমুণ্ডমালিনী। তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার অতিভীষণদর্শনা॥ ৭ ॥ তিনি বিশাল-বদনা, লোলজিহ্বার দরুন ভীষণ ভয়প্রদা। তিনি কোটরগত আরক্ত চক্ষুবিশিষ্টা, বিকট ভয়ঙ্কর গর্জনে তিনি দশদিক ছাইয়ে দিলেন॥ ৮ ॥

---

[১]*পাঠভেদ—মসী.।*

সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্।। ৯ ।।

পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহি- যোধঘন্টাসমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্।। ১০ ।।

তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্বয়ন্ত্য[১] তিভৈরবম্।। ১১ ।।

একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরম্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ।। ১২ ।।

তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্মথিতান্যপি।। ১৩ ।।

সেই কালিকাদেবী মহাসুরদের বধ করতে করতে সবেগে অসুরসেনাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে অসুরসৈন্যদের ভক্ষণ করতে লাগলেন।। ৯ ।। পার্শ্বরক্ষক, অঙ্কুশধারী মহামাত্র (মাহুত), (গজারূঢ়) বীর যোদ্ধা এবং গলঘণ্টাদিসহিত হাতীদের অনেকগুলোকে একসাথে করে এক হাতের মধ্যে নিয়ে তিনি মুখের ভেতর ভরে দিতে লাগলেন।। ১০ ।। এইভাবে ঘোড়া, রথ আর রথী এবং অশ্বারোহী যোদ্ধাদের মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে ভীষণভাবে চিবোতে লাগলেন ।। ১১ ।। কাউকে চুল ধরে, কাউকে গলা টিপে, আবার কাউকে পায়ের তলায় পিষে এবং অন্য অনেককে বুকের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে বধ করতে লাগলেন।। ১২ ।। অসুরদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বড় বড় অস্ত্রশস্ত্র সব তিনি মুখের মধ্যে নিয়ে ভয়ঙ্কর ক্রোধে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চূর্ণ করলেন।। ১৩ ।।

---

[১]*পাঠভেদ—য়ত্যতি।*

বলিনাং তদ্বলং সর্বমসুরাণাং দুরাত্মনাম্।
মমর্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ৎ তথা॥ ১৪ ॥

অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খটঙ্গতা[১]ড়িতাঃ।
জগ্মুর্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতাস্তথা॥ ১৫ ॥

ক্ষণেন তদ্বলং সর্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্॥ ১৬ ॥

শরবর্ষৈর্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ॥ ১৭ ॥

তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্।
বর্ভুর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্॥ ১৮ ॥

ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দুর্দর্শদশনোজ্জ্বলা॥ ১৯ ॥

কালিকা দেবী বলবান এবং দুরাত্মা দৈত্যদের সেই সব সৈন্যদের বিধ্বংস করলেন, কতককে খেয়ে ফেললেন এবং অবশিষ্টগুলিকে নিদারুণভাবে আঘাত করলেন॥ ১৪ ॥ কোনও কোনও অসুর খড়্গাঘাতে নিহত হল, কেউ কেউ খট্টাঙ্গের প্রহারে আবার কেউ বা দাঁতের অগ্রভাগের আঘাতে মারা গেল॥ ১৫ ॥ এইভাবে অসুরদের সেই সমস্ত সৈন্যদের দেবী ক্ষণকাল মধ্যে শেষ করে ফেললেন। এই দৃশ্য দেখে চণ্ড সেই ভয়ঙ্কর কালিকাদেবীর দিকে ধেয়ে গেল ॥ ১৬ ॥ মহাসুর মুণ্ডও ভয়ানক বাণ বর্ষণ করে এবং হাজার হাজার চক্র নিক্ষেপ করে ভীমনেত্রা দেবীকে আচ্ছন্ন করে দিল॥ ১৭ ॥ সেই বহুসংখ্যক চক্র দেবীর মুখের মধ্যে গিয়ে এমন দেখাতে লাগল যেন বহু সূর্যবিম্ব কাল ঘন মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে রয়েছে॥ ১৮ ॥ অনন্তর ভীমনাদিনী কালিকা দেবী ভয়ানক ক্রোধে বিকট অট্টহাস্য করলেন।

---

[১]*পাঠভেদ—তা রণে।*

উত্থায় চ মহাসিং হং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ[১]॥ ২০ ॥
অথ মুণ্ডোঽভ্যধাবৎ তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
তমপ্যপাতয়দ্ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা॥ ২১ ॥
হতশেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্॥ ২২ ॥
শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব চ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্॥ ২৩ ॥
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি॥ ২৪ ॥

তখন তাঁর করাল বদনের মধ্যে ভীষণ দাঁতগুলি এমন ঝক্ ঝক্ দেখাতে লাগল যে সেই দীপ্তির দিকে চাওয়া যায় না। সেই প্রভায় তিনি তেজোময়ী রূপে উদ্ভাসিত হলেন ॥ ১৯ ॥ এক বিশাল খড়্গ হাতে নিয়ে দেবী কালী 'হং' এই বিকট ক্রোধসূচক শব্দ উচ্চারণ করে চণ্ডের দিকে ছুটে গেলেন এবং তার চুলের মুঠি ধরে সেই খড়্গ দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন॥ ২০ ॥

চণ্ডকে নিহত হতে দেখে মুণ্ডও দেবীর দিকে ধেয়ে গেল। তখন দেবী ক্রোধভরে তাকেও খড়্গের আঘাতে ভূতলশায়ী করলেন ॥ ২১ ॥ মহাবিক্রম চণ্ড ও মুণ্ডের নিধন দেখে অবশিষ্ট সৈন্যরা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হয়ে চারদিকে পালাতে লাগল॥ ২২ ॥ তদনন্তর চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তকদুটী হাতে নিয়ে কালিকাদেবী চণ্ডিকার কাছে অট্টহাস্য করে বললেন—॥ ২৩ ॥ 'দেবি! চণ্ড আর মুণ্ড নামক এই দুই মহাপশুকে তোমায় উপহার দিলাম। এইবার যুদ্ধযজ্ঞে

---

[১]পাঠভেদ—শান্তনবী টীকাকার এস্থলে একটি অধিক শ্লোক গ্রহণ করেছেন—

ছিন্নে শিরসি দৈত্যেন্দ্রশ্চক্রে নাদং সুভৈরবম্।
তেন নাদেন মহতা ত্রাসিতং ভুবনত্রয়ম্॥

ঋষিরুবাচ॥ ২৫ ॥

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ॥ ২৬॥

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥ ওঁ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
চণ্ডমুণ্ডবধো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭ ॥

এই অধ্যায়ে উবাচ—২, শ্লোক—২৫, মোট—২৭
আদি হতে সর্বমোট—৪৩৯

~~O~~

শুম্ভ ও নিশুম্ভকে তুমি নিজেই বধ করবে'॥ ২৪ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ২৫ ॥ মঙ্গলময়ী চণ্ডিকা দেবী মহাসুর চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক দুটী দেবী কালী দ্বারা আনা হয়েছে দেখে মধুর বাক্যে বললেন—॥ ২৬ ॥ 'দেবি! যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে নিয়ে আমার কাছে এসেছ, এইজন্য সংসারে তুমি চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হবে।' ॥ ২৭ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকমন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে
'চণ্ড-মুণ্ড-বধ' নামক সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল॥ ৭ ॥

~~O~~

অথ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম অধ্যায়

রক্তবীজ বধ

ধ্যানম্

ওঁ অরুণাং করুণাতরঙ্গিতাক্ষীং
ধৃতপাশাঙ্কুশবাণচাপহস্তাম্ ।
অণিমাদিভিরাবৃতাং ময়ূখৈ-
রহমিত্যেব বিভাবয়ে ভবানীম্॥

'ওঁ' ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ॥ ২ ॥

ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্।
উদ্‌যোগং সর্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ॥ ৩ ॥

অদ্য সর্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বূনাং চতুরশীতির্নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ॥ ৪ ॥

অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিময়ী বিভূতিপরিবৃতা ভবানীকে আমি ধ্যান করি। তিনি অরুণবর্ণা, নয়নযুগল করুণালহরী আকুলিত এবং তাঁর চারটি হাত পাশ, অঙ্কুশ, বাণ আর ধনুকে শোভিত।

ঋষি বললেন—॥ ১ ॥ চণ্ডাসুর ও মুণ্ডাসুরের নিধন এবং অগণিত সৈন্য নিহত হয়ে যাওয়াতে প্রতাপশালী দৈত্যরাজ শুম্ভ ক্রোধাভিভূত হয়ে সমস্ত অসুরসেনাকে যুদ্ধসজ্জা করতে আদেশ দিল॥ ২-৩ ॥ সে বলল—আজই উদায়ুধ নামে ছিয়াশিজন দৈত্যসেনাপতি নিজের সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধের জন্য

কোটিবীর্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া॥ ৫ ॥

কালকা দৌর্হৃদা মৌর্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম॥ ৬ ॥

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জগাম মহাসৈন্যসহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ॥ ৭ ॥

আয়ান্তং চণ্ডিকা দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যমতিভীষণম্।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনান্তরম্॥ ৮ ॥

ততঃ[১] সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তন্নাদমম্বিকা[২] চোপবৃংহয়ৎ॥ ৯ ॥

গমন করুক। কম্বুবংশের চুরাশিজন দৈত্যসেনাপতি তাদের নিজেদের সৈন্যে বেষ্টিত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করুক॥ ৪ ॥

কোটিবীর্য বংশীয় অসুরদের পঞ্চাশটী দল এবং ধৌম্রকুলের অসুরদের একশো দল আমার আদেশে যুদ্ধে যাক্॥ ৫ ॥ কালক, দৌর্হৃদ, মৌর্য ও কালকেয় অসুরগণও যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে আমার আজ্ঞায় যুদ্ধযাত্রা করুক ॥ ৬ ॥ উগ্রশাসন অসুরাধিপতি শুম্ভ এই আদেশ দিয়ে হাজার হাজার উত্তম সেনাদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল ॥ ৭ ॥ তার সেই সকল ভীষণ অসুরসৈন্যদের আসতে দেখে দেবী চণ্ডিকা ধনুকের টংকারে পৃথিবী এবং আকাশের মধ্যবর্তী স্থল (ভুবর্লোক) পূর্ণ করলেন॥ ৮ ॥ হে রাজন্! তারপর দেবীবাহন সিংহও ভীষণ গর্জন করতে আরম্ভ করল, তার সাথে অম্বিকা দেবী নিজের ঘন্টাধ্বনি যোগ করে সেই শব্দ আরও বাড়িয়ে তুললেন॥ ৯ ॥

---

[১]পাঠভেদ—স চ। [২]পা.—তান্নাদানম্বিকা।

ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।
নিনাদৈর্ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা॥ ১০ ॥

তং নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দিশম্।
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতাঃ॥ ১১ ॥

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্যবলান্বিতাঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ॥ ১৩ ॥

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণবাহনম্।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ॥ ১৪ ॥

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র-কমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥ ১৫ ॥

ধনুকের টংকার, সিংহের গর্জন, আর ঘন্টার ধ্বনি সব মিলে দশদিক কেঁপে উঠল। কালিকা দেবী নিজের করালবদনকে আরও বিস্তৃত করে হুঙ্কার নাদে সেই সমস্ত শব্দকে ঢেকে ফেললেন॥ ১০ ॥

সেই মহাশব্দ শ্রবণ করে দৈত্যসেনারা সক্রোধে চণ্ডিকা দেবী, সিংহ ও কালিকা দেবীকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল॥ ১১ ॥ হে রাজন্ ! এইসময়ে অসুরদের বিনাশ ও দেবতাদের বিজয়ের জন্য ব্রহ্মা, শিব, কার্তিকেয়, বিষ্ণু তথা ইন্দ্রাদি দেবগণের মহাবীর্য ও মহাবল শক্তিসমূহ তাঁদের শরীর থেকে নির্গত হয়ে তাদেরই অনুরূপ মূর্তি ধারণ করে চণ্ডিকার কাছে এলেন। ১২-১৩ ॥ যে দেবতার যে রকম রূপ, যেমন বেশভূষা আর যেমন বাহন ঠিক সেই রকমই রূপ, বেশভূষা ও বাহন নিয়ে অসুরদের সাথে যুদ্ধ করতে এলেন॥ ১৪ ॥ সর্বাগ্রে অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারিণী হংসযুক্ত বিমানে আরূঢ়া হয়ে এলেন, তিনি ব্রহ্মাণী নামে অভিহিতা॥ ১৫ ॥

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা॥ ১৬ ॥

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী॥ ১৭ ॥

তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥ ১৮ ॥

যজ্ঞ[১]বারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো[২] হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্॥ ১৯ ॥

নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ॥ ২০ ॥

বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা॥ ২১ ॥

বৃষে আরোহণ করে হাতে প্রকাণ্ড ত্রিশূল নিয়ে মহানাগের কঙ্কনে ভূষিতা, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রশোভিতা মহেশ্বরের শক্তি মাহেশ্বরী এলেন॥ ১৬ ॥ কার্তিকেয়-শক্তি জগদম্বিকা কৌমারীরূপে শ্রেষ্ঠ ময়ূরবাহনে চড়ে শক্তি অস্ত্র হাতে নিয়ে দৈত্যদের সাথে যুদ্ধ করতে এলেন॥ ১৭ ॥ এইভাবে ভগবান বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী গরুড়বাহনা হয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনুক ও খড়্গ হাতে নিয়ে সেখানে এলেন॥ ১৮ ॥ অনুপম যজ্ঞবরাহমূর্তিধারণকারী শ্রীহরির শক্তি বরাহ-শরীর ধারণ করে বারাহী যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন॥ ১৯ ॥ নারসিংহী শক্তিও নৃসিংহ-শরীর ধারণ করে সেখানে এলেন। তাঁর কেশর সঞ্চালনে আকাশের তারাগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছিল॥ ২০ ॥ এই রকম ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রী তাঁর হাতে বজ্র নিয়ে গজরাজ ঐরাবতে চড়ে সমাগতা হলেন। তিনিও সহস্রনয়না। তাঁর আকৃতিও ঠিক ইন্দ্রেরই মত॥ ২১ ॥

---

[১]পাঠভেদ—জজ্ঞে বারাহ.। [২]পা.—তী।

ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্॥ ২২ ॥

ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী॥ ২৩ ॥

সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূত ত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ২৪ ॥

ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥ ২৫ ॥

ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ॥ ২৬ ॥

বলাবলেপাদথ চেদ্ ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ॥ ২৭ ॥

তারপর সেই সব দেবশক্তিদের নিয়ে মহাদেব চণ্ডিকাকে বললেন—'আমার প্রীতির জন্য তুমি শীঘ্র অসুরগণকে বধ করো'॥ ২২ ॥ তখন দেবীর শরীর থেকে অত্যন্ত ভয়ানক এবং অতিক্রুদ্ধ চণ্ডিকাশক্তি আবির্ভূতা হলেন। সেই শক্তি অসংখ্য শৃগালের মতো শব্দ করছিল॥ ২৩ ॥ সেই অপরাজিতা দেবী ধূম্রজটাধারী মহাদেবকে বললেন—'ভগবন্! আপনি দূত হয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভের কাছে যান'॥ ২৪ ॥ এবং অতিগর্বিত দানব শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুজনকে এবং অন্যান্য যে সব দানব সেখানে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়েছে, তাদেরও এই বার্তা বলুন—॥ ২৫ ॥ দৈত্যগণ! তোমরা যদি জীবিত থাকতে চাও, তবে পাতালে প্রবেশ করো। দেবরাজ ইন্দ্র ত্রিভুবনের অধিকার লাভ করুন এবং দেবতারা যজ্ঞাহুতি ভোগ করুন॥ ২৬ ॥ আর যদি বলদর্পে তোমরা যুদ্ধ করতে চাও, তবে এসো। আমার শৃগালীগণ (যোগিনীরা) তোমাদের মাংস খেয়ে

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা॥ ২৮ ॥

তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যত্র[1] কাত্যায়নী স্থিতা॥ ২৯ ॥

ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টিবৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষুরুদ্ধতামর্ষাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ॥ ৩০ ॥

সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণাঞ্ছুলশক্তিপরশ্বধান্।
চিচ্ছেদ লীলয়াঽঽধ্মাতধনুর্মুক্তৈর্মহেষুভিঃ॥ ৩১ ॥

তস্যাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্।
খট্বাঙ্গপোথিতাংশ্চারীন্ কুর্বতী ব্যচরৎ তদা॥ ৩২ ॥

কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি॥ ৩৩ ॥

তৃপ্তিলাভ করুক॥ ২৭ ॥ যেহেতু দেবী সাক্ষাৎ ভগবান শিবকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন, সেইজন্য জগতে তিনি শিবদূতী নামে বিখ্যাত হলেন ॥ ২৮ ॥ সেই মহাসুরও ভগবান শিবের মুখ থেকে দেবীর কথা শুনে ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে কাত্যায়নী যেখানে ছিলেন, সেখানে গেল ॥ ২৯ ॥ তারপর সেই দেবশত্রু অসুরগণ প্রথমেই দেবীর ওপর শর, শক্তি ও ঋষ্টি (খড়্গ) ইত্যাদি অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল॥ ৩০ ॥ তখন দেবীও অনায়াসে ধনুকের টঙ্কার দ্বারা এবং সেই ধনুক দিয়ে নিক্ষিপ্ত অতি তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে দৈত্যদের নিক্ষিপ্ত বাণ, শূল, শক্তি ও কুঠারাদি অস্ত্র কেটে ফেললেন॥ ৩১ ॥ তারপর কালী শুম্ভের সামনে অসুরদের শূলাঘাতে বিদীর্ণ এবং খট্বাঙ্গের প্রহারে তাদের মর্দিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মাণী যেই যেই দিকে ছুটে গেলেন সেই সেই দিকে কমণ্ডলুর জল ছিটিয়ে শত্রুদের

---

[1] *পা.—জগ্মুর্যতঃ।*

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা॥ ৩৪ ॥

ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ॥ ৩৫ ॥

তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ॥ ৩৬ ॥

নখৈর্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা॥ ৩৭ ॥

চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাংস্তাংশ্চখাদাথ সা তদা॥ ৩৮ ॥

রজঃ ও বীর্য নিস্তেজ করে দিতে লাগলেন॥ ৩৩ ॥ মাহেশ্বরী ত্রিশূল দিয়ে ও বৈষ্ণবী চক্র দিয়ে এবং অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হয়ে কুমার কার্তিকেয়-শক্তি কৌমারী দৈত্যদের বিনাশ করতে লাগলেন॥ ৩৪ ॥ ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রীর বজ্রপ্রহারে বিদীর্ণ হয়ে শত শত দৈত্যদানব রাশি রাশি রক্তের ধারা প্রবাহিত করে ভূমিশয্যা গ্রহণ করল॥ ৩৫ ॥

অনেক অসুর বারাহীর দ্বারা মুখের আঘাতে বিনষ্ট, দাঁতের অগ্রভাগ দিয়ে বহু অসুরের বুক চিরে গেল এবং অন্যান্য বহু অসুর চক্র দ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল॥ ৩৬ ॥ নারসিংহী দেবীও অন্যান্য মহাসুরদের নখের দ্বারা বিদীর্ণ করে ভক্ষণ করতে করতে সিংহনাদে দশদিক এবং নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করতে লাগলেন॥ ৩৭ ॥ শিবদূতীর প্রচণ্ড অট্টহাস্যে নিস্তেজ হয়ে অনেক অুসর মাটীতে লুটিয়ে পড়ল ; দেবী সেই অসুরগুলিকে ভক্ষণ করতে লাগলেন॥ ৩৮ ॥

ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দয়ন্তং মহাসুরান্।
দৃষ্টাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ ॥ ৩৯ ॥

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ॥ ৪০ ॥

রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপততি মেদিন্যাং[১] তৎপ্রমাণস্তদাসুরঃ॥ ৪১ ॥

যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ॥ ৪২ ॥

কুলিশেনাহতস্যাশু বহু[২] সুস্রাব শোণিতম্।
সমুত্তস্থুস্ততো যোধাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ॥ ৪৩ ॥

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্ রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্যবলবিক্রমাঃ॥ ৪৪ ॥

এইরূপে ক্রুদ্ধা (ব্রাহ্মীআদি অষ্টসংখ্যক) মাতৃকাগণ নানা উপায়ে মহাসুরদের মথিত করতে থাকলে অসুরসৈন্যরা চারদিকে পালাতে লাগল ॥ ৩৯ ॥ মাতৃকাদের দ্বারা মর্দিত হয়ে দৈত্যদের পালাতে দেখে মহাসুর রক্তবীজ ক্রোধাভিভূত হয়ে যুদ্ধ করতে এল॥ ৪০ ॥ তার শরীর থেকে যখনই এক ফোঁটা রক্ত মাটীতে পড়ে, তখনই সেই রক্তবিন্দু থেকে তারই মতো শক্তিশালী আর একটী মহাসুরের জন্ম হতে থাকল॥ ৪১ ॥

মহাসুর রক্তবীজ গদাহাতে ঐন্দ্রীর সাথে যুদ্ধ করতে লাগল। তখন ঐন্দ্রীও নিজের হাতের বজ্র দিয়ে রক্তবীজকে আঘাত করলেন॥ ৪২ ॥ বজ্রের আঘাতে আহত তার শরীর থেকে প্রবলভাবে রক্তক্ষরণ হতে লাগল আর সেই প্রবল রক্তপাতের থেকে তার মতো দেহ ও পরাক্রমশালী অসংখ্য যোদ্ধা উৎপন্ন হতে থাকল॥ ৪৩ ॥ রক্তবীজের শরীর থেকে যতগুলি রক্তের ফোঁটা

[১] *পাঠভেদ—ন্যাস্ত.* । [২] *পা.—তস্য* ।

তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণম্॥ ৪৫ ॥
পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ॥ ৪৬ ॥
বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রী তমসুরেশ্বরম্॥ ৪৭ ॥
বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।
সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ॥ ৪৮ ॥
শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্॥ ৪৯ ॥
স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ॥ ৫০ ॥

মাটীতে পড়ল, ঠিক তারই মতো ততগুলি বলবীর্যসম্পন্ন মহাসুর উৎপন্ন হল॥ ৪৪ ॥ সেই সব রক্তজাত পুরুষগুলিও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্রাদি নিক্ষেপ করে মাতৃকাগণের সাথে ঘোরতর যুদ্ধ করতে লাগল॥ ৪৫ ॥ আবার যখন বজ্রপ্রহারে রক্তবীজের মাথা ফেটে রক্ত বইতে লাগল, তখন সেই রক্ত থেকে হাজার হাজার মহাসুর জন্ম নিল॥ ৪৬ ॥ যুদ্ধের মধ্যে বৈষ্ণবী চক্র দিয়ে রক্তবীজকে আঘাত করলেন এবং ঐন্দ্রী সেই অসুরসেনাপতিকে গদা দিয়ে আঘাত করলেন॥ ৪৭ ॥ বৈষ্ণবীর চক্রে আহত হওয়াতে রক্তবীজের শরীর থেকে যে রক্তস্রাব হল তা থেকে তার মতো সহস্র মহাসুর উৎপন্ন হয়ে সমস্ত জগৎ ছেয়ে গেল ॥ ৪৮ ॥ কৌমারী শক্তি-অস্ত্র দিয়ে, বারাহী তরোয়াল দিয়ে এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূল দিয়ে মহাসুর রক্তবীজকে আঘাত করলেন॥ ৪৯ ॥ ক্রোধোন্মত্ত হয়ে সেই মহাসুর রক্তবীজও আলাদা আলাদাভাবে মহাশক্তি

তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ॥ ৫১ ॥

তৈশ্চাসুরাসৃক্সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীৎ ততো দেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্॥ ৫২ ॥

তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহ সত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তীর্ণং[১] বদনং কুরু॥ ৫৩ ॥

মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃ প্রতীচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিনা[২]॥ ৫৪ ॥

ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি॥ ৫৫ ॥

মাতৃগণকে গদার দ্বারা আঘাত করল॥ ৫০ ॥ শক্তি ও শূলাদি অস্ত্রের আঘাতে বার বার আহত হওয়াতে সেই রক্তবীজের শরীর থেকে যে রক্তধারা মাটীতে পড়ল তার থেকেও শত শত অসুর উৎপন্ন হল॥ ৫১ ॥ এইভাবে ঐ মহাসুরের রক্তজাত অসুরদের দ্বারা সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল। এই দেখে দেবগণ ভীষণ ভয় পেলেন॥ ৫২ ॥ দেবতাদের বিষণ্ণ দেখে চণ্ডিকা সহাস্যে কালীকে বললেন—চামুণ্ডে ! তুমি তোমার মুখ আরও মেলে ধরো॥ ৫৩ ॥

এবং আমার অস্ত্রের আঘাতে পড়া রক্তবিন্দুসমূহ এবং সেই রক্তবিন্দুজাত মহাসুরদের তুমি তোমার বিস্তৃত মুখের মধ্যে নিয়ে খেয়ে ফেলো॥ ৫৪ ॥ এইভাবে রক্ত থেকে উৎপন্ন মহাসুরদের ভক্ষণ করতে করতে তুমি রণক্ষেত্রে বিচরণ করো। এইভাবে ওই মহাসুর রক্তশূন্য হয়ে নিজে নিজেই ক্ষয় হয়ে

---

[১] পাঠভেদ—বিস্তরং। [২] পা.—বেগিতা।

ভক্ষ্যমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে[১]।
ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্॥ ৫৬ ॥

মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্।
ততোঽসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্॥ ৫৭ ॥

ন চাস্যা বেদনাং চক্রে গদাপাতোঽল্পিকামপি।
তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্॥ ৫৮ ॥

যতস্ততস্তদ্‌বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সম্প্রতীচ্ছতি।
মুখে সমুদ্‌গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ॥ ৫৯ ॥

তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্।
দেবী শূলেন বজ্রেণ[২] বাণৈরসিভির্ঋষ্টিভিঃ॥ ৬০ ॥

যাবে ॥ ৫৫ ॥ সেই ভয়ঙ্কর অসুরদের এইভাবে খেয়ে শেষ করে ফেললে নূতন আর কোনও অসুর উৎপন্ন হতে পারবে না। কালীকে এই কথা বলে চণ্ডিকা দেবী শূল দিয়ে রক্তবীজকে আঘাত করলেন॥ ৫৬ ॥ কালী সেই রক্ত নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে নিলেন (মাটীতে পড়তে দিলেন না)। তখন রক্তবীজ চণ্ডিকার ওপর গদাপ্রহার করল॥ ৫৭ ॥ কিন্তু সেই গদার আঘাতে দেবীর শরীরে বিন্দুমাত্রও বেদনার অনুভূতি হল না। রক্তবীজের আহত শরীর থেকে প্রচুর রক্তস্রাব হল॥ ৫৮ ॥ কিন্তু চামুণ্ডা সেই রক্ত নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে পান করতে লাগলেন। কালীর মুখের মধ্যে রক্তবিন্দু পড়ে যে সব মহাসুর উৎপন্ন হল, চামুণ্ডা তাদেরও ভক্ষণ করে ফেললেন এবং রক্তবীজের রক্তও পান করে ফেললেন। তারপর চণ্ডিকা দেবী রক্তবীজকে—যার রক্ত চামুণ্ডা পান করে ফেলেছেন—বজ্র, বাণ, তরোয়াল ও ঋষ্টি প্রভৃতি দিয়ে বধ করলেন।

---

[১]*এর পরে কোথাও কোথাও 'ঋষিরুবাচ' এই অধিক পাঠ আছে।*

[২]*পা.—চক্রেণ।*

জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্।
স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসঙ্ঘসমা[১]হতঃ॥ ৬১ ॥
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ।
ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ॥ ৬২ ॥
তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ॥ ওঁ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
রক্তবীজবধো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮ ॥

এই অধ্যায়ে উবাচ—১, অর্দ্ধশ্লোক—১, শ্লোক—৬১,
মোট—৬৩ আদি হতে সর্বমোট—৫০২

~~O~~

হে রাজন্ ! এইভাবে সেই সব শস্ত্রাঘাতে আহত হয়ে এবং রক্তহীন হয়ে মহাসুর রক্তবীজ মাটীতে পড়ে গেল। হে মহীপাল ! তখন সেই দেবগণ পরমানন্দ লাভ করলেন॥ ৫৯-৬২ ॥ এবং মাতৃগণ সেই অসুরদের রক্তপানে উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন॥ ৬৩ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে
'রক্তবীজ' -বধ নামক অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল॥ ৮ ॥

~~O~~

---

[১]*পাঠভেদ—শস্ত্রসংহতিতো হতঃ।*

অথ নবমোঽধ্যায়ঃ

নবম অধ্যায়

নিশুম্ভ-বধ

ধ্যানম্

ওঁ বন্ধূককাঞ্চননিভং রুচিরাক্ষমালাং
পাশাঙ্কুশৌ চ বরদাং নিজবাহুদণ্ডৈঃ।
বিভ্রাণমিন্দু-শকলাভরণং ত্রিনেত্রম্
অর্ধাম্বিকেশমনিশং বপুরাশ্রয়ামি॥

'ওঁ' রাজোবাচ ॥ ১ ॥

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্॥ ২ ॥

ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে।
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ॥ ৩ ॥

অর্দ্ধ অম্বিকা ও অর্দ্ধ মহেশ্বর—এই মিলিত অর্দ্ধাম্বিকেশ্বরমূর্তিতে বিরাজিতা জগদম্বার শ্রীবিগ্রহকে আমি নিরন্তর আশ্রয় করি। তাঁর বর্ণ বন্ধূকপুষ্প ও সুবর্ণের মতো রক্তপীতমিশ্রিত। তাঁর চার হাতে সুন্দর রুদ্রাক্ষমালা, পাশ, অঙ্কুশ ও বরদমুদ্রা ধারণ করা রয়েছে ; অর্দ্ধচন্দ্র তাঁর আভূষণ এবং তিনি ত্রিনয়না।

সুরথ রাজা বললেন—॥ ১ ॥ হে ভগবন্ ! আপনি রক্তবীজের বধ সম্পর্কিত দেবীচরিত্রের অদ্ভুত মাহাত্ম্য আমাকে বললেন॥ ২ ॥ এবার রক্তবীজ বধ হয়ে যাবার পর অতিশয় ক্রুদ্ধ শুম্ভ ও নিশুম্ভ যা করেছিল, আমি সে সব আরও শুনতে ইচ্ছা করি॥ ৩ ॥

ঋষিরুবাচ॥ ৪ ॥

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে॥ ৫ ॥
হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্‌বহন্।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া॥ ৬ ॥
তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ॥ ৭ ॥
আজগাম মহাবীর্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈর্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ॥ ৮ ॥
ততো যুদ্ধমতীবাসীদ্ দেব্যা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ॥ ৯ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ৪ ॥

যুদ্ধে রক্তবীজ ও অন্যান্য দৈত্যগণ বধ হয়ে গেলে শুম্ভ ও নিশুম্ভের ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে গেল॥ ৫ ॥ নিজেদের বিশাল সৈন্যবাহিনী এইভাবে বধ হতে দেখে নিশুম্ভ ক্রোধে অধীর হয়ে দেবীর দিকে ধেয়ে গেল। প্রধান প্রধান অসুর সেনাপতিরাও তার সাথে গেল॥ ৬ ॥ তার সামনে-পেছনে এবং দুপাশে অবস্থিত মহাসুরগণ ক্রোধে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে দেবীকে বধ করবার জন্য উপস্থিত হল ॥ ৭ ॥ মহাপরাক্রমী শুম্ভও নিজের সৈন্যদলে বেষ্টিত হয়ে মাতৃগণের সাথে যুদ্ধ করে ক্রোধে চণ্ডিকাকে বধ করতে এল॥ ৮ ॥ তখন দেবীর সাথে শুম্ভ ও নিশুম্ভর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হল। এই দুই মহাসুর মেঘের জল বর্ষণের মতো ভয়ঙ্কর বাণবৃষ্টি করতে লাগল॥ ৯ ॥

চিচ্ছেদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকা স্ব[১] শরোৎকরৈঃ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ॥ ১০ ॥

নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গং চর্ম চাদায় সুপ্রভম্।
অতাড়য়ন্মূর্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্॥ ১১ ॥

তাড়িতে বাহনে দেবী খুরপ্রেণাসিমুত্তমম্।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্॥ ১২ ॥

ছিন্নে চর্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্॥ ১৩ ॥

কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ।
আয়াতং[২] মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ॥ ১৪ ॥

তাদের নিক্ষিপ্ত বাণগুলি নিজের বাণ দিয়ে সাথে সাথেই দেবী কেটে দিলেন এবং শস্ত্রসমূহ বর্ষণ করে ওই দুই অসুররাজের সর্বাঙ্গে আঘাত করলেন॥ ১০ ॥ নিশুম্ভ শাণিত খড়্গ এবং উজ্জ্বল ঢাল নিয়ে দেবীর শ্রেষ্ঠ বাহন সিংহের মাথায় আঘাত করল॥ ১১ ॥ নিজের বাহনকে আহত হতে দেখে দেবী ক্ষুরপ্র নামক বাণ দিয়ে নিশুম্ভের উৎকৃষ্ট তলোয়ারটী তৎক্ষণাৎ কেটে দিলেন এবং তার অষ্টচন্দ্রযুক্ত ঢালটীও খণ্ড খণ্ড করে দিলেন॥ ১২ ॥ ঢাল এবং তলোয়ার কাটা যাওয়াতে সেই অসুর শক্তিঅস্ত্র নিক্ষেপ করল। কিন্তু নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিঅস্ত্র দেবী চক্র দ্বারা দুই টুকরো করে দিলেন॥ ১৩ ॥ তখন নিশুম্ভ ক্রোধে জ্বলে উঠল এবং দেবীকে মারবার জন্য শূল হাতে নিল ; কিন্তু সেই শূল উড়ে আসবার পথেই মুষ্টির আঘাতে দেবী সেটিকে চূর্ণ করে

---

[১] পাঠভেদ—আশু শরোৎকরৈঃ। *[২] পাঠভেদ—আয়ান্তং।*

আবিধ্যাথ[১] গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি।
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা॥ ১৫ ॥

ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে॥ ১৬ ॥

তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে।
ভ্রাতর্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্॥ ১৭ ॥

স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈর্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ॥ ১৮ ॥

তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীব দুঃসহম্॥ ১৯ ॥

পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা॥ ২০ ॥

দিলেন॥ ১৪ ॥ নিশুম্ভ তখন গদা ঘুরিয়ে চণ্ডিকা দেবীর দিকে ছুঁড়ে মারল। কিন্তু সেই গদাও দেবীর ত্রিশূলের আঘাতে ভেঙে ভস্ম হয়ে গেল॥ ১৫ ॥ তদনন্তর কুঠার হাতে দৈত্যরাজ নিশুম্ভকে আসতে দেখে দেবী তাকে বাণসমূহদ্বারা আঘাত করে মাটীতে ফেলে দিলেন॥ ১৬ ॥

ভীমবিক্রম ভাই নিশুম্ভকে ধরাশায়ী হতে দেখে শুম্ভাসুর ভীষণ ক্রুদ্ধ হল এবং অম্বিকাকে বধ করবার উদ্দেশ্যে ছুটে গেল॥ ১৭ ॥ রথারূঢ় হয়ে পরম উত্তম আয়ুধে সুশোভিত হয়ে নিজের বিশাল অনুপম আটটী হাত দিয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে শুম্ভ অদ্ভুত শোভা পেতে লাগল॥ ১৮ ॥ শুম্ভকে আসতে দেখে দেবী চণ্ডিকা শঙ্খনিনাদ এবং অতীব অসহনীয় ধনুষ্টঙ্কার করলেন॥ ১৯ ॥ সঙ্গে সঙ্গে অসুরসৈন্যের তেজনাশক নিজের ঘন্টার শব্দে

---

[১] *পাঠভেদ—অথাদায়।*

ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ।
পূরয়ামাস গগনং গাং তথৈব[১] দিশো দশ॥ ২১ ॥
ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ।
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ॥ ২২ ॥
অট্টাট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ॥ ২৩ ॥
দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ॥ ২৪ ॥
শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া॥ ২৫ ॥

দশদিক পরিপূর্ণ করলেন॥ ২০ ॥ অনন্তর দেবীবাহন সিংহও মহামদমত্ত গজরাজদের মদস্রাবনিবারক বিষম গর্জন দ্বারা আকাশ, পৃথিবী ও যুদ্ধক্ষেত্রের দশদিক পূর্ণ করল॥ ২১ ॥ তখন কালী উল্লম্ফনে আকাশে উঠে নিজের দুটী হাত দিয়ে ভূমিতে আঘাত করলেন। সেই ভয়ঙ্কর শব্দে আগের সব শব্দ চাপা পড়ে গেল॥ ২২ ॥ তারপর শিবদূতী দৈত্যদের পক্ষে মহাঅমঙ্গলজনক ভয়ানক অট্টহাস্য করলেন ; সেই শব্দে অসুরদল আতঙ্কগ্রস্ত এবং শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল॥ ২৩ ॥ সেই সময় যখন দেবী শুম্ভকে লক্ষ্য করে বললেন— 'রে দুরাত্মা, থাম, থাম', তখন দেবতারা আকাশ থেকে জয়ধ্বনি করলেন॥ ২৪ ॥ শুম্ভ সেই রণস্থলে এসে ভীষণ তেজবিশিষ্ট ভয়ানক শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করল। আগুনের পাহাড়ের মতো সেই শক্তি অস্ত্র আসতে আসতে দেবীর মহোল্কা (মহা উল্কা) নামক অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট হল॥ ২৫ ॥

---

[১] *পাঠভেদ—তথোপদিশো।*

সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্।
নির্ঘাতনিঃস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে॥ ২৬ ॥

শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্ দেবী শুম্ভস্তৎপ্রহিতাঞ্ছরান্।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ২৭ ॥

ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্।
স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্ছিতো নিপপাত হ॥ ২৮ ॥

ততো নিশুম্ভঃ সংপ্রাপ্য চেতনামাত্তকার্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা॥ ২৯ ॥

পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনামযুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্॥ ৩০ ॥

ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্॥ ৩১ ॥

সেই সময় শুম্ভের সিংহনাদে ত্রিভুবন ছেয়ে গেল। হে রাজন্ ! সেই সিংহনাদের প্রতিধ্বনিতে বজ্রপাতের মত ভয়ানক শব্দ হল আর সেই শব্দে অন্য সব শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল॥ ২৬ ॥ শুম্ভের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণগুলি দেবী আর দেবীর ছোঁড়া বাণগুলি শুম্ভ নিজেদের ভয়ানক ভয়ানক বাণ দ্বারা শত সহস্র টুকরো করে দিল॥ ২৭ ॥ তখন ক্রুদ্ধা হয়ে চণ্ডিকা শুম্ভকে শূল দ্বারা আঘাত করলেন। সেই আঘাতে শুম্ভ মূর্চ্ছিত হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল॥ ২৮ ॥

ইতিমধ্যে নিশুম্ভের জ্ঞান ফিরে এল এবং সে ধনুক হাতে নিয়ে বাণ দিয়ে দেবী, কালী ও সিংহকে আঘাত করতে লাগল ॥ ২৯ ॥ এরপর সেই দৈত্যরাজ দশ হাজার বাহু বিস্তার করে চক্র দ্বারা চণ্ডিকাকে ঢেকে ফেলল॥ ৩০ ॥ তদনন্তর দুঃসহপীড়াহারিণী ভগবতী দুর্গা কুপিতা হয়ে নিশুম্ভের দ্বারা নিক্ষিপ্ত চক্র এবং বাণ নিজের বাণ দিয়ে কেটে

তেতো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ॥ ৩২ ॥

তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে॥ ৩৩ ॥

শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা॥ ৩৪ ॥

ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্॥ ৩৫ ॥

তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবৎ ততঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ ভুবি॥ ৩৬ ॥

ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রং(১) দংষ্ট্রাক্ষুণ্ণশিরোধরান্।
অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্॥ ৩৭ ॥

ফেললেন॥ ৩১ ॥ এই অবস্থা দেখে নিশুম্ভ দৈত্যসেনাদের নিয়ে চণ্ডিকাকে বধ করার উদ্দেশ্যে গদা হাতে নিয়ে তীব্র বেগে ধেয়ে গেল॥ ৩২ ॥ সে যখন সামনে এসে পড়ল, তখন তীক্ষ্ণ শাণিত খড়্গ দিয়ে শীঘ্রই দেবী সেই গদাকে ছেদন করলেন। নিশুম্ভ তখন শূল হাতে নিল॥ ৩৩ ॥ দেবশত্রু নিশুম্ভকে শূল হাতে আসতে দেখে চণ্ডিকা একটী শূল অতিবেগে ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করে নিশুম্ভের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে দিলেন ॥ ৩৪ ॥ নিশুম্ভের শূলবিদ্ধ বুক থেকে মহাবল মহাবীর্য অন্য একটী পুরুষ 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' বলতে বলতে বেরিয়ে এল॥ ৩৫ ॥ সেই পুরুষ বের হবার সময় তার আওয়াজ শুনে দেবী অট্টহাস্য করে খড়্গ দিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। সে তখন মাটীতে লুটিয়ে পড়ল॥ ৩৬ ॥ তারপর সিংহ তার ধারাল দাঁত দিয়ে অসুরদের ঘাড় ভেঙে মাংস খেতে লাগল। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। ওদিকে কালী তথা শিবদূতী ও অন্যান্য অসুরদের ভক্ষণ করতে শুরু করলেন॥ ৩৭ ॥

---

(১)*পা.—দোগ্রদংষ্ট্রা.।*

কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ॥ ৩৮ ॥
মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি॥ ৩৯ ॥
খণ্ডং[১] খণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন তথাপরে॥ ৪০ ॥
কেচিদ্‌বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ।
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালীশিবদূতীমৃগাধিপৈঃ॥ ওঁ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমার্কেণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
নিশুম্ভবধো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯ ॥

এই অধ্যায়ে উবাচ—২, শ্লোক—৩৯, মোট—৪১
আদি হতে সর্বমোট—৫৪৩

~~○~~

কৌমারীর শক্তিঅস্ত্রে বিদীর্ণ হয়ে অন্যান্য মহাসুররা বিনষ্ট হয়ে গেল এবং ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপূত জলের দ্বারা নির্বীর্য হয়ে মৃত্যুমুখে পড়ল॥ ৩৮ ॥ অপর অনেকে মাহেশ্বরীর ত্রিশূলের আঘাতে ধরাশায়ী হল এবং বারাহীশক্তির মুখের আঘাতে চূর্ণ হয়ে ভূতলে পতিত হল॥ ৩৯ ॥ বৈষ্ণবীও তাঁর চক্র দিয়ে দানবদের টুকরো টুকরো করতে লাগলেন। ঐন্দ্রীর নিক্ষিপ্ত বজ্রের আঘাতেও কত কত অসুর খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল॥ ৪০ ॥ কিছু অসুর শেষ হয়ে গেল, মহাযুদ্ধ থেকে অনেক অসুর পালিয়ে গেল এবং আরও কত অসুরকে কালী, শিবদূতী ও সিংহ খেয়ে ফেললেন॥ ৪১ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে
'নিশুম্ভবধ' নামক নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল॥ ৯ ॥

~~○~~

[১]*পা.—খণ্ডখণ্ডং।*

অথ দশমোঽধ্যায়ঃ

দশম অধ্যায়

শুম্ভ-বধ

ধ্যানম্

ওঁ উত্তপ্তহেমরুচিরাং রবিচন্দ্রবহ্নি-
নেত্রাং ধনুশ্শরযুতাঙ্কুশপাশশূলম্।
রম্যৈর্ভুজৈশ্চ দধতীং শিবশক্তিরূপাং
কামেশ্বরীং হৃদি ভজামি ধৃতেন্দুলেখাম্॥

'ওঁ' ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ বচঃ॥ ২ ॥

বলাবলেপাদ্[১] দুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী॥ ৩ ॥

মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রশোভিতা শিবশক্তিস্বরূপা ভগবতী কামেশ্বরীকে আমি হৃদয়ে ধ্যান করি। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণসম সুন্দরী। সূর্য, চন্দ্র আর অগ্নি—তাঁর তিনটী নয়ন, তাঁর কমনীয় চার হাতে তিনি ধনুক-বাণ, অঙ্কুশ, পাশ ও শূল ধারণ করে রয়েছেন।

মেধা ঋষি বললেন—॥ ১ ॥ হে রাজন্! প্রাণপ্রতিম ভাই নিশুম্ভকে নিহত এবং সৈন্যবলও ধ্বংসপ্রায় দেখে শুম্ভ ক্রুদ্ধস্বরে বলল ॥ ২ ॥ রে দুষ্টা দুর্গে! বলদর্পে উদ্ধতা হয়ে গর্ব করো না। তুমি অতিগর্বিতা হয়েছ, কিন্তু তুমি অন্যান্য

---

[১] *পাঠভেদ—পদু.।*

দেব্যুবাচ॥ ৪ ॥

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ[১]॥ ৫ ॥

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা॥ ৬ ॥

দেব্যুবাচ॥ ৭ ॥

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব॥ ৮ ॥

ঋষিরুবাচ॥ ৯ ॥

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ।
পশ্যতাং সর্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্॥ ১০ ॥

নারীদের শক্তি আশ্রয় করেই যুদ্ধ করছ॥ ৩ ॥

দেবী বললেন—॥ ৪ ॥ রে দুষ্ট ! আমি একলাই আছি। এই জগতে আমি ছাড়া দ্বিতীয়া আর কে আছে ? দেখ, এই সবই আমার বিভূতি, তাই এরা আমার মধ্যেই বিলীন হচ্ছে॥ ৫ ॥

এরপর সেই ব্রহ্মাণী আদি সমস্ত দেবীগণ অম্বিকা দেবীর শরীরে মিলিয়ে গেলেন। একমাত্র অম্বিকা দেবীই রইলেন॥ ৬ ॥

দেবী বললেন—॥ ৭ ॥ এই যুদ্ধে আমার ঐশ্বর্যশক্তির প্রভাবে অনেক রূপে আমি এখানে অবস্থান করছিলাম। সেই সমস্ত রূপ এখন আমি নিজের মধ্যে লয় করে নিয়েছি। এখন একলাই যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছি। তুমি যুদ্ধে প্রস্তুত হও ॥ ৮ ॥

ঋষি বললেন—॥ ৯ ॥ তারপর দেবী আর শুম্ভ দুজনে দেবতা ও

---

[১] *পাঠভেদ—এই শ্লোকের পর কোনো কোনো গ্রন্থে 'ঋষিরুবাচ' এই অধিক পাঠ দেখা যায়।*

শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ ভূয়ঃ সর্বলোকভয়ঙ্করম্॥ ১১ ॥

দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎপ্রতীঘাতকর্তৃভিঃ॥ ১২ ॥

মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্রহু[১]ঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ॥ ১৩ ॥

ততঃ শরশতৈর্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ।
সাপি[২] তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ॥ ১৪ ॥

ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রস্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করে স্থিতাম্॥ ১৫ ॥

ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যধাবৎ তদা[৩] দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ॥ ১৬ ॥

দানবদের সমক্ষে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন॥ ১০ ॥ বাণবৃষ্টি, তীক্ষ্ণ শস্ত্র এবং ভয়ঙ্কর অস্ত্রের সংঘাতে দুজনের যুদ্ধ ত্রিলোকের ভীতিপ্রদানকারী হল॥ ১১ ॥ সেই যুদ্ধে অম্বিকা দেবী যে শত শত দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন, দৈত্যরাজ শুম্ভ প্রতিষেধক অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সবই প্রতিরোধ করল॥ ১২ ॥ এইভাবেই শুম্ভও যে সব দিব্য অস্ত্র ব্যবহার করল, সেই সবই শুধুমাত্র ভয়ানক হুঙ্কার দ্বারাই দেবী ভেঙ্গে দিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন সেই অসুর শত শত শর দিয়ে দেবীকে আচ্ছাদিত করে ফেলল ; তা দেখে দেবী ক্রোধভরে বাণ দিয়ে অসুরের ধনুক কেটে দিলেন ॥ ১৪ ॥ ধনুক কাটা যাওয়াতে দৈত্যরাজ শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করল, কিন্তু সেই হাতের অস্ত্র দেবী চক্র দিয়ে ভেঙ্গে দিলেন ॥ ১৫ ॥ তারপর দৈত্যাধিপতি শুম্ভ শতচন্দ্রোজ্জ্বল ঢাল এবং খড়্গ

---

[১]পাঠভেদ—হূ. । [২]পা.—সা চ। [৩]পা.—বত তাং হন্তুং দৈত্যা.।

তস্যাপতত এবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চর্ম চার্ককরামলম্[১] ॥ ১৭ ॥

হতাশ্বঃ স তদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ॥ ১৮ ॥

চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্॥ ১৯ ॥

স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ॥ ২০ ॥

তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ॥ ২১ ॥

নিয়ে দেবীর দিকে ধেয়ে গেল॥ ১৬ ॥ সে আসতেই চণ্ডিকা তাঁর ধনুকের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণের দ্বারা সূর্যকিরণসম উজ্জ্বল ঢাল এবং তলোয়ারকে তৎক্ষণাৎ কেটে দিলেন॥ ১৭ ॥ এরপর অসুর-রাজের ঘোড়া এবং সারথিও নিহত হল, ধনুক তো আগেই কেটে গিয়েছিল, তাই এখন অম্বিকাকে বধ করার জন্য সে ভয়ংকর মুগুর গ্রহণ করল॥ ১৮ ॥ তাকে ওইভাবে আসতে দেখে দেবী তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে সেই মুগুর কেটে ফেললেন। তা সত্ত্বেও সে মুষ্টি উদ্যত করে তীব্রবেগে দেবীর দিকে ধাবিত হল॥ ১৯ ॥ এইবার সেই দৈত্যরাজ দেবীর বুকে মুষ্টির আঘাত করল (ঘুসি মারল), আর দেবীও শুম্ভের বুকে করতলের আঘাত (চপেটাঘাত) করলেন॥ ২০ ॥ থাপ্পড় খেয়ে অসুরপতি শুম্ভ মাটীতে পড়ে গেল, কিন্তু আবার তৎক্ষণাৎই আগের মতো উঠে দাঁড়াল ॥ ২১ ॥

---

[১]*এর পরে কোনও কোনও বইয়ে— 'অশ্বাংশ্চ পাতয়ামাস রথং সারথিনা সহ।' এই পাঠ বেশী আছে।*

উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা॥ ২২ ॥

নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্।
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্॥ ২৩ ॥

ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে॥ ২৪ ॥

স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ[১]।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া॥ ২৫ ॥

তমায়ান্তং ততো দেবী সর্বদৈত্যজনেশ্বরম্।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি॥ ২৬ ॥

স গতাসুঃ পপাতোর্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্বতাম্॥ ২৭ ॥

তখন দেবীকে ধরে এক বিশাল লাফ দিয়ে শুম্ভ দেবীকে নিয়ে আকাশে উঠল। সেখানে কোনও অবলম্বন ছাড়াই দেবী শুম্ভের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন॥ ২২ ॥ এই অবস্থায় তখন দেবী ও অসুরাধিপতি আকাশমার্গে থেকে পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগলেন। সেই অভূতপূর্ব যুদ্ধ সিদ্ধ ও মুনিগণের বিস্ময় উৎপাদন করল॥ ২৩ ॥

অতঃপর বহুক্ষণ শুম্ভের সাথে বাহুযুদ্ধ করে দেবী তাকে ওপরে তুলে ঘোরালেন এবং মাটীতে ফেলে দিলেন॥ ২৪ ॥ উপর থেকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়ে সেই দুষ্টাত্মা অসুর চণ্ডিকাকে বধ করবার জন্য আবার মুষ্টি উদ্যত করে তাঁর দিকে বেগে ধেয়ে গেল॥ ২৫ ॥ তখন দৈত্যেশ্বর শুম্ভকে নিজের দিকে আসতে দেখে দেবী শূল দিয়ে তার বুক চিরে ফেলে তাকে ভূতলে পাতিত করলেন॥ ২৬ ॥ দেবীর শূলাগ্রের আঘাতে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল এবং সাগর, দ্বীপ ও পর্বত-সমেত সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে সে মাটীতে লুটিয়ে

---

[১] *পা.— বেগবান্।*

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্মলঞ্চাভবন্নভঃ॥ ২৮ ॥

উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে॥ ২৯ ॥

ততো দেবগণাঃ সর্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্বা ললিতং জগুঃ॥ ৩০ ॥

অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ॥ ৩১ ॥

জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তাদিগ্‌জনিতস্বনাঃ॥ ওঁ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
শুম্ভবধো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০ ॥

এই অধ্যায়ে উবাচ— ৪, অর্দ্ধশ্লোক—১, শ্লোক—২৭,
মোট—৩২, আদি হতে সর্বমোট—৫৭৫

~~০~~

পড়ল॥ ২৭ ॥ তখন সেই দুরাত্মা শুম্ভ নিহত হলে সমগ্র জগৎ অতিশয় প্রসন্ন এবং স্বস্থ হয়ে গেল আর আকাশ নির্মল হয়ে গেল ॥ ২৮ ॥ আগে যে সব উৎপাতসূচক মেঘ আর উল্কাপাত হচ্ছিল, সে সব শান্ত হয়ে গেল এবং ঐ দৈত্যের নিধনে নদীগুলিও নিজ নিজ পথে ঠিকমতো প্রবাহিত হতে লাগল॥ ২৯ ॥

তখন শুম্ভের নিধনে দেবতাদের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হল এবং গন্ধর্বগণ মধুর গীত গাইতে লাগল॥ ৩০ ॥ অন্যান্য গন্ধর্বগণ বাজনা বাজাতে লাগল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগল। পবিত্র বায়ু বইতে লাগল, সূর্যের কিরণ উজ্জ্বল হল॥ ৩১ ॥ যজ্ঞশালার নিভে যাওয়া অগ্নি নিজে থেকেই জ্বলে উঠল, সবদিকে অশুভ শব্দাদি শান্ত হয়ে গেল॥ ৩২ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকমন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে 'শুম্ভ-বধ' নামক দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ হল॥ ১০ ॥

~~০~~

অথ একাদশোঽধ্যায়ঃ

একাদশ অধ্যায়

দেবগণের দ্বারা দেবীর স্তুতি এবং দেবী কর্তৃক দেবতাদের বরদান

ধ্যানম্

ওঁ বালরবিদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজে ভুবনেশীম্॥

'ওঁ' ঋষিরুবাচ॥ ১ ॥

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্ট[১]লাভাদ্
বিকাসিবক্ত্রাব্জ[২]-বিকাসিতাশাঃ ॥ ২ ॥

আমি ভুবনেশ্বরী দেবীর ধ্যান করছি। তাঁর শ্রীঅঙ্গের আভা নবোদিত রবির সমান এবং চন্দ্র তাঁর মস্তকের মুকুট। তিনি উন্নত স্তনযুগলশোভিতা এবং ত্রিলোচনা। তাঁর মুখের ওপর মৃদু হাসি সর্বদাই বিরাজিত এবং তাঁর হাতে বরমুদ্রা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয়মুদ্রা শোভা পায়।

ঋষি বললেন—॥ ১ ॥ দেবী কর্তৃক মহাসুর শুম্ভ নিহত হলে ইন্দ্রাদি দেবতারা অগ্নিকে পুরোভাগে রেখে সেই কাত্যায়নী দেবীকে স্তুতি করতে লাগলেন। তাঁদের মনের বাসনা পূর্ণ হওয়ায় তাঁদের মুখপদ্ম আনন্দে উজ্জ্বল এবং তার প্রকাশে চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল ॥ ২ ॥

---

[১]পাঠভেদ—লম্ভা. । [২]পা.—বক্ত্রাস্তু বি. ।

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥ ৩ ॥

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে॥ ৪ ॥

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥ ৫ ॥

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

দেবতারা স্তুতিতে বললেন—হে শরণাগতের দুঃখহারিণী দেবি ! আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। হে নিখিল বিশ্বজননী ! আপনি প্রসন্না হউন। হে বিশ্বেশ্বরি ! বিশ্বকে রক্ষা করুন। হে দেবি ! আপনি চরাচর জগতের অধীশ্বরী॥ ৩ ॥ আপনি এই জগতের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপা ; কারণ, আপনিই পৃথিবীরূপে বিরাজিতা। হে দেবি ! আপনার শক্তি অলঙ্ঘনীয়। আপনি জলরূপে অবস্থিতা হয়ে এই জগৎকে তৃপ্ত করছেন॥ ৪ ॥ আপনি অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবীশক্তি (বিষ্ণুর জগৎপালিনী শক্তি)। আপনি এই বিশ্বের আদিকারণ মায়াশক্তি। হে দেবি ! (এই মায়াশক্তি দিয়ে) আপনি সমগ্র জগৎকে মোহিত করে রেখেছেন। আপনি প্রসন্না হলে এই পৃথিবীতে আপনি মোক্ষপ্রদান করেন॥ ৫ ॥ হে দেবি ! সমস্ত বিদ্যাই আপনার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ। সংসারে সমস্ত নারীই আপনারই মূর্তি।

ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥ ৬ ॥

সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তি[১]প্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥ ৭ ॥

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৮ ॥

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৯ ॥

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে[২] শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১০ ॥

হে জগদম্বিকে ! একমাত্র আপনিই এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত করে রেখেছেন। আপনার স্তুতি কী দিয়ে হতে পারে ? আপনি স্বয়ংই তো স্তুতির বিষয়ে মুখ্য ও গৌণ উক্তিসমূহ॥ ৬ ॥ আপনিই যখন সর্বস্বরূপা, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদানকারিণী দেবী, তখন এই রূপেই আপনার স্তুতি করা হয়। আপনাকে স্তুতি করার জন্য এর চেয়ে উপযোগী আর কোন শ্রেষ্ঠ বাক্য হতে পারে ? ॥ ৭ ॥ সমস্ত মানুষের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা এবং স্বর্গ ও মোক্ষদায়িনী নারায়ণী দেবী, আপনাকে নমস্কার॥ ৮ ॥ কলা, কাষ্ঠাদিরূপে ক্রমশঃ পরিণাম (অবস্থা পরিবর্তন)-দায়িনী এবং জগতের সংহারসমর্থা শক্তিরূপিণী নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম ॥ ৯ ॥ নারায়ণি ! আপনি সর্বমঙ্গলদায়িনী মঙ্গলময়ী। কল্যাণদায়িনী শিবা। সমস্ত প্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধিদায়িনী, শরণাগতবৎসলা, ত্রিনয়নী গৌরী আপনি, আপনাকে প্রণাম॥ ১০ ॥

---

[১]পাঠভেদ—ভুক্তি। [২]পা.—মাঙ্গল্যে।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১১ ॥

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে ।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১২ ॥

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৩ ॥

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৪ ॥

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৫ ॥

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে ।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৬ ॥

আপনি সৃষ্টি, পালন ও সংহারের শক্তিভূতা, সনাতনী দেবী, সর্বগুণের আধার এবং সর্বগুণময়ী, নারায়ণি! আপনাকে প্রণাম ॥ ১১ ॥ শরণাগত দীন এবং আর্তগণের পরিত্রাণপরায়ণা এবং সকলের পীড়ানাশিনী দেবী নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম ॥ ১২ ॥ হে নারায়ণি ! আপনি ব্রহ্মাণীর রূপ ধারণ করে হংসযুক্ত বিমানে অবস্থিতা হয়ে কুশ দ্বারা জল সিঞ্চন করেন, আপনাকে প্রণাম॥ ১৩ ॥ মাহেশ্বরীরূপে ত্রিশূল, অর্দ্ধচন্দ্র এবং সর্পধারিণী এবং মহাবৃষভের পিঠে উপবিষ্টা নায়ায়ণী দেবী, আপনাকে প্রণাম॥ ১৪ ॥ ময়ূর ও কুক্কুটবেষ্টিতা ও মহাশক্তিধারিণী কৌমারী শক্তিরূপিণী, অপাপবিদ্ধা নারায়ণি! আপনাকে প্রণাম ॥ ১৫ ॥ শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গধনু নামক উত্তম আয়ুধধারিণী বৈষ্ণবী শক্তিরূপা নারায়ণি ! আপনাকে প্রণাম॥ ১৬ ॥

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৭॥
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১৮॥
কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে। ১৯॥
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২০॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২১॥
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি[১] স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি[২] মহাবিদ্যে[৩] নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ২২॥

হস্তে ভয়ানক মহাচক্র এবং দীর্ঘ দন্ত সমন্বিত বরাহরূপে ধরণীকে ধারণকারী কল্যাণময়ী মা! তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥ ভয়ঙ্কর নৃসিংহরূপে দৈত্যবিনাশে উদ্যতা এবং ত্রিভুবন রক্ষাপরায়ণা নারায়ণি! আপনাকে প্রণাম ॥ ১৮ ॥ শিরে মুকুটযুক্তা, হাতে মহাবজ্রধারিণী, সহস্রনয়নশোভিতা, বৃত্রাসুরনাশিনী ইন্দ্রশক্তি-স্বরূপা নারায়ণী, দেবি! আপনাকে প্রণাম ॥ ১৯ ॥ শিবদূতীরূপে বিশাল অসুরসেনা সংহারকারিণী, ভয়ঙ্কর মূর্তিধারিণী তথা বিকট গর্জনকারিণী নারায়ণি ! আপনাকে প্রণাম ॥ ২০ ॥ বিকটদন্তবিশিষ্টা ভীষনবদনা, গলায় মুণ্ডমালাবিভূষিতা, মুণ্ডাসুরমর্দিনী, চামুণ্ডারূপা নারায়ণি! আপনাকে প্রণাম ॥ ২১ ॥ লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, স্বধা, ধ্রুবা, মহারাত্রি তথা মহা-অবিদ্যারূপা নারায়ণি! আপনাকে প্রণাম ॥ ২২ ॥

---

[১] পাঠভেদ—পুষ্টে। [২] পা.—রাত্রে। [৩] পা.—মহামায়ে।

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে[১]॥ ২৩ ॥

সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥ ২৪ ॥

এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্বভীতিভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥ ২৫ ॥

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্ ।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥ ২৬ ॥

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব॥ ২৭ ॥

মেধা, সরস্বতী, বরা (শ্রেষ্ঠা), ভূতি (ঐশ্বর্যরূপা), বাভ্রবী (গৈরিকবর্ণা অথবা পার্বতী), তামসী (মহাকালী), নিয়তা (সংযমপরায়ণা) তথা ঈশা (সর্বেশ্বরী) রূপিণী নারায়ণি ! আপনাকে প্রণাম॥ ২৩ ॥

সর্বস্বরূপা, সর্বেশ্বরী তথা সর্বশক্তিময়ী দিব্যরূপা দুর্গে দেবি ! সকল আপদ থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আপনাকে প্রণাম॥ ২৪ ॥ হে কাত্যায়নি ! এই ত্রিলোচনবিভূষিতা আপনার সৌম্যবদন সব রকম উপদ্রব থেকে আমাদের রক্ষা করুন। আপনাকে প্রণাম॥ ২৫ ॥ ভদ্রকালি ! জ্বালাসমূহে বিকরাল, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং সমস্ত অসুরগণকে বধকারী আপনার এই ত্রিশূল ভয় হতে আমাদের রক্ষা করুন। আপনাকে নমস্কার॥ ২৬ ॥ দেবি ! যে ঘন্টাধ্বনিতে সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত থেকে দৈত্যদের তেজ হরণ করে, আপনার সেই ঘন্টা—মা যেমন ছেলেকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেন—সেইরকম আমাদের সকল পাপ

---

[১]শান্তনবী টীকাকার এখানে এই একটি অধিক পাঠ ধরেছেন—

সর্বতঃপাণিপাদান্তে সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখে।
সর্বতঃশ্রবণঘ্রাণে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।

অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্॥ ২৮ ॥

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা[১] তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥ ২৯ ॥

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাহত্মমূর্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা॥ ৩০ ॥

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।

থেকে রক্ষা করুক॥ ২৭ ॥ চণ্ডিকে, আপনার হাতের উজ্জ্বল খড়্গ, যেই খড়্গ অসুরের রক্তসিক্ত ও মেদলিপ্ত, সেই খড়্গ আমাদের মঙ্গল করুক। আমরা আপনাকে প্রণাম করি॥ ২৮ ॥ হে দেবি ! আপনি তুষ্ট হলে সকল রকম রোগ বিনাশ করেন এবং কুপিত হলে মনোবাঞ্ছিত সকল কামনা নাশ করেন। আপনাকে যারা আশ্রয় করেছে তাদের কখনও বিপত্তি আসেই না। আপনার চরণাশ্রিত মানুষ অন্যেরও আশ্রয়যোগ্য হয়॥ ২৯ ॥ দেবি ! অম্বিকে ! আপনি স্বীয় স্বরূপকে বহু প্রকারে প্রকট করে নানা রূপ ধারণ করে এই যে এখানে ধর্মদ্রোহী মহাসুরদের বিনাশ সাধন করলেন, এইসব আপনি ছাড়া দ্বিতীয় আর কে করতে পারে ? ॥ ৩০ ॥ সমস্ত বিদ্যা, জ্ঞানপ্রকাশক ধর্মশাস্ত্রসমূহ তথা আদিবাক্যসমূহে (বেদে) একমাত্র আপনি ছাড়া আর কার বর্ণনা আছে ?

---

[১] *পাঠভেদ—দদাসি কামান্।*

মমত্বগর্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥ ৩১ ॥
রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥ ৩২ ॥
বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥ ৩৩ ॥
দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
র্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাং প্রশমং[১]নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥ ৩৪ ॥

উপরন্তু আপনি ছাড়া দ্বিতীয় এমন কোন্ শক্তি আছে যে এই বিশ্বের অজ্ঞানময় ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ মমতারূপী সংসারগর্তে মানুষকে নিরন্তর ভ্রমণ করাতে পারে ? ॥ ৩১ ॥ যেখানে রাক্ষস, যেখানে ভয়ংকর বিষধর সর্প, যেখানে শত্রু, যেখানে দস্যুদল এবং যেখানে দাবানল, সেখানে আর সমুদ্রমধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে থেকে আপনি বিশ্বকে রক্ষা করে থাকেন ॥ ৩২ ॥ হে বিশ্বেশ্বরি ! আপনি বিশ্বকে পালন করেন, আপনি বিশ্বরূপা, তাই আপনি সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করেন। আপনি ভগবান বিশ্বনাথেরও বন্দনীয়া। যাঁরা ভক্তিভরে আপনাকে প্রণাম করেন, তাঁরা বিশ্বের আশ্রয়স্থল হন॥ ৩৩ ॥ দেবি ! আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। এখন যেভাবে অসুরদের বধ করে আপনি দ্রুত

[১] *পাঠভেদ—চ শমং।*

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥ ৩৫ ॥

দেব্যুবাচ॥ ৩৬ ॥

বরদাহং সুরগণা বরং যন্ মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্॥ ৩৭ ॥

দেবা ঊচুঃ॥ ৩৮ ॥

সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্‌বৈরিবিনাশনম্॥ ৩৯ ॥

দেব্যুবাচ॥ ৪০ ॥

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ॥ ৪১ ॥

আমাদের রক্ষা করলেন, সেইভাবে ভবিষ্যতেও সর্বদাই আমাদের শত্রুভয় থেকে রক্ষা করুন। আপনি সমগ্র জগতের পাপ নাশ করুন এবং উৎপাত ও পাপের ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি ব্যাপক উপদ্রব শীঘ্র নাশ করুন॥ ৩৪ ॥ হে জগতের দুঃখনাশিনী দেবি ! আমরা আপনার চরণে প্রণত ; আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন। ত্রিভুবনবাসীর আরাধ্যা পরমেশ্বরি ! আপনি আমাদের বরদান করুন ॥ ৩৫ ॥ **দেবী বললেন**—॥ ৩৬ ॥ হে দেবগণ ! আমি তোমাদের বরদান করতে প্রস্তুত। তোমাদের মনোমত বর প্রার্থনা করো। জগতের কল্যাণার্থে আমি সেই বর অবশ্যই প্রদান করব॥ ৩৭ ॥ **দেবতাগণ বললেন**—॥ ৩৮ ॥ হে সর্বেশ্বরি ! আপনি এইভাবে ত্রিভুবনের সমস্ত বিঘ্নের প্রশমন করুন এবং (ভবিষ্যতেও) আমাদের শত্রুকুল নাশ করবেন ॥ ৩৯ ॥

দেবী বললেন—॥ ৪০ ॥ হে দেবগণ ! বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টবিংশতিযুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অন্য দুই অসুর জন্মাবে॥ ৪১ ॥

নন্দগোপগৃহে[১] জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী।। ৪২ ।।

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্।। ৪৩ ।।

ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ।। ৪৪ ।।

ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্।। ৪৫ ।।

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা।। ৪৬ ।।

ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ।। ৪৭ ।।

তখন আমি নন্দগোপের ঘরে তার পত্নী যশোদার গর্ভে অবতীর্ণ হয়ে বিন্ধ্যাচলে গিয়ে বাস করব। আর ওই দুই মহাসুরকে বিনাশ করব।। ৪২ ।। পুনরায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হয়ে বৈপ্রচিত্ত নামে দানবদের বধ করব।। ৪৩ ।। সেই ভীষণ বৈপ্রচিত্ত মহাসুরদের ভক্ষণ করার সময় আমার দাঁতগুলি (রক্তলিপ্তহেতু) ডালিমফুলের মতো লাল হবে।। ৪৪ ।। সেইজন্য স্বর্গে দেবতা আর মর্ত্যে মানুষরা সব সময় আমাকে স্তুতি দ্বারা সর্বদা আমাকে রক্তদন্তিকা বলবে ।। ৪৫ ।। তারপর আবার যখন পৃথিবীতে একশত বৎসর ধরে অনাবৃষ্টি হবে এবং পৃথিবীতে জলাভাব হবে, তখন মুনিগণ আমার স্তব করলে আমি অযোনিসম্ভবা হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হব।। ৪৬ ।। তখন স্তবকারী মুনিদের আমি শতনেত্র দিয়ে দেখব। এইজন্য মানবগণ আমাকে

---

[১] *পাঠভেদ—কুলে।*

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥ ৪৮ ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্॥ ৪৯ ॥
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।
পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে॥ ৫০ ॥
রক্ষাংসি[১] ভক্ষয়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ।
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ॥ ৫১ ॥
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।
যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি॥ ৫২ ॥
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাঽসংখ্যেয়ষট্পদম্।
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্॥ ৫৩ ॥

শতাক্ষী নামে কীর্তন করবে॥ ৪৭ ॥ হে দেবগণ ! সেই সময় আমি নিজের শরীর থেকে উৎপন্ন হওয়া প্রাণধারক শাকপাতাদ্বারা সমগ্র জগতের ভরণ পোষণ করব। যতদিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হবে, ততদিন ওই শাকই সমস্ত প্রাণীদের রক্ষা করবে॥ ৪৮ ॥ এই কাজের জন্য পৃথিবীতে আমি 'শাকম্ভরী' নামে বিখ্যাত হব। ওই অবতারেই আমি দুর্গম নামে মহাসুরকে বধও করব॥ ৪৯ ॥ এর ফলে আমি 'দুর্গাদেবী' নামে বিখ্যাত হব। তারপর আমি যখন ভীমরূপ ধারণ করে মুনিদের রক্ষার জন্য হিমালয়নিবাসী রাক্ষসদের ভক্ষণ করব, তখন মুনিরা সব ভক্তিতে প্রণত মস্তকে আমার স্তুতি করবে॥ ৫০-৫১ ॥ তখন আমার নাম ভীমাদেবীরূপে বিখ্যাত হবে। যখন অরুণ নামে অসুর ত্রিভুবনে ভীষণ অত্যাচার সুরু করবে ॥ ৫২ ॥ তখন ত্রিলোকের কল্যাণার্থে ষট্পাদবিশিষ্ট অসংখ্য ভ্রমরের রূপ ধারণ করে আমি সেই মহাসুরকে বধ

[১] *পাঠভেদ—ক্ষয়য়িষ্যামি (ক্ষপয়িষ্যামি ইতি বা)।*

ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ।
ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি॥ ৫৪ ॥

তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥ ওঁ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে দেব্যাঃ স্তুতির্নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

এই অধ্যায়ে উবাচ—৪, অর্দ্ধশ্লোক—১, শ্লোক—৫০, মোট—৫৫, আদি হতে সর্বমোট—৬৩০ রয়েছে।

~~O~~

করব॥ ৫৩ ॥ সেই সময় সকলে আমাকে 'ভ্রামরী' নামে সর্বত্র আমার স্তুতি করবে। এইভাবে যখনই সংসারে দানবদের অত্যাচারে বাধা উপস্থিত হবে, তখন তখনই অবতার গ্রহণ করে আমি শত্রুসংহার করব॥ ৫৪-৫৫ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে 'দেবীস্তুতি' নামক একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল ॥ ১১ ॥

~~O~~

অথ দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

দ্বাদশ অধ্যায়

দেবী-চরিত্রের পাঠ-মাহাত্ম্য

ধ্যানম্

ওঁ বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতি-স্কন্ধ-স্থিতাং ভীষণাং
কন্যাভিঃ করবাল-খেট-বিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্।
হস্তৈশ্চক্রগদাসি-খেট-বিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জনীং
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে॥

'ওঁ' দেব্যুবাচ॥ ১ ॥

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং নাশয়িষ্যাম্যসংশয়ম্(১)॥ ২ ॥

মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুরঘাতনম্।
কীর্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্ বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ৩ ॥

ত্রিনয়না দুর্গাদেবীকে আমি ধ্যান করি। তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভা বিদ্যুদ্দামতুল্য। তিনি সিংহারূঢ়া হয়ে ভীষণারূপে প্রতীয়মানা। খড়্গ ও ঢাল হাতে নিয়ে অনেক কন্যাগণ তাঁকে সেবারতা। তাঁর নিজের হাতে চক্র, গদা, তরোয়াল, ঢাল, বাণ, ধনুক, পাশ এবং তিনি তর্জনী মুদ্রা ধারণ করে রয়েছেন। তাঁর স্বরূপ অগ্নিময় এবং মস্তকে চন্দ্রের মুকুট ধারণ করে আছেন ।

দেবী বললেন—॥ ১ ॥ হে দেবগণ ! একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন যে এই স্তুতি দ্বারা আমার স্তব করবে, তার সব রকম বাধাবিপত্তি আমি নিশ্চয়ই দূর করব॥ ২ ॥ যে এরূপে মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভবধ

---

(১)*পাঠভেদ—শম.।*

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৪ ॥
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্॥ ৫ ॥
শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি॥ ৬ ॥
তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ॥ ৭ ॥
উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম॥ ৮ ॥
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্॥ ৯ ॥

বিষয়ক চরিত পাঠ করবে ॥ ৩ ॥ এবং অষ্টমী, চতুর্দশী ও নবমীতেও যে সমাহিতচিত্তে ভক্তিভরে আমার এই উত্তম মাহাত্ম্য শুনবে॥ ৪ ॥ তাকে কোনও রকম পাপই স্পর্শ করতে পারবে না। পাপজনিত কোন বিপদ-আপদও তার আসবে না। তার ঘরে কখনও দারিদ্র্য থাকবে না এবং তাকে কখনও প্রিয়বিয়োগজনিত কষ্ট ভুগতে হবে না॥ ৫ ॥ শুধু এইই নয়, তাকে শত্রু, দস্যু, রাজা, শস্ত্র, অগ্নি ও জলপ্রবাহ থেকে কখনও কোনও বিপদের ভয় থাকবে না॥ ৬ ॥ এইজন্য একমনে ভক্তির সাথে আমার এই মাহাত্ম্য সর্বদা পাঠ করা এবং শোনা কর্তব্য। এই মাহাত্ম্য পরম কল্যাণকারক॥ ৭ ॥ আমার এই মাহাত্ম্য মহামারীজনিত সমস্ত উপদ্রব এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ উৎপাতের নিবৃত্তি করে॥ ৮ ॥ যে গৃহে আমার এই মাহাত্ম্য প্রতিদিন বিধিপূর্বক পাঠ করা হয়, আমি সেই স্থান কখনও পরিত্যাগ করি না। আমি সেখানে অবিচল হয়ে অবস্থান করি॥ ৯ ॥

বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্যে মহোৎসবে।
সর্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্যং শ্রাব্যমেব চ॥ ১০ ॥

জানতাঽজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্।
প্রতীচ্ছি[১]ষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্॥ ১১ ॥

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥ ১২ ॥

সর্বাবাধা[২]বিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ১৩ ॥

শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্॥ ১৪ ॥

রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্॥ ১৫ ॥

বলিদান, পূজা, হোম তথা মহোৎসবের শুভদিনে আমার এই চরিতকথা সম্পূর্ণরূপে পাঠ ও শ্রবণ করা কর্তব্য॥ ১০ ॥ এমন করার পর মানুষ বিধি জেনে বা না জেনেও আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বলিদান, পূজা বা যজ্ঞাদি যা করবে, আমি অতীব প্রীতির সাথে তা গ্রহণ করব ॥ ১১ ॥ শরৎকালে যে বার্ষিক মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময় আমার এই মাহাত্ম্য যে ভক্তিসহকারে শ্রবণ করে, সেই মানুষ আমার কৃপায় সকল বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত হয় এবং ধন, ধান্য ও পুত্রাদি লাভ করে—এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই॥ ১২-১৩ ॥ আমার এই মাহাত্ম্য, আমার মঙ্গলজনক আবির্ভাবের কথা এবং যুদ্ধে আমার পরাক্রমের বিষয় শুনলে মানুষ নির্ভয় হয়ে যায় ॥ ১৪ ॥ আমার মাহাত্ম্যশ্রবণকারী মানুষের শত্রুনাশ হয়, কল্যাণ প্রাপ্তি হয় এবং বংশের

---

[১] *পাঠভেদ—প্রতীক্ষিষ্যামি।* [২] *পাঠভেদ—সর্ববাধা।*

শান্তিকর্মণি সর্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম॥ ১৬ ॥
উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে॥ ১৭ ॥
বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্॥ ১৮ ॥
দুর্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্।
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্॥ ১৯ ॥
সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।
পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ॥ ২০ ॥
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা॥ ২১ ॥

সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়॥ ১৫ ॥ সকল প্রকার শান্তিকর্মে, দুঃস্বপ্নদর্শনে এবং ভয়ঙ্কর গ্রহপীড়ার সময় আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করা কর্তব্য॥ ১৬ ॥ এই মাহাত্ম্য পাঠে বা শ্রবণে সব রকম আপদবিপদ ও ভয়ানক গ্রহপীড়ার শান্তি হয় এবং মনুষ্যকর্তৃক দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হয়॥ ১৭ ॥ বাল্যগ্রহদ্বারা পীড়িত বালকদের পক্ষে এই মাহাত্ম্য শান্তিকারক এবং মানুষদের সমষ্টিতে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হলে এটি ভালভাবে মিত্রতা সৃষ্টি করায়॥ ১৮ ॥ এই মাহাত্ম্য সকল দুরাচারীদের অশুভ বল নাশ করে। শুধুমাত্র পাঠ করলেই রাক্ষস, ভূত ও পিশাচগণ দূর হয়ে যায়॥ ১৯ ॥ আমার এই মাহাত্ম্যের সম্পূর্ণ পাঠ বা শ্রবণে পাঠক বা শ্রোতা আমার সান্নিধ্য লাভ করে। পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, গন্ধাদি উত্তম উপচারে পূজা করলে, ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করালে, যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম, প্রতিদিন অভিষেক, নানাপ্রকার অন্যান্য ভোজ্য ইত্যাদি অর্পণ এবং

প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে।
শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি॥ ২২ ॥

রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্তনং মম।
যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্॥ ২৩ ॥

তস্মিন্ ছুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে।
যুস্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্।
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ॥ ২৫ ॥

দস্যুভির্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ।
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ॥ ২৬ ॥

রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন চাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা।
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে॥ ২৭ ॥

দান ইত্যাদি দ্বারা এক বৎসর পূজা করলে আমি যতটা সন্তুষ্ট হই, এই মাহাত্ম্য একবার মাত্র শুনলে আমি সেই প্রীতি লাভ করি। এই মাহাত্ম্য শ্রবণে পাপনাশ এবং আরোগ্যপ্রাপ্তি হয়॥ ২০-২২ ॥

আমার এই আবির্ভাবপ্রসঙ্গ কীর্তন সমস্ত ভূতপ্রেতাদির হাত থেকে রক্ষা করে এবং আমার যুদ্ধচরিত দুষ্ট দৈত্যদের সংহার করে।। ২৩ ॥ এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করলে মানুষের শত্রুভয় থাকে না। হে দেবগণ! তোমরা এবং ব্রহ্মর্ষিগণ আমার যে স্তুতি করেছ ॥ ২৪ ॥ এবং ব্রহ্মা যে স্তুতি করেছেন, এ সবই কল্যাণময়ী বুদ্ধি প্রদান করে। বনে, আকাশে, অথবা দাবানলে পরিবেষ্টিত হলে॥ ২৫ ॥ নির্জন স্থানে, দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হলে বা শত্রুর হাতে ধরা পড়লে অথবা জঙ্গলে সিংহ, বাঘ, বন্য হাতী ধাওয়া করলে॥ ২৬ ॥ ক্রুদ্ধ রাজার দ্বারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বা কারারুদ্ধ হলে অথবা মহাসমুদ্রে জাহাজের মধ্যে

পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে।
সর্বাবাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দিতোঽপি বা॥ ২৮ ॥
স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ।
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা॥ ২৯ ॥
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম॥ ৩০ ॥

ঋষিরুবাচ ॥ ৩১ ॥

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা ॥ ৩২ ॥
পশ্যতামেব[১] দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত।
তেঽপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা ॥ ৩৩ ॥
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ।
দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি ॥ ৩৪ ॥

ঝড়বাত্যায় পড়লে॥ ২৭ ॥ আবার অত্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধে শস্ত্রাঘাতে জর্জরিত হলে অথবা রোগ বেদনায় পীড়িত হলে, উপর্যুপরি উৎকট বাধাবিপত্তি উপস্থিত হলে॥ ২৮ ॥ যে আমার এই চরিতকথা স্মরণ করে, সে এই সব সংকট থেকে মুক্ত হয়। আমার এই চরিতকথা শ্রবণ করলে আমার প্রভাবে সিংহাদি হিংস্র জন্তু এবং দস্যু তস্করাদি ও শত্রুগণ সেই মানুষের থেকে দূরে পালিয়ে যায়॥ ২৯-৩০ ॥

মেধা ঋষি বললেন—॥ ৩১ ॥ এই কথা বলে প্রচণ্ড পরাক্রমশালিনী ভগবতী চণ্ডিকা সেখানেই সব দেবগণের চোখের সামনেই অন্তর্ধান করলেন। তারপর শত্রুরা ধ্বংস হলে সব দেবতারাও নির্ভয় হয়ে আগের মতোই যজ্ঞভাগ উপভোগ করতে করতে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে লাগলেন। জগৎ ধ্বংসকারী মহাভয়ংকর অতুল পরাক্রমশালী দেবশত্রু শুম্ভ ও মহাবলী

---

[১] *পাঠভেদ—তাং সর্বদেবা.*

জগদ্‌বিধ্বংসিনি তস্মিন্মহোগ্রেঽতুলবিক্রমে।
নিশুম্ভে চ মহাবীর্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ॥ ৩৫ ॥

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্॥ ৩৬ ॥

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥ ৩৭ ॥

ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া॥ ৩৮ ॥

সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী॥ ৩৯ ॥

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথাঽলক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে॥ ৪০ ॥

নিশুম্ভ দেবী কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হলে অবশিষ্ট অসুরগণ পাতালে চলে গেল॥ ৩২-৩৫ ॥ হে মহারাজ ! এইভাবে সেই ভগবতী অম্বিকা দেবী নিত্যা হয়েও (অর্থাৎ জন্মাদিশূন্যা হয়েও) পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতা হয়ে জগৎকে রক্ষা করেন॥ ৩৬ ॥ তিনিই এই বিশ্বকে মায়ামুগ্ধ করেন, তিনিই জগৎকে সৃষ্টি করেন আবার তিনিই প্রার্থনার দ্বারা তুষ্টা হয়ে বিজ্ঞান (অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান) এবং ঐশ্বর্য দান করেন॥ ৩৭ ॥ হে মহারাজ ! মহাপ্রলয়ের সময় মহামারীরূপে এই মহাকালীই এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করেন॥ ৩৮ ॥ ইনিই প্রলয়কালে মহামারীরূপে সংহাররূপিণী হন আবার তিনিই স্বয়ং জন্মরহিতা হয়েও সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপে আবির্ভূতা হন। এই সনাতনী দেবীই সময়মতো (স্থিতিসময়ে) বিশ্বপালন করেন ॥ ৩৯ ॥ তিনিই বৈভবসময়ে মানুষের ঘরে লক্ষ্মীরূপে স্থিতা হয়ে সুখ সমৃদ্ধি প্রদান করেন আবার তিনিই দুঃসময়ে অলক্ষ্মীরূপে সমস্ত ধ্বংসের কারণ হয়ে দুঃখ-

স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্মে গতিং[1] শুভাম্॥ ওঁ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
ফলস্তুতির্নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২ ॥

এই অধ্যায়ে উবাচ—২, অর্দ্ধশ্লোক—২, শ্লোক—৩৭,
মোট—৪১, আদি হতে সর্বমোট—৬৭১ হল।

~~○~~

দারিদ্র্যাদি দেন ॥ ৪০ ॥ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদি উপচারে পূজা করে দেবীর স্তুতি করলে তিনি ধনপুত্রাদি, শ্রদ্ধাযুক্ত ধর্মবুদ্ধি এবং উত্তম গতি প্রদান করেন॥ ৪১ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে 'ফলস্তুতি'
নামক দ্বাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল॥ ১২ ॥

~~○~~

---

[1]পাঠভেদ—তথা।

অথ ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুরথ আর বৈশ্যকে দেবীর বরদান

ধ্যানম্

ওঁ বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশবরাভীতীর্ধারয়ন্তীং শিবাং ভজে॥

'ওঁ' ঋষিরুবাচ ॥ ১ ॥

এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবংপ্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ২ ॥

বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষ্ণুমায়য়া।
তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ॥ ৩ ॥

মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে।
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্॥ ৪ ॥

উদয়কালীন সূর্যমণ্ডলের তুল্য প্রভাময়ী, চতুর্ভুজা ও ত্রিনেত্রা এবং চারহাতে পাশ, অঙ্কুশ, বর এবং অভয়মুদ্রা ধারণকারিণী শিবা দেবীকে আমি ধ্যান করি।

মেধা ঋষি বললেন—॥ ১ ॥ হে মহারাজ সুরথ ! তোমাকে এই উত্তম দেবী-মাহাত্ম্য বললাম। যিনি এই নিখিল বিশ্ব ধারণ করে রয়েছেন, সেই দেবীর প্রভাব এইরকমই ॥ ২ ॥ তিনিই বিদ্যা (জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান) সৃষ্টি করেন। ভগবান বিষ্ণুর মায়াস্বরূপা সেই ভগবতী দ্বারাই তুমি, এইসব বৈশ্য এবং অন্যান্য বিবেকাভিমানী পণ্ডিতেরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাক, মোহিত হয়েছে এবং

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥ ৫ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ ৬ ॥

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ॥ ৭ ॥

প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং সংশিতব্রতম্।
নির্বিণ্ণোঽতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ॥ ৮ ॥

জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে।
সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ॥ ৯ ॥

স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্।
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্॥ ১০ ॥

অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ।
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ॥ ১১ ॥

ভবিষ্যতেও মোহিত হবে। হে মহারাজ ! তুমি সেই পরমেশ্বরীরই শরণাগত হও ॥ ৩-৪ ॥ আরাধনা করলে তিনিই মানুষকে ইহলোকে ভোগ, পরলোকে স্বর্গ তথা মোক্ষ প্রদান করেন ॥ ৫ ॥

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—॥ ৬ ॥ হে ক্রোষ্টুকি ! মেধাঋষির এই উপদেশ শুনে রাজা সুরথ কঠোর তপস্যাপরায়ণ সেই মহর্ষিকে প্রণাম করলেন। তিনি (পুত্র-মিত্র-কলত্রাদিতে) অত্যধিক মমতা এবং শত্রু কর্তৃক রাজ্যাপহরণে অতীব দুঃখিত ছিলেন॥ ৭-৮ ॥ হে মহামুনে ! এর ফলে বৈরাগ্যবান হয়ে সেই রাজা ও সেই বৈশ্য (সমাধি) তপস্যা করতে চলে গেলেন এবং জগদম্বাকে দর্শন লালসায় নদীতীরে অবস্থান করে তপস্যায় বসলেন॥ ৯ ॥ সেই বৈশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ দেবীসূক্ত জপ করতে করতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা দুজনে নদীর তটে দেবীর মাটীর প্রতিমা নির্মাণ করে পুষ্প, দীপ ও যজ্ঞদ্বারা তাঁর পূজা করতে লাগলেন। তাঁরা প্রথমে সংযমিত আহার, তারপরে উপবাস

দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্।
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ॥ ১২ ॥
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা॥ ১৩ ॥

দেব্যুবাচ॥ ১৪ ॥

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ॥ ১৫ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ ১৬ ॥

ততো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি।
অত্রৈব চ নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ॥ ১৭ ॥
সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্বিণ্ণমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্॥ ১৮ ॥

করে দেবীতে সমাহিতচিত্ত হয়ে ধ্যানে তন্ময় হলেন ॥ ১০-১১ ॥ তাঁরা দুজনেই নিজ নিজ শরীরের রক্তসিক্ত (পশুকুষ্মাণ্ডাদি) বলি দেবীর চরণে নিবেদন করে ক্রমাগত তিন বছর সংযমিত থেকে দেবীর আরাধনা করতে লাগলেন॥ ১২ ॥ এরপর তুষ্টা হয়ে জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা দেবী তাদের প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে বললেন—॥ ১৩ ॥

দেবী বললেন—॥ ১৪ ॥ হে মহারাজ ! এবং হে বৈশ্যকুলনন্দন ! তোমরা তোমাদের মনোভিলাষ আমার কাছে প্রার্থনা করো। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমাদের প্রার্থিত অভিলাষ পূর্ণ করব॥ ১৫ ॥

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—॥ ১৬ ॥ অনন্তর রাজা সুরথ জন্মান্তরে চিরস্থায়ী (নষ্ট হবে না এমন) রাজ্য এবং এই জন্মে নিজের শক্তিতে শত্রুবিনাশ করে নিজ রাজ্যপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানালেন॥ ১৭ ॥ বৈশ্যের মন সংসারের ওপর

দেব্যুবাচ॥ ১৯ ॥

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বং রাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্॥ ২০ ॥
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি॥ ২১ ॥
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবস্বতঃ॥ ২২ ॥
সাবর্ণিকো নাম[১] মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি॥ ২৩ ॥
বৈশ্যবর্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ॥ ২৪ ॥
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি॥ ২৫ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ॥ ২৬ ॥

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলষিতং বরম্॥ ২৭ ॥

অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত ছিল আর সে বুদ্ধিমানও ছিল ; সেইজন্য সে ঐ সময় মমতা ('আমার ও আমি') এইরকম অভিমান যাতে নাশ হয় এমন তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করলেন॥ ১৮ ॥

দেবী বললেন—॥ ১৯ ॥ হে ভূপ ! তুমি অল্প দিনের মধ্যেই শত্রুনাশ করে নিজের রাজ্য ফিরে পাবে। তোমার হৃতরাজ্য স্থির থাকবে॥ ২০-২১ ॥ তারপর মৃত্যুর পরে তুমি বিবস্বান্ (সূর্য)-এর অংশে জন্ম নিয়ে এই পৃথিবীতে সাবর্ণিক মনু নামে বিখ্যাত হবে॥ ২২-২৩ ॥ হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ ! তুমিও আমার কাছে অভিলষিত যে বর চেয়েছ, সেই বর দিচ্ছি। তোমার মুক্তিলাভের উপযোগী তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে॥ ২৪-২৫ ॥

মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—॥ ২৬ ॥ এইপ্রকারে তাঁদের দুজনকে অভিলাষানুরূপ বর প্রদান করে এবং তাঁদের দ্বারা ভক্তিপূর্বক সংস্তুতা হয়ে

---

[১] *পাঠভেদ—মনুর্নাম।*

বভূবান্তর্হিতা সদ্যো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা।
এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥ ২৮ ॥
সূর্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ॥ ২৯ ॥
এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
সূর্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ ॥ ক্লীং ওঁ ॥

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে সুরথবৈশ্যয়োর্বরপ্রদানং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

এই অধ্যায়ে উবাচ—৬, অর্দ্ধশ্লোক—১১, শ্লোক—১২, মোট—২৯, আদি হতে সর্বমোট—৭০০।
তন্মধ্যে উবাচ—৫৭, অর্দ্ধশ্লোক—৪২, শ্লোক—৫৩৫, অবদান (ত্রিপান্মন্ত্র)—৬৬, সর্বমোট—৭০০

~~0~~

দেবী অম্বিকা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হলেন। এইভাবে মহামায়ার থেকে বরলাভ করে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুরথ সূর্যদেবের থেকে জন্ম নিয়ে সাবর্ণি নামে মনু হবেন॥২৭-২৯ ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিক মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে 'সুরথ ও বৈশ্যকে বরদান' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হল ॥ ১৩ ॥

~~0~~

উপসংহার

এইভাবে সপ্তশতী পাঠ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে প্রথমে নবার্ণমন্ত্রজপ করে তারপর দেবীসূক্ত পাঠের নিয়ম রয়েছে। সুতরাং এখানেও নবার্ণ-বিধি উদ্ধৃত করা হল। সব ক্রিয়া আগের মতই হবে।

বিনিয়োগঃ

শ্রীগণপতির্জয়তি। ওঁ অস্য শ্রীনবার্ণমন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ঋষয়ঃ, গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুভশ্ছন্দাংসি, শ্রীমহাকালীমহালক্ষ্মী-মহাসরস্বত্যো দেবতাঃ, ঐং বীজম্, হ্রীং শক্তিঃ, ক্লীং কীলকম্, শ্রীমহাকালীমহালক্ষ্মীমহাসরস্বতীপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

ঋষ্যাদিন্যাসঃ

ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রঋষিভ্যো নমঃ, শিরসি। গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্-ছন্দোভ্যো নমঃ, মুখে। মহাকালীমহালক্ষ্মীমহাসরস্বতী-দেবতাভ্যো নমঃ, হৃদি। ঐং বীজায় নমঃ, গুহ্যে। হ্রীং শক্তয়ে নমঃ, পাদয়োঃ। ক্লীং কীলকায় নমঃ, নাভৌ।

'ওঁ ঐঁ হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে'—এই মূল মন্ত্রে করশুদ্ধি করে করন্যাস করবে।

করন্যাসঃ

ওঁ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীং মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ চামুণ্ডায়ৈ অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ বিচ্চে কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

হৃদয়াদিন্যাসঃ

ওঁ ঐং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ ক্লীং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ চামুণ্ডায়ৈ কবচায় হুম্। ওঁ বিচ্চে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে অস্ত্রায় ফট্।

অক্ষরন্যাসঃ

ওঁ ঐং নমঃ, শিখায়াম্। ওঁ হ্রীং নমঃ, দক্ষিণনেত্রে। ওঁ ক্লীং নমঃ, বামনেত্রে। ওঁ চাং নমঃ, দক্ষিণকর্ণে। ওঁ মুং নমঃ, বামকর্ণে। ওঁ ডাং নমঃ, দক্ষিণনাসাপুটে। ওঁ য়ৈং নমঃ, বামনাসাপুটে। ওঁ বিং নমঃ, মুখে। ওঁ চ্চেং নমঃ, গুহ্যে।

'এবং বিন্যস্যাষ্টবারং মূলেন ব্যাপকং কুর্যাৎ'

দিঙ্‌ন্যাস

ওঁ ঐং প্রাচ্যৈ নমঃ। ওঁ ঐং আগ্নেয়্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং দক্ষিণায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীং নৈর্ঋত্যৈ নমঃ। ওঁ ক্লীং প্রতীচ্যৈ নমঃ। ওঁ ক্লীং বায়ব্যৈ নমঃ। ওঁ চামুণ্ডায়ৈ উদীচ্যৈ নমঃ। ওঁ চামুণ্ডায়ৈ ঐশান্যৈ নমঃ। ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ঊর্ধ্বায়ৈ নমঃ। ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ভূম্যৈ নমঃ।

ধ্যানম্

খড়্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘাঞ্ছুলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সংদধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামস্তৌৎ স্বপিতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্॥ ১॥
অক্ষস্রক্‌পরশুং গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিং চ চর্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রসন্নাননাং
সেবে সৈরিভমর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্॥ ২॥

ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খং মুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বামত্র সরস্বতীমনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দিনীম্॥ ৩ ॥[১]

এইভাবে ন্যাস ও ধ্যান করে মানসিক উপচারে দেবীর পূজা করা কর্তব্য। তারপর ১০৮ অথবা ১০০৮ বার নবার্ণমন্ত্র জপ করা উচিত। জপের প্রারম্ভে প্রথমে '**ঐং হ্রীং অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ**' এই মন্ত্রে মালাকে পূজা করে এইভাবে প্রার্থনা করবে—

ওঁ মাং মালে মহামায়ে সর্বশক্তিস্বরূপিণি।
চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব।
ওঁ অবিঘ্নং কুরু মালে ত্বং গৃহ্ণামি দক্ষিণে করে।
জপকালে চ সিদ্ধ্যর্থং প্রসীদ মম সিদ্ধয়ে॥

ওঁ অক্ষমালাধিপতয়ে সুসিদ্ধিং দেহি দেহি সর্বমন্ত্রার্থসাধিনি সাধয় সাধয় সর্বসিদ্ধিং পরিকল্পয় পরিকল্পয় মে স্বাহা।

এই প্রার্থনার পর জপ আরম্ভ করবে। জপ সম্পূর্ণ করে ভগবতীর কাছে জপ সমর্পণ করবে।

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥

তারপর নিম্নলিখিতভাবে ন্যাস করবে।

করন্যাসঃ

ওঁ হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ চং তর্জনীভ্যাং নমঃ। ওঁ ডিং মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ওঁ কাং অনামিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ য়ৈং কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

---

[১] *বিনিয়োগ ন্যাস-বাক্য তথা ধ্যানসম্বন্ধী শ্লোকের অর্থ পূর্বে দেওয়া হয়েছে।*

হৃদয়াদিন্যাসঃ

ওঁ খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা[১]॥ হৃদয়ায় নমঃ।
ওঁ শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥ শিরসে স্বাহা।
ওঁ প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাং চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥ শিখায়ৈ বষট্।
ওঁ সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥ কবচায় হুম্।
ওঁ খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ[২]॥ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
ওঁ সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে[৩]॥ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যানম্

ওঁ বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতিস্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং
কন্যাভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্।
হস্তৈশ্চক্রগদাসিখেটবিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জনীং
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে[৪]॥

~~○~~

---

[১]এর অর্থ ৮০ পাতায় আছে।

[২]এই চারটি শ্লোকের অর্থ ১১৫ পাতায় আছে।

[৩]এর অর্থ ১৭৭ পাতায় আছে।

[৪]এর অর্থ বারো অধ্যায়ের প্রারম্ভে ১৮৪ পাতায় দেওয়া আছে।

অথ ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্তম্

ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্ত

ওঁ অহমিত্যষ্টর্চস্য সূক্তস্য বাগাম্ভৃণী ঋষিঃ, সচ্চিৎসুখাত্মকঃ সর্বগতঃ পরমাত্মা দেবতা, দ্বিতীয়ায়া ঋচো জগতী, শিষ্টানাং ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, দেবীমাহাত্ম্যপাঠে বিনিয়োগঃ।[১]

ধ্যানম্

ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্ভুজৈঃ
শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎকাঞ্চীরণন্নূপুরা
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা[২]॥

দেবীসূক্তম্[৩]

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১ ॥

সিংহের পৃষ্ঠে বিরাজমানা, শশিমৌলিশেখরা, মরকতমণিসমুজ্জ্বলা, চার হাতে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণধারিণী, ত্রিনয়না, বিভিন্ন অঙ্গে বাজুবন্ধ, হার, কঙ্কন, ঝনঝন শব্দকারী করধনী এবং নূপুরসিঞ্জিত চরণযুগল আর যার কর্ণযুগলে রত্নখচিত কুণ্ডল দোদুল্যমান, সেই ভগবতী দুর্গা আমার দুর্গতি নাশকারিণী হোন।

(মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যার নাম বাক্। তিনি অসীম ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন।

---

[১]এরূপ বিনিয়োগ করে নিম্নকথিত ধ্যান করবে। তারপর দেবীসূক্ত পাঠ আরম্ভ করবে।

[২]ধ্যানের পর নিম্নোক্তপ্রকারে বেদোক্ত দেবীসূক্তের পাঠ করবে।

[৩]এই দেবীসূক্তের আটটি মন্ত্র ঋগ্‌বেদের ১০ মণ্ডলের অন্তর্গত ১০ অধ্যায়ের ১২৫ সূক্তের মধ্যে স্থিত।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥ ২ ॥

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥ ৩ ॥

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ
প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি
শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥ ৪ ॥

তিনি দেবীর সাথে তাদাত্ম্য লাভ করেছিলেন। তিনি বলছেন—) আমি সচ্চিদানন্দময়ী সর্বাত্মা দেবী রুদ্র, বসু, আদিত্য তথা বিশ্বেদেবগণরূপে বিচরণ করি। মিত্র এবং বরুণ দুজনকে, ইন্দ্র ও অগ্নিকে তথা অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ করি॥ ১ ॥ দেবশত্রুবিনাশন আকাশচারী দেবতা সোমকে, ত্বষ্টা প্রজাপতি তথা পূষা এবং ভগকে আমিই ধারণ করি। যিনি হবিষ্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে দেবতাদের উত্তম হবিষ্য প্রাপ্ত করান এবং তাঁদের সোমরসের দ্বারা তৃপ্ত করান সেই যজমানকে আমিই উত্তম যজ্ঞফল এবং ধন প্রদান করি॥ ২ ॥ আমি সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, আমার উপাসকদের ধনপ্রাপ্তকারিণী, সাক্ষাৎকারের যোগ্য পরব্রহ্মকে অভিন্নরূপে জ্ঞাতা তথা পূজনীয় দেবতাদের প্রধান আমি। প্রপঞ্চরূপে আমি নানা ভাবসমূহে অবস্থিতা। সর্বভূতে জীবরূপে আমি প্রবিষ্টা। বিভিন্নস্থানে অবস্থিত দেবতারা যেখানে যা কিছুই করেন, সবই আমার আরাধনার উদ্দেশ্যে করেন॥ ৩ ॥ আমারই শক্তিতে সকলে অন্ন ভোজন করে (কারণ আমিই ভোক্তৃ-শক্তি) ; এইরকমই যে দেবতা, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি নির্বাহ করে, তথা বক্তব্য বাক্য শ্রবণ করে, এই সবই আমারই শক্তিতে ওই সব কর্ম করতে সমর্থ হয়। যে

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥ ৫ ॥

অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ॥ ৬ ॥

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম
যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি॥ ৭ ॥

আমাকে এভাবে না জানে সে অজ্ঞানতার দরুণই দীনদশা প্রাপ্ত হয়। হে বহুশ্রুত! আমি তোমাকে শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিচ্ছি, শোনো—॥ ৪ ॥ দেবতা ও মানুষের প্রার্থিত এই দুর্লভ তত্ত্ব আমি স্বয়ং বর্ণন করছি। আমি যাদের রক্ষা করতে চাই, তাদের আমি সকলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী করি। তাদের আমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পরোক্ষ জ্ঞানবান ঋষি এবং অতি উত্তম মেধাশক্তিসম্পন্ন করি॥ ৫ ॥ ব্রহ্মদ্বেষী, হিংসুক অসুরদের বধ করার জন্য রুদ্রের ধনুতে আমি জ্যা সংযুক্ত করি। শরণাগতজনের রক্ষার্থে শত্রুদের সাথে আমি যুদ্ধ করি তথা অন্তর্যামীরূপে পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে ব্যাপ্ত রয়েছি॥ ৬ ॥ এই জগতের পিতৃস্বরূপ আকাশকে সর্বাধিষ্ঠানস্বরূপ পরমাত্মার ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করি। সমুদ্রে (সর্বজীবের উৎপত্তিস্থান পরমাত্মাতে) তথা জলে (বুদ্ধির ব্যাপক বৃত্তিতে) আমার কারণের (কারণস্বরূপ চৈতন্য ব্রহ্মের) অধিষ্ঠান ; সুতরাং আমি সমগ্র ভুবনে ব্যাপ্ত রয়েছি তথা সেই স্বর্গলোককেও নিজের শরীর দ্বারা স্পর্শ করে থাকি॥ ৭ ॥

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব॥ ৮ ॥[১]

~~0~~

কারণরূপে আমি যখন বিশ্বসৃষ্টি আরম্ভ করি, তখন অন্য কারও দ্বারা চালিত না হয়ে স্বয়ংই বায়ুর মতো স্বচ্ছন্দে সর্বত্র বিচরণ করি, নিজেরই ইচ্ছাশক্তিতে কর্মে প্রবৃত্ত হই। আমি পৃথিবী এবং আকাশ দুই-এরই অতীত। নিজের মহিমাতেই আমি এইরূপ হয়েছি॥ ৮ ॥

~~0~~

---

[১]এরপর তন্ত্রোক্ত দেবীসূক্ত উল্লিখিত হয়েছে, ইহাও পাঠ করা কর্তব্য।

অথ তন্ত্রোক্তং দেবীসূক্তম্[১]

তন্ত্রোক্ত দেবীসূক্ত

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ ১ ॥

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ॥ ২ ॥

কল্যাণ্যৈ প্রণতাং বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ॥ ৩ ॥

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥ ৪ ॥

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥ ৫ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৬ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৭ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৮ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ৯ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১০ ॥

---

[১] দেবীসূক্তের অর্থ পঞ্চম অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা ১২১-১২৫) দেওয়া আছে।

যা দেবী সর্বভূতেষুচ্ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১১ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১২ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৩ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৪ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৫ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৬ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৭ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৮ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ১৯ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২০ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২১ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২২ ॥

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৩॥

যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৪॥

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৫॥

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৬॥

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাং চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥ ২৭॥

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৮॥

স্তুতা সুরৈঃ পূর্বমভীষ্টসংশ্রয়া-
ত্তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥ ২৯॥

যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ॥ ৩০॥[১]

~~○~~

[১]এরপর 'প্রাধানিক' ইত্যাদি তিনটি রহস্য পাঠ করা কর্তব্য।

অথ প্রাধানিকং রহস্যম্
প্রাধানিক রহস্য

ওঁ অস্য শ্রীসপ্তশতীরহস্যত্রয়স্য নারায়ণ ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, মহাকালীমহালক্ষ্মীমহাসরস্বত্যো দেবতা যথোক্তফলাবাপ্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

রাজোবাচ

ভগবন্নবতারা মে চণ্ডিকায়াস্ত্বয়োদিতাঃ।
এতেষাং প্রকৃতিং ব্রহ্মন্ প্রধানং বক্তুমর্হসি॥ ১ ॥
আরাধ্যং যন্ময়া দেব্যাঃ স্বরূপং যেন বৈ দ্বিজ।
বিধিনা ব্রূহি সকলং যথাবৎ প্রণতস্য মে॥ ২ ॥

ঋষিরুবাচ

ইদং রহস্যং পরমমনাখ্যেয়ং প্রচক্ষতে।
ভক্তোঽসীতি ন মে কিঞ্চিৎ তবাবাচ্যং নরাধিপ॥ ৩ ॥

ওঁ সপ্তশতীর এই তিন রহস্যের ঋষি নারায়ণ, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, মহাকালী মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী দেবতা। শাস্ত্রোক্ত ফল লাভের জন্য এই রহস্য জপে বিনিয়োগ হয়।

রাজা বললেন—ভগবন্ ! দেবী চণ্ডিকার অবতারসমূহের কথা আপনি বলেছেন। হে ব্রহ্মন্ ! এঁদের প্রধান প্রকৃতির কথা এখন আমাকে বলুন॥ ১ ॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে প্রণাম করছি। দেবীকে যেই স্বরূপে এবং যেই বিধিতে আরাধনা করা উচিত, সেই সব যথাযথভাবে আমাকে বলুন॥ ২ ॥

মেধা ঋষি বললেন—হে রাজন্ ! এই রহস্য পরম গোপনীয়। এই

সর্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীস্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী।
লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা॥ ৪ ॥
মাতুলুঙ্গং গদাং খেটং পানপাত্রঞ্চ চ বিভ্রতী।
নাগং লিঙ্গঞ্চ যোনিঞ্চ বিভ্রতী নৃপ মূর্ধনি॥ ৫ ॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা।
শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা॥ ৬ ॥
শূন্যং তদখিলং লোকং বিলোক্য পরমেশ্বরী।
বভার পরমং রূপং তমসা কেবলেন হি॥ ৭ ॥
সা ভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশা দংষ্ট্রাঙ্কিতবরাননা।
বিশাললোচনা নারী বভূব তনুমধ্যমা॥ ৮ ॥
খড়্গ-পাত্র-শিরঃ-খেটৈরলঙ্কৃত-চতুর্ভুজা ।
কবন্ধহারং শিরসা বিভ্রাণা হি শিরঃস্রজম্॥ ৯ ॥

রহস্যকে অনাখ্যেয়—কথনযোগ্য নয় বলা হয় ; কিন্তু তুমি আমার ভক্ত , তাই তোমাকে না বলার আমার কিছুই নেই॥ ৩ ॥ ত্রিগুণময়ী পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মীই সকল কারণের আদি কারণ। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত করে রয়েছেন॥ ৪ ॥ হে রাজন্! ইনি এঁর চার হাতে মাতুলুঙ্গ (লেবু বা শ্রীফল), গদা, খেট (ঢাল) এবং পানপাত্র আর মস্তকে নাগ, লিঙ্গ ও যোনি ধারণ করেন॥ ৫ ॥ তাঁর কান্তি তপ্তকাঞ্চনের মতো, তপ্তকাঞ্চনই তাঁর অলঙ্কার। তিনি নিজ তেজে এই শূন্য (মহাকাশ) পরিপূর্ণ করে আছেন ॥ ৬ ॥ পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী এই সমগ্র বিশ্ব শূন্য দেখে কেবল তমোগুণ দ্বারা এক অন্য উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেছিলেন॥ ৭ ॥ সেই উৎকৃষ্ট রূপ এক নারীরূপে প্রকাশ পায় যার শরীরের ক্লান্তি ঘন কাজলের মতো গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছিল, তাঁর মুখমণ্ডল সুন্দর দন্তপংক্তিতে সুশোভিত ছিল। তিনি বিশালনয়না ও ক্ষীণকটি ছিলেন॥ ৮ ॥ তাঁর চার হাত ঢাল, খড়্গা, পানপাত্র ও নরমুণ্ডে শোভিত ছিল।

সা প্রোবাচ মহালক্ষ্মীং তামসীং প্রমদোত্তমা।
নাম কর্ম চ মে মাতর্দেহি তুভ্যং নমো নমঃ॥ ১০ ॥

তাং প্রোবাচ মহালক্ষ্মীস্তামসীং প্রমদোত্তমাম্।
দদামি তব নামানি যানি কর্মাণি তানি তে॥ ১১ ॥

মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধা তৃষা।
নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রির্দুরত্যয়া॥ ১২ ॥

ইমানি তব নামানি প্রতিপাদ্যানি কর্মভিঃ।
এভিঃ কর্মাণি তে জ্ঞাত্বা যোঽধীতে সোঽশ্নুতে সুখম্॥ ১৩ ॥

তামিত্যুক্ত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্বরূপমপরং নৃপ।
সত্ত্বাখ্যেনাতিশুদ্ধেন গুণেনেন্দুপ্রভং দধৌ॥ ১৪ ॥

অক্ষমালাঙ্কুশধরা বীণাপুস্তকধারিণী।
সা বভূব বরা নারী নামান্যস্যৈ চ সা দদৌ॥ ১৫ ॥

তিনি বক্ষদেশে কবন্ধের মালা ও মস্তকে মুণ্ডমালা ধারণ করেন॥ ৯ ॥ এই নারীশ্রেষ্ঠা তামসী দেবী মহালক্ষ্মীকে বললেন—মাতঃ, আপনাকে প্রণাম। আমার নাম এবং কী কাজ বলুন॥ ১০ ॥ তখন মহালক্ষ্মী সেই নারীশ্রেষ্ঠা তামসী দেবীকে বললেন—আমি তোমার নামকরণ করছি এবং তোমার যা যা কাজ তাও বলছি॥ ১১ ॥ মহামায়া, মহাকালী, মহামারী, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, একবীরা, কালরাত্রি তথা দুরত্যয়া—॥ ১২ ॥ এগুলি তোমার নাম, এই নামগুলি তদনুযায়ী কর্মের দ্বারা চরিতার্থ হবে ও এই নাম অনুযায়ী কর্ম দ্বারা তোমাকে জেনে যে তা (চণ্ডী) পাঠ করে সে সুখলাভ করে॥ ১৩ ॥ হে রাজন্! মহাকালীকে এই কথা বলে মহালক্ষ্মী অত্যন্ত শুদ্ধ সত্ত্বগুণদ্বারা দ্বিতীয় আর এক রূপ ধারণ করলেন যা চন্দ্রের মতো গৌরবর্ণা॥ ১৪ ॥ সেই শ্রেষ্ঠা নারী নিজের হাতে অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা ও পুস্তক ধারণ করেছিলেন।

মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্ সরস্বতী।
আর্যা ব্রাহ্মী কামধেনুর্বেদগর্ভা চ ধীশ্বরী॥ ১৬ ॥

অথোবাচ মহালক্ষ্মীর্মহাকালীং সরস্বতীম্।
যুবাং জনয়তাং দেব্যৌ মিথুনে স্বানুরূপতঃ॥ ১৭ ॥

ইত্যুক্ত্বা তে মহালক্ষ্মীঃ সসর্জ মিথুনং স্বয়ম্।
হিরণ্যগর্ভৌ রুচিরৌ স্ত্রীপুংসৌ কমলাসনৌ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মন্ বিধে বিরিঞ্চেতি ধাতরিত্যাহ তং নরম্।
শ্রীঃ পদ্মে কমলে লক্ষ্মীত্যাহ মাতা চ তাং স্ত্রিয়ম্ ॥ ১৯ ॥

মহাকালী ভারতী চ মিথুনে সৃজতঃ সহ।
এতয়োরপি রূপাণি নামানি চ বদামি তে॥ ২০ ॥

মহালক্ষ্মী তাঁরও নামকরণ করলেন॥ ১৫ ॥ মহাবিদ্যা, মহাবাণী, ভারতী, বাক্, সরস্বতী, আর্যা, ব্রাহ্মী, কামধেনু, বেদগর্ভা ও ধীশ্বরী (বুদ্ধির ঈশ্বরী)—এইগুলো তোমার নাম হবে ॥ ১৬ ॥ তারপর মহালক্ষ্মী মহাকালী ও মহাসরস্বতীকে বললেন—হে দেবীদ্বয় ! তোমরা দুজনে নিজ নিজ গুণানুরূপ যোগ্য স্ত্রী-পুরুষ উৎপন্ন করো ॥ ১৭ ॥ তাদের দুজনকে একথা বলে মহালক্ষ্মী প্রথমেই নিজে নিজেই একটি পুরুষ ও একটি তদনুরূপ নারী সৃষ্টি করলেন। এঁরা দুজনে হিরণ্যগর্ভ (বিশুদ্ধজ্ঞান দেহ), সুন্দর ও কমলাসনে বিরাজ করছিলেন॥ ১৮ ॥ তারপর মহালক্ষ্মী সেই পুরুষকে ব্রহ্মন্ ! বিধে ! বিরিঞ্চ ! ও ধাতঃ ! বলে সম্বোধন করলেন এবং নারীটিকে শ্রী ! পদ্মা ! কমলা ! ও লক্ষ্মী ! এই সকল নামে অভিহিতা করলেন ॥ ১৯ ॥ তারপর মহাকালী এবং মহাসরস্বতীও এক এক যুগল সৃষ্টি করলেন। এদের নাম ও রূপের কথাও

নীলকণ্ঠং রক্তবাহুং শ্বেতাঙ্গং চন্দ্রশেখরম্।
জনয়ামাস পুরুষং মহাকালী সিতাং স্ত্রিয়ম্॥ ২১ ॥
স রুদ্রঃ শঙ্করঃ স্থাণুঃ কপর্দী চ ত্রিলোচনঃ।
ত্রয়ী বিদ্যা কামধেনুঃ সা স্ত্রী ভাষাক্ষরা স্বরা॥ ২২ ॥
সরস্বতী স্ত্রিয়ং গৌরীং কৃষ্ণঞ্চ পুরুষং নৃপ।
জনয়ামাস নামানি তয়োরপি বদামি তে॥ ২৩ ॥
বিষ্ণুঃ কৃষ্ণো হৃষীকেশো বাসুদেবো জনার্দনঃ।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী সুন্দরী সুভগা শিবা॥ ২৪ ॥
এবং যুবতয়ঃ সদ্যঃ পুরুষত্বং প্রপেদিরে।
চক্ষুষ্মন্তো নু পশ্যন্তি নেতরেঽতদ্‌বিদো জনাঃ॥ ২৫ ॥

তোমাকে বলছি॥ ২০ ॥ মহাকালী নীলকণ্ঠ, রক্তবাহু, শ্বেতবর্ণ ও ললাটে চন্দ্রমুকুট শোভিত পুরুষ এবং গৌরীদেহা নারী সৃষ্টি করলেন ॥ ২১ ॥ সেই পুরুষ রুদ্র, শঙ্কর, স্থাণু, কপর্দী ও ত্রিলোচন নামে অভিহিত হলেন। সেই নারীর নাম হল ত্রয়ী, বিদ্যা, কামধেনু, ভাষা, অক্ষরা ও স্বরা॥ ২২ ॥ হে রাজন্ ! মহাসরস্বতী গৌরবর্ণা নারী ও শ্যামবর্ণ পুরুষ সৃষ্টি করলেন। সেই দুজনের নামও আমি তোমাকে বলছি ॥ ২৩ ॥ সেই পুরুষের নাম বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, বাসুদেব এবং জনার্দন আর সেই নারীর নাম হয়েছিল উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, সুন্দরী, সুভগা ও শিবা॥ ২৪ ॥ এরপর সেই তিন যুবতীই তৎকালে পুরুষরূপ প্রাপ্ত হলেন। এই বিষয়টি শুধু জ্ঞানীগণই বুঝতে পারে। অজ্ঞানীরা এই রহস্যের তত্ত্ব অবগত হতে পারে না॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মণে প্রদদৌ পত্নীং মহালক্ষ্মীর্নৃপ ত্রয়ীম্।
রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুদেবায় চ শ্রিয়ম্॥ ২৬ ॥

স্বরয়া সহ সম্ভূয় বিরিঞ্চোঽণ্ডমজীজনৎ।
বিভেদ ভগবান্ রুদ্রস্তদ্ গৌর্যা সহ বীর্যবান্॥ ২৭ ॥

অণ্ডমধ্যে প্রধানাদি-কার্যজাতমভূন্নৃপ।
মহাভূতাত্মকং সর্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ২৮ ॥

পুপোষ পালয়ামাস তল্লক্ষ্ম্যা সহ কেশবঃ।
সংজহার জগৎ সর্বং সহ গৌর্যা মহেশ্বরঃ॥ ২৯ ॥

মহালক্ষ্মীর্মহারাজ সর্বসত্ত্বময়ীশ্বরী।
নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানাভিধানভৃৎ॥ ৩০ ॥

হে নৃপ ! মহালক্ষ্মী ব্রহ্মার জন্য ত্রয়ীবিদ্যারূপা সরস্বতীকে পত্নীরূপে সমর্পণ করলেন, রুদ্রকে বরদায়িনী গৌরী এবং ভগবান বাসুদেবের পত্নীরূপে লক্ষ্মীকে প্রদান করলেন ॥ ২৬ ॥ এইভাবে সরস্বতীর সাথে যুক্ত হয়ে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করলেন, পরম পরাক্রমী ভগবান রুদ্র গৌরীর সাথে মিলিত হয়ে সেই অণ্ডকে বিভক্ত করলেন॥ ২৭ ॥ হে রাজন্ ! সেই অণ্ডের মধ্যে প্রধান (মহত্তত্ত্ব) কার্যসমূহ— পঞ্চমহাভূতাত্মক সমস্ত স্থাবর জঙ্গমরূপ জগতের উৎপত্তি হল॥ ২৮ ॥ আবার লক্ষ্মীর সাথে ভগবান বিষ্ণু মিলিত হয়ে সেই জগতের পালন পোষণ করলেন আর প্রলয়কালে গৌরীর সাথে মিলে মহেশ্বর ওই সমগ্র জগৎ সংহার করলেন॥ ২৯ ॥ হে মহারাজ ! মহালক্ষ্মীই সর্বসত্ত্বময়ী তথা সকল প্রকার সত্ত্বের অধীশ্বরী। তিনিই নিরাকার ও সাকাররূপে অবস্থান করে নানাপ্রকার নাম ধারণ করেন॥ ৩০ ॥

নামান্তরৈর্নিরূপ্যৈষা নাম্না নান্যেন কেনচিৎ॥ ওঁ ॥ ৩১ ॥

ইতি প্রাধানিকং[১]রহস্যং সমাপ্তম্।

~~○~~

সগুণবাচক সত্য, জ্ঞান, চিত্ত, মহামায়া, ইত্যাদি নানা নামে এই মহালক্ষ্মীকে বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। কেবল একটিমাত্র নাম (মহালক্ষ্মী) দিয়ে অথবা অন্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে তাঁর বর্ণনা হয় না॥ ৩১ ॥

প্রাধানিক রহস্য সমাপ্ত হল।

~~○~~

---

[১] প্রথম রহস্যে পরাশক্তি মহালক্ষ্মীর স্বরূপ প্রতিপাদন করা হয়েছে ; দেবীর সমস্ত বিকৃতি অর্থাৎ অবতারের প্রধান প্রকৃতি হলেন এই মহালক্ষ্মী। এইজন্য এই প্রকরণকে প্রাকৃতিক অথবা প্রাধানিক রহস্য বলা হয়। এই রহস্য অনুযায়ী মহালক্ষ্মীই সমস্ত প্রপঞ্চ তথা সম্পূর্ণ অবতারগণের আদি কারণ । ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপা প্রকৃতিও ওঁর থেকে আলাদা নয়। স্থূল-সূক্ষ্ম, দৃশ্য-অদৃশ্য অথবা ব্যক্ত-অব্যক্ত—সবই তিনি। ইনি সচ্চিদানন্দময়ী পরমেশ্বরী সূক্ষ্মরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়েও ভক্তের প্রতি কৃপা করার জন্য পরম দিব্য চিন্ময় সগুণরূপেও সদা বিরাজমানা থাকেন। তাঁর সেই শ্রীবিগ্রহের কান্তি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, তিনি চার হাতে মাতুলুঙ্গ (লেবু বা শ্রীফল), গদা, খেট (ঢাল) ও পানপাত্র ধারণ করেন এবং মাথায় নাগ, লিঙ্গ ও যোনি ধারণ করে অবস্থান করেন। ভুবনেশ্বরী-সংহিতার মতে মাতুলুঙ্গ কর্মরাশির, গদা ক্রিয়াশক্তির, খেট জ্ঞানশক্তির এবং পানপাত্র তৃতীয় বৃত্তির (নিজের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপস্থিতির) প্রতীক। এইভাবে নাগ হচ্ছে কালের, যোনি হল প্রকৃতির এবং লিঙ্গ পুরুষের সূচক বলে মনে করা হয়। তাৎপর্য হচ্ছে যে প্রকৃতি, পুরুষ আর কাল—এই তিনেরই অধিষ্ঠান হলেন পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী। সেই চতুর্ভুজা মহালক্ষ্মীর কোন হাতে কোন আয়ুধ আছে এ বিষয়েও মতভেদ আছে। রেণুকা মাহাত্ম্যে বলা হয়েছে, ডান দিকের নীচের হাতে পানপাত্র আর উপরের হাতে গদা আছে, এ বিষয়েও মতভেদ আছে। রেণুকা-মাহাত্ম্যে বলা

হয়েছে, ডান দিকের নীচের হাতে পানপাত্র আর উপরের হাতে গদা রয়েছে। বাঁ দিকের উপরের হাতে খেটক ও নীচের হাতে শ্রীফল রয়েছে, কিন্তু বৈকৃতিক রহস্যে 'দক্ষিনাধঃ করক্রমাৎ' বলে যে ক্রম দেখান হয়েছে সেই অনুযায়ী ডান দিকে নীচের হাতে মাতুলুঙ্গ, উপরের হাতে গদা, বাঁ দিকে নীচের হাতে খেটক আর উপরের হাতে পানপাত্র। চতুর্ভুজা মহালক্ষ্মী ক্রমশঃ তমোগুণ ও সত্ত্বগুণরূপ উপাধির দ্বারা নিজের দুইরূপ প্রকট করেছেন যা নাকি মহাকালী ও মহাসরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। এই দুর্টিই সপ্তশতীর প্রথম চরিত্র ও উত্তর চরিত্রে বর্ণিত মহাকালী ও মহাসরস্বতী থেকে স্বতন্ত্র ; কারণ এই দুজনেই চতুর্ভুজা এবং ঐ চরিত্রে বর্ণিত মহাকালীর দশ ও মহাসরস্বতীর আট হাত, চতুর্ভুজা মহাকালীর হাতে খড়্গ, পানপাত্র, মস্তক আর ঢাল আছে ; এদের ক্রমও আগের মত। চতুর্ভুজা সরস্বতীর হাতে অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা ও পুস্তক শোভা পায়। এদেরও ক্রম পূর্বের মতই। আবার এই তিন দেবী এক একটী যুগল স্ত্রীপুরুষের উৎপন্ন করলেন। মহাকালীর থেকে মহাদেব ও সরস্বতী, মহালক্ষ্মীর থেকে ব্রহ্মা ও লক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতীর থেকে বিষ্ণু ও গৌরী। এঁদের মধ্যে লক্ষ্মী বিষ্ণুর, গৌরী মহাদেবের এবং সরস্বতী ব্রহ্মাকে বরণ করেছেন। পদ্মার সাথে ব্রহ্মা সৃষ্টি, বিষ্ণু পালন এবং রুদ্র সংহার কর্মে নিযুক্ত। এই অবতারদের ক্রম নিম্নপ্রকার—
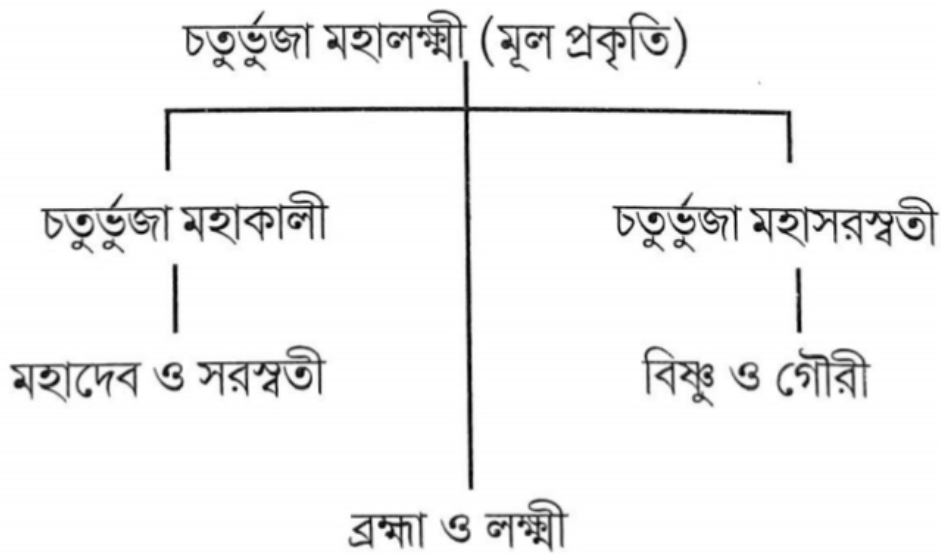
অথ বৈকৃতিকং রহস্যম্

বৈকৃতিক রহস্য

ঋষিরুবাচ

ওঁ ত্রিগুণা তামসী দেবী সাত্ত্বিকী যা ত্রিধোদিতা।
সা শর্বা চণ্ডিকা দুর্গা ভদ্রা ভগবতীর্যতে॥ ১ ॥

যোগনিদ্রা হরেরুক্তা মহাকালী তমোগুণা।
মধুকৈটভনাশার্থং যাং তুষ্টাবাম্বুজাসনঃ॥ ২ ॥

দশবক্ত্রা দশভুজা দশপাদাঞ্জনপ্রভা।
বিশালয়া রাজমানা ত্রিংশল্লোচনমালয়া॥ ৩ ॥

স্ফুরদ্দশনদংষ্ট্রা সা ভীমরূপাপি ভূমিপ।
রূপসৌভাগ্যকান্তীনাং সা প্রতিষ্ঠা মহাশ্রিয়ঃ॥ ৪ ॥

খড়্গ-বাণ-গদা-শূল-শঙ্খ-চক্র-ভুশুণ্ডিভৃৎ ।
পরিঘং কার্মুকং শীর্ষং নিশ্চ্যোতদ্রুধিরং দধৌ॥ ৫ ॥

ঋষি বললেন—হে রাজন্ ! পূর্বে সত্ত্বগুণপ্রধানা ত্রিগুণাত্মিকা যেই মহালক্ষ্মী তামসী ইত্যাদি রূপ অনুসারে তিন স্বরূপের কথা বলা হয়েছে, তিনিই শর্বা, চণ্ডিকা, দুর্গা, ভদ্রা ও ভগবতী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিতা হন॥ ১ ॥ তমোগুণী মহাকালীকে ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রা বলা হয়, মধু ও কৈটভকে বিনাশের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা যাঁর স্তুতি করেছিলেন, তিনিই মহাকালী॥ ২ ॥

তাঁর দশ মুখ, দশহস্ত ও দশপদ। ইনি কাজলের মতো কৃষ্ণবর্ণা এবং ত্রিশটী নয়নমালার সহিত বিরাজিতা॥ ৩ ॥ হে ভূপাল ! সুন্দর ও উজ্জ্বল দন্তযুক্তা যদিও, তাঁর রূপ ভয়ঙ্কর, তথাপি তিনি রূপ, সৌভাগ্য, শান্তি এবং মহা-শ্রীর আশ্রয়॥ ৪ ॥ তাঁর হাতে খড়্গ, বাণ, গদা, শূল, শঙ্খ, চক্র, ভুশুণ্ডি, পরিঘ,

এষা সা বৈষ্ণবী মায়া মহাকালী দুরত্যয়া।
আরাধিতা বশীকুর্যাৎ পূজাকর্তুশ্চরাচরম্॥ ৬ ॥

সর্বদেবশরীরেভ্যো যাহঽবির্ভূতামিতপ্রভা।
ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সাক্ষান্মহিষমর্দিনী॥ ৭ ॥

শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেতস্তনমণ্ডলা।
রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজঙ্ঘোরুরুন্মদা॥ ৮ ॥

সুচিত্রজঘনা চিত্রমাল্যাম্বরবিভূষণা।
চিত্রানুলেপনা কান্তি-রূপ-সৌভাগ্য-শালিনী॥ ৯ ॥

অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী।
আয়ুধান্যত্র বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ॥ ১০ ॥

ধনুক ও রক্তক্ষরণশীল কাটা মুণ্ড॥ ৫ ॥এই মহাকালী ভগবান বিষ্ণুর দুরত্যয়া মায়াশক্তি। ইনি আরাধিতা হলে চরাচর জগৎকে নিজের ভক্তের অধীন করে দেন॥ ৬ ॥ সব দেবতাদের অঙ্গ থেকে যাঁর উৎপত্তি হয়েছিল, তিনি অনন্ত কান্তিযুক্তা সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী, তিনিই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিরূপে পরিচিতা, তিনিই মহিষাসুরমর্দিনী॥ ৭ ॥ তিনি শ্বেতাননা, নীলহস্তা। তাঁর স্তনমণ্ডল অত্যন্ত শ্বেতবর্ণা, কটিদেশ ও চরণযুগল রক্তবর্ণ এবং জঙ্ঘা ও উরু নীলবর্ণ। তিনি অজেয়া, তাই নিজ শৌর্যে উন্মাদিনী॥ ৮ ॥ কটির উপরিভাগ নানাবর্ণে রঞ্জিত, বস্ত্রে আচ্ছাদিত হওয়াতে অপরূপ রূপশোভিতা। তাঁর মালা, বস্ত্র, আভূষণ ও অঙ্গরাগ সবই বিচিত্র। তিনি কান্তি, রূপ ও সৌভাগ্য-মণ্ডিতা॥ ৯ ॥ যদিও তিনি সহস্রভুজা, তথাপি অষ্টাদশভুজারূপে পূজ্যা। তাঁর ডানদিকের নীচের হাত থেকে পরের হাত এবং বাঁ দিকের উপরের হাত থেকে নীচের হাত পর্যন্ত আয়ুধের বর্ণনা এখানে করা হচ্ছে ॥ ১০ ॥

অক্ষমালা চ কমলং বাণোঽসিঃ কুলিশং গদা।
চক্রং ত্রিশূলং পরশুঃ শঙ্খো ঘণ্টা চ পাশকঃ॥ ১১ ॥
শক্তির্দণ্ডশ্চর্ম চাপং পানপাত্রং কমণ্ডলুঃ।
অলঙ্কৃতভুজামেভিরায়ুধৈঃ কমলাসনাম্॥ ১২ ॥
সর্বদেবময়ীমীশাং মহালক্ষ্মীমিমাং নৃপ।
পূজয়েৎ সর্বলোকানাং স দেবানাং প্রভুর্ভবেৎ॥ ১৩ ॥
গৌরীদেহাৎ সমুদ্ভূতা যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া।
সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুর-নিবর্হিণী॥ ১৪ ॥
দধৌ চাষ্টভুজা বাণমুসলে শূলচক্রভৃৎ।
শঙ্খং ঘণ্টাং লাঙ্গলঞ্চ কার্মুকং বসুধাধিপ॥ ১৫ ॥
এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি।
নিশুম্ভমথিনী দেবী শুম্ভাসুরনিবর্হিণী॥ ১৬ ॥

অক্ষমালা, কমল, বাণ, খড়্গ, বজ্র, গদা, চক্র, ত্রিশূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা, পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম (ঢাল), ধনুক, পানপাত্র ও কমণ্ডলু—এই আঠারটি আয়ুধে তাঁর হস্তগুলি বিভূষিত। তিনি কমলাসনে বিরাজিতা, তিনি সর্বদেবময়ী ঈশ্বরী। হে রাজন্, এই মহালক্ষ্মী দেবীকে যে পূজা করে, সে সর্বলোকের ও দেবগণের প্রভু হন॥ ১১-১৩॥

যে সত্ত্বগুণময়ী দেবী পার্বতীর শরীর থেকে সমুদ্ভূতা হয়েছিলেন এবং যিনি শুম্ভ-নামক দৈত্যকে নিধন করেন, তাঁকে সাক্ষাৎ সরস্বতী বলা হয়॥ ১৪ ॥ হে পৃথিবীপতে ! ইনি অষ্টভুজা এবং তিনি এই আট হাতে ক্রমশঃ বাণ, মুসল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘন্টা, লাঙ্গল ও ধনুক ধরে রয়েছেন॥ ১৫ ॥ নিশুম্ভমর্দিনী শুম্ভাসুরনাশিনী দেবী ভক্তিপূর্বক পূজিতা হলে তিনি সর্বজ্ঞত্ব প্রদান করেন॥ ১৬ ॥

ইত্যুক্তানি স্বরূপাণি মূর্তীনাং তব পার্থিব।
উপাসনং জগন্মাতুঃ পৃথগাসাং নিশাময়॥ ১৭ ॥

মহালক্ষ্মীর্যদা পূজ্যা মহাকালী সরস্বতী।
দক্ষিণোত্তরয়োঃ পূজ্যে পৃষ্ঠতো মিথুনত্রয়ম্॥ ১৮ ॥

বিরিঞ্চিঃ স্বরয়া মধ্যে রুদ্রো গৌর্যা চ দক্ষিণে।
বামে লক্ষ্ম্যা হৃষীকেশঃ পুরতো দেবতাত্রয়ম্॥ ১৯ ॥

অষ্টাদশভুজা মধ্যে বামে চাস্যা দশাননা।
দক্ষিণেঽষ্টভুজা লক্ষ্মীর্মহতীতি সমর্চয়েৎ॥ ২০ ॥

অষ্টাদশভুজা চৈষা যদা পূজ্যা নরাধিপ।
দশাননা চাষ্টভুজা দক্ষিণোত্তরয়োস্তদা॥ ২১ ॥

কালমৃত্যূ চ সম্পূজ্যৌ সর্বারিষ্টপ্রশান্তয়ে।
যদা চাষ্টভুজা পূজ্যা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী॥ ২২ ॥

হে নৃপ! এইভাবে মহাকালী ইত্যাদি তিন মূর্তির স্বরূপ তোমাকে বলা হল, এইবার জগন্মাতা মহালক্ষ্মী তথা এই মহাকালী আদি তিন মূর্তির পৃথক পৃথক উপাসনা শ্রবণ করো॥ ১৭ ॥ যখন মহালক্ষ্মীর পূজা করবে, তখন তাঁকে মধ্যে স্থাপিত করে দক্ষিণে বা বামে যথাক্রমে মহাকালী ও মহাসরস্বতীকে পূজা করবে এবং পৃষ্ঠভাগে (পশ্চাতে) যুগল-মূর্তি রূপে তিন দেবতার পূজা করবে॥ ১৮ ॥ মহালক্ষ্মীর ঠিক পেছনে মধ্যভাগে সরস্বতীর সাথে ব্রহ্মার পূজা করবে। তাঁর ডান দিকে গৌরীর সাথে রুদ্রের পূজা করবে তথা বামদিকে লক্ষ্মীর সঙ্গে বিষ্ণুর পূজা করবে। মহালক্ষ্মী প্রভৃতি তিন দেবীর সামনে নিম্ন লিখিত তিন দেবীরও পূজা করা উচিত ॥১৯॥ মধ্যস্থ মহালক্ষ্মীর আগে মধ্যভাগে অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মীর পূজা করবে।তাঁর বামদিকে দশাননা মহাকালী তথা ডানদিকে অষ্টভুজা মহাসরস্বতীর পূজা করবে॥ ২০ ॥ হে রাজন্! যখন কেবলমাত্র অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মী অথবা দশাননা কালী বা

নবাস্যাঃ শক্তয়ঃ পূজ্যাস্তদা রুদ্রবিনায়কৌ।
নমো দেব্যা ইতি স্তোত্রৈর্মহালক্ষ্মীং সমর্চয়েৎ॥ ২৩ ॥

অবতারত্রয়ার্চায়াং স্তোত্রমন্ত্রাস্তদাশ্রয়াঃ।
অষ্টাদশভুজা চৈষা পূজ্যা মহিষমর্দিনী॥ ২৪ ॥

মহালক্ষ্মীর্মহাকালী সৈব প্রোক্তা সরস্বতী।
ঈশ্বরী পুণ্যপাপানাং সর্বলোকমহেশ্বরী॥ ২৫ ॥

মহিষান্তকরী যেন পূজিতা স জগৎপ্রভুঃ।
পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্॥ ২৬ ॥

অষ্টভুজা সরস্বতীর পূজা করবে, তখন সমস্ত অরিষ্ট (বিঘ্ন) প্রশান্তির জন্য তাঁর ডানদিকে কালের এবং বামদিকে মৃত্যুরও ভালভাবে পূজা করবে। যখন শুম্ভাসুরনাশিনী অষ্টভুজা দেবীর পূজা করবে, তখন তাঁর সাথে তাঁর নবশক্তির আর ডানদিকে রুদ্র এবং বামদিকে গণেশেরও পূজা করবে (ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, শিবদূতী ও চামুণ্ডা— এই হল নবশক্তি)। 'নমো দেব্যৈ............' এই স্তোত্রে মহালক্ষ্মীর পূজা করবে॥ ২১-২৩॥

দেবীর তিন অবতারের পূজার সময় সেই সেই চরিত্রের যেই যেই স্তোত্র আর মন্ত্র আছে তার যথাযুক্ত প্রয়োগ করবে। অষ্টাদশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী মহালক্ষ্মীও বিশেষরূপে পূজনীয়া। কারণ তিনিই মহালক্ষ্মী, মহাকালী ও মহাসরস্বতীরূপে খ্যাতা। তিনিই পাপপুণ্যের ফলদাত্রী ও সর্বলোকের মহেশ্বরী॥ ২৪-২৫ ॥ মহিষাসুর নাশিনী মহালক্ষ্মীকে যে ভক্তিভরে পূজা করে, সে সংসারের প্রভুত্ব লাভ করে। অতএব জগদ্ধাত্রী ভক্তবৎসলা ভগবতী চণ্ডিকাকে অবশ্যই পূজা করবে॥ ২৬ ॥

অর্ঘ্যাদিভিরলঙ্কারৈর্গন্ধপুষ্পৈস্তথাক্ষতৈঃ ।
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নানাভক্ষ্যসমন্বিতৈঃ॥ ২৭ ॥
রুধিরাক্তেন বলিনা মাংসেন সুরয়া নৃপ।
(বলিমাংসাদিপূজেয়ং বিপ্রবর্জ্যা ময়েরিতা॥
তেষাং কিল সুরামাংসৈর্নোক্তা পূজা নৃপ ক্বচিৎ।)
প্রণামাচমনীয়েন চন্দনেন সুগন্ধিনা॥ ২৮ ॥
সকর্পূরৈশ্চ তাম্বূলৈর্ভক্তিভাবসমন্বিতৈঃ।
বামভাগেঽগ্রতো দেব্যাশ্ছিন্নশীর্ষং মহাসুরম্॥ ২৯ ॥
পূজয়েন্মহিষং যেন প্রাপ্তং সাযুজ্যমীশয়া।
দক্ষিণে পরতঃ সিংহং সমগ্রং ধর্মমীশ্বরম্॥ ৩০ ॥

অর্ঘ্যাদি, অলঙ্কারাদি, গন্ধ, পুষ্প, আতপচাল, ধূপ, দীপ ও নানা আহার্য সমন্বিত নৈবেদ্যাদি, রক্তসিঞ্চিত বলি, মাংস তথা মদিরা দিয়েও দেবীর পূজা হয়।[১] (হে রাজন্! বলি এবং মাংস ইত্যাদি দিয়ে পূজা অব্রাহ্মণদের জন্য বলা হয়েছে। অন্যান্যদের জন্য মদ ও মাংস দিয়ে পূজার বিধান কোথাও নেই।) প্রণাম, আচমনীয়, সুগন্ধি চন্দন, কর্পূরযুক্ত তাম্বূলাদি উপচার দিয়ে ভক্তিভাবে দেবীর পূজা করবে। দেবীর সামনে বাম দিকে দেবীর সাযুজ্যপ্রাপ্ত ছিন্নশির মহাদৈত্য মহিষাসুরের পূজা করবে। এইভাবে দেবীর সামনে ডানদিকে তাঁর বাহন সিংহের পূজা করবে। এই সিংহ সর্ব ধর্মের প্রতীক এবং ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত হয়ে এই চরাচর জগৎ ধারণ করে রয়েছে।

তারপর বুদ্ধিমান পুরুষ একাগ্রচিত্তে দেবীর স্তব করবে। তারপর কৃতাঞ্জলি হয়ে পূর্বোক্ত তিন চরিত্রসমূহ দ্বারা স্তব করবে। কেউ যদি একটি চরিত্র দিয়ে স্তব

---

[১]*(যারা মদ-মাংস ভক্ষণ করে তাদের জন্য মদ-মাংসের পূজা বিহিত। শেষোক্ত ব্যক্তিদের মদমাংস দিয়ে পূজা না করাই উচিত।)*

বাহনং পূজয়েদ্দেব্যা ধৃতং যেন চরাচরম্।
কুর্যাচ্চ স্তবনং ধীমাংস্তস্যা একাগ্রমানসঃ ॥ ৩১ ॥

ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তুবীত চরিতৈরিমৈঃ।
একেন বা মধ্যমেন নৈকেনেতরয়োরিহ॥ ৩২ ॥

চরিতার্দ্ধং তু ন জপেজ্জপঞ্চিদ্রমবাপ্নয়াৎ ।
প্রদক্ষিণা-নমস্কারান্ কৃত্বা মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩৩ ॥

ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং মুহুর্মুহুরতন্দ্রিতঃ।
প্রতিশ্লোকঞ্চ জুহুয়াৎ পায়সং তিলসর্পিষা॥ ৩৪ ॥

জুহুয়াৎ স্তোত্রমন্ত্রৈর্বা চণ্ডিকায়ৈ শুভং হবিঃ।
ভূয়ো নামপদৈর্দেবীং পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ॥ ৩৫ ॥

প্রযতঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্বঃ প্রণম্যারোপ্য চাত্মনি।
সুচিরং ভাবয়েদীশাং চণ্ডিকাং তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৩৬ ॥

করতে চায়, তবে কেবলমাত্র মধ্যমচরিত্রের দ্বারা পাঠ করে নেবে। কিন্তু প্রথম আর উত্তর চরিত্র দিয়ে কেবলমাত্র একবার পাঠ করবে না। অর্দ্ধেক চরিত্রের পাঠ করাও নিষিদ্ধ। যে অর্দ্ধেক চরিত্রের পাঠ করে, তার পাঠ নিষ্ফল হয়। পাঠ শেষে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করবে এবং নিরলস হয়ে জগদম্বার উদ্দেশ্যে মস্তকে কৃতাঞ্জলি হয়ে বারংবার ত্রুটি বা অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সপ্তশতীর প্রতিটি শ্লোক মন্ত্রস্বরূপ, তিলযুক্ত ঘৃত ও পায়েস দিয়ে হোম করবে॥ ২৭-৩৪ ॥ অথবা সপ্তশতীতে যে স্তোত্রগুলি আছে সেই মন্ত্রগুলি দিয়ে চণ্ডিকার উদ্দেশ্যে পবিত্র হবি দিয়ে হোম করবে। যজ্ঞের পরে একাগ্রচিত্ত হয়ে মহালক্ষ্মী দেবীর নামমন্ত্র উচ্চারণ করে আবার তাঁর পূজা করবে॥ ৩৫ ॥ নিজের মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত রেখে কৃতাঞ্জলি হয়ে বিনীতভাবে দেবীকে প্রণাম করে হৃদয়ে স্থাপিত করে দীর্ঘকাল চণ্ডিকাদেবীর ভাবনা করতে করতে

এবং যঃ পূজয়েদ্ ভক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্।
ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৭ ॥
যো ন পূজয়তে নিত্যং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্।
ভস্মীকৃত্যাস্য পুণ্যানি নির্দহেৎ পরমেশ্বরী॥ ৩৮ ॥
তস্মাৎ পূজয় ভূপাল সর্বলোকমহেশ্বরীম্।
যথোক্তেন বিধানেন চণ্ডিকাং সুখমাপ্স্যসি॥ ৩৯ ॥

ইতি বৈকৃতিক রহস্যং সমাপ্তম্।

~~০~~

তন্ময় হবে ॥ ৩৬ ॥ এইভাবে যে প্রতিদিন ভক্তিপূর্বক পরমেশ্বরীর পূজা করে, সে বাঞ্ছিত বস্তু ভোগ করে অন্তকালে দেবীর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়॥ ৩৭ ॥ ভক্তবৎসলা চণ্ডীর পূজা প্রতিদিন যে না করে ভগবতী পরমেশ্বরী তার পুণ্য ভস্মীভূত করেন॥ ৩৮ ॥ এইজন্য হে রাজন্ ! যথোক্তবিধানে সর্বলোকমহেশ্বরী চণ্ডিকার পূজা করবে। তাহলে ইহলোকে ও পরলোকে সুখ প্রাপ্ত হবে[১] ॥ ৩৯ ॥

বৈকৃতিক রহস্য সমাপ্ত হল।

~~০~~

---

[১] পূর্বোক্ত প্রাকৃতিক ও প্রাধানিক রহস্যে কারণাত্মক প্রকৃতিভূতা মহালক্ষ্মীর স্বরূপ তথা অবতারগণের বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রকৃতির সাথে বিকৃতির ধ্যান, পূজা, উপচার ও পূজার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে ; তাই একে বৈকৃতিক রহস্য বলা হয়। এর মধ্যে প্রথমে সপ্তশতীর তিন চরিত্রের—মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর ধ্যান বর্ণনা করা হয়েছে ; এখানে মহাকালী দশভুজা, মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা, আর মহাসরস্বতী অষ্টভুজা। এই দেবীদের হাতের অস্ত্র যেই ক্রমে বলা হয়েছে তা হল ডান দিকে নীচের হাত থেকে উপরে আর বাঁ দিকে

উপরের হাত থেকে নীচে এইভাবে। যেমন মহাকালীর দশ হাতের মধ্যে ডান দিকে পাঁচ আর বাঁদিকে পাঁচ হাত। ডানদিকের হাতে ক্রমশঃ নীচের থেকে ওপরে খড়্গ, বাণ, গদা, শূল আর চক্র ; এবং বাঁদিকে উপর থেকে নীচে শঙ্খ, ভুশুণ্ডি, পরিঘ, ধনুক এবং ছিন্নমুণ্ড। এইরকমই অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মীর ডানদিকের নয় হাতে নীচ থেকে ওপরে ক্রমশঃ অক্ষমালা, পদ্ম, বাণ, খড়্গ, বজ্র, গদা, চক্র, ত্রিশূল ও পরশু এবং বাঁ দিকের হাতে ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত শঙ্খ, ঘন্টা, পাশ, শক্তি, দণ্ড, ঢাল, ধনুক, পানপাত্র ও কমণ্ডলু। অষ্টভুজা মহাসরস্বতীরও ডানদিকের চার হাতে বাণ, মুশল, শূল আর চক্র এবং বাঁদিকের চার হাতে শঙ্খ, ঘন্টা, লাঙ্গল আর ধনুক। এই তিন দেবীর ধ্যানের বিষয়ে অন্য সব বর্ণনা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এরপর এঁদের সকলের উপাসনার ক্রম বলা হয়েছে। মধ্যিখানে চতুর্ভুজা মহালক্ষ্মীকে স্থাপিত করে তার ডানদিকে চতুর্ভুজা মহাকালী আর বাঁদিকে চতুর্ভুজা মহাসরস্বতীকে স্থাপন করবে। মহাকালীর পৃষ্ঠভাগে তৎসহ দক্ষিণ অঙ্গে রুদ্র এবং বামঅঙ্গে গণেশের পূজা করাও আবশ্যক। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করবে। তারপর চতুর্ভুজা মহালক্ষ্মীর সামনে মধ্যস্থলে অষ্টাদশভুজাকে বসাবে। এঁর মুখ চতুর্ভুজা মহালক্ষ্মীর দিকে হবে। অষ্টাদশভুজার ডানদিকে অষ্টভুজা মহাসরস্বতী আর বাঁদিকে দশাননা মহাকালী থাকবে। যদি শুধুমাত্র অষ্টাদশভুজা বা দশাননা অথবা অষ্টভুজার পূজা করতে হয়, তাহলে এদের মধ্যে কোনও একজন অভীষ্ট দেবীকে বসিয়ে তার ডানদিকে কাল আর বাঁদিকে মৃত্যুকে বসাবে। অষ্টভুজার পূজায় কিছু বিশিষ্টতা আছে। যদি কেবলমাত্র অষ্টভুজার পূজা করতে হয়, তাহলে তার সাথে তাঁর ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, শিবদূতী ও চামুণ্ডা— এই নয় শক্তিরও পূজা করা প্রয়োজন। রুদ্র-গৌরী, মহালক্ষ্মীর পৃষ্ঠভাগে ব্রহ্মা-সরস্বতী এবং মহাসরস্বতীর পৃষ্ঠভাগে কাল এবং মৃত্যুর পূজাও আগে যেরকম বলা হয়েছে সেরকম করা প্রয়োজন। কেউ কেউ শৈলপুত্রী প্রভৃতিকে নবদুর্গার নটি শক্তি বলে মানে ; কিন্তু সেটা ঠিক নয়। কারণ এদের কাউকেই অষ্টভুজার শক্তি হিসেবে কোথাও বলা হয়নি। এইসকল ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তিও মহাসরস্বতীর শরীর থেকে আবির্ভূতা ; সুতরাং এঁরাই তাঁর নবশক্তি। অষ্টাদশভুজা দেবীর সামনে দক্ষিণদিকে সিংহ আর বাঁদিকে মহিষের পূজা করবে। কেউ কেউ বলেন যে 'অষ্টাদশভুজা দেবীর পূজা করার সময় তাঁর ডান দিকে দশাননা এবং বাঁদিকে অষ্টভুজারও পূজা করা দরকার। কেবলমাত্র দশাননার পূজা করতে হলে তার সাথে ডানদিকে কাল আর বাঁদিকে মৃত্যুর পূজা করা এবং শুধুমাত্র অষ্টভুজার পূজার সময় তাঁর সাথে

পূর্বোক্ত নবশক্তি ও রুদ্রবিনায়কেরও পূজা করা প্রয়োজন।' এইরকম ক্রমবিভাগ দেখতে সুন্দর হলেও মূলপাঠের প্রতিকূল। কেউ কেউ আবার বলেন যে, অষ্টাদশভুজা ইত্যাদির মধ্যে যাঁকে মুখ্যভাবে পূজা করবে, তাঁকে মাঝখানে বসিয়ে ডাইনে আর বাঁয়ে শেষ দুই দেবীকে বসাও এবং মাঝখানে বসান দেবীর ডাইনে-বাঁয়ে রুদ্র-বিনায়ককে বসিয়ে সকলের পূজা করো। এই ক্রমও মূলতঃ ঠিক নয়। কেউ কেউ অষ্টভুজার পূজায় বিকল্প মনে করে। তাদের মতে অষ্টভুজার সাথে হয় কাল ও মৃত্যুরই পূজা করো নয়ত নটিশক্তির সাথে রুদ্রবিনায়ককেই পূজা করো ; সকলকে একসাথে নয়। কিন্তু এই মতেরও কোন যথাযোগ্য প্রমাণ নেই। নীচে সমষ্টি-উপাসনা ও ব্যষ্টি উপাসনার ক্রম স্পষ্টভাবে দেওয়া হল—

(সমষ্টি-উপাসনা)

রুদ্র- গৌরী	ব্রহ্মা-সরস্বতী	বিষ্ণু-লক্ষ্মী
চতুর্ভুজা মহাকালী	চতুর্ভুজা মহালক্ষ্মী	চতুর্ভুজা মহাসরস্বতী
দশাননা দশভুজা	অষ্টাদশভুজা	অষ্টভুজা

(ব্যষ্টি-উপাসনা)

অষ্টাদশভুজা-পূজা			দশানন-পূজা			অষ্টভুজা-পূজা		
কাল	অষ্টাদশভুজা দেবী	মৃত্যু	কাল	দশাননা দেবী	মৃত্যু	কাল রুদ্র	অষ্টভুজা দেবী	মৃত্যু বিনায়ক
	সিংহ মহিষ						নয়টি শক্তি	

~~○~~

অথ মূর্তিরহস্যম্[1]

মূর্তিরহস্য

ঋষিরুবাচ

ওঁ নন্দা ভগবতী নাম যা ভবিষ্যতি নন্দজা।
স্তুতা সা পূজিতা ভক্ত্যা বশীকুর্যাজ্জগৎত্রয়ম্॥ ১ ॥

কনকোত্তমকান্তিঃ সা সুকান্তিকনকাম্বরা।
দেবী কনকবর্ণাভা কনকোত্তমভূষণা॥ ২ ॥

কমলাঙ্কুশপাশাব্জৈরলঙ্কৃত-চতুর্ভুজা।
ইন্দিরা কমলা লক্ষ্মীঃ সা শ্রী রুক্মাম্বুজাসনা॥ ৩ ॥

যা রক্তদন্তিকা নাম দেবী প্রোক্তা ময়ানঘ।
তস্যাঃ স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু সর্বভয়াপহম্॥ ৪ ॥

ঋষি বললেন—হে রাজন্ ! নন্দ থেকে উৎপন্ন হবেন যে নন্দা নাম্নী দেবী, সেই দেবীর ভক্তিভরে স্তুতি ও পূজা করলে তিনি তাঁর উপাসককে ত্রিলোকের অধীশ্বর করেন॥ ১ ॥ তিনি উজ্জ্বল-সুবর্ণ কান্তিযুক্তা। তিনি স্বর্ণপ্রভ বস্ত্রপরিহিতা। তিনি কনকবর্ণা ও উত্তম স্বর্ণালঙ্কারশোভিতা॥ ২ ॥ তাঁর চারটী হাত পদ্ম, অঙ্কুশ, পাশ ও শঙ্খে শোভিত। তিনি ইন্দিরা, কমলা, লক্ষ্মী, শ্রী ও রুক্মাম্বুজাসনা (সুবর্ণময় কমলের আসনে অধিষ্ঠিতা) ইত্যাদি নামে বন্দিতা॥ ৩ ॥ হে নিষ্পাপ নরেশ ! প্রথমে আমি রক্তদন্তিকা দেবীর স্বরূপ বর্ণনা করব, শোনো। তিনি সর্বভয়নাশিনী॥ ৪ ॥

---

[1]*দেবীর অঙ্গভূতা ছয় দেবী—নন্দা, রক্তদন্তিকা, শাকম্ভরী, দুর্গা, ভীমা ও ভ্রামরী। এঁরা দেবীর সাক্ষাৎ মূর্তি, এঁদের প্রতিপাদন করা হচ্ছে বলে এই প্রসঙ্গকে মূর্তিরহস্য বলা হয়।*

রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা রক্তসর্বাঙ্গভূষণা।
রক্তায়ুধা রক্তনেত্রা রক্তকেশাতিভীষণা॥ ৫ ॥

রক্ততীক্ষ্ণনখা রক্তদশনা রক্তদন্তিকা।
পতিং নারীবানুরক্তা দেবী ভক্তং ভজেজ্জনম্॥ ৬ ॥

বসুধেব বিশালা সা সুমেরুযুগলস্তনী।
দীর্ঘৌ লম্বাবতিস্থূলৌ তাবতীব মনোহরৌ॥ ৭ ॥

কর্কশাবতিকান্তৌ তৌ সর্বানন্দপয়োনিধী।
ভক্তান্ সম্পায়য়েদ্দেবী সর্বকামদুঘৌ স্তনৌ॥ ৮ ॥

খড়্গং পাত্রঞ্চ মুসলং লাঙ্গলঞ্চ বিভর্তি সা।
আখ্যাতা রক্তচামুণ্ডা দেবী যোগেশ্বরীতি চ॥ ৯ ॥

অনয়া ব্যাপ্তমখিলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
ইমাং যঃ পূজয়েদ্ ভক্ত্যা স ব্যাপ্নোতি চরাচরম্॥ ১০ ॥

তিনি রক্তবসনা, রক্তবর্ণা, রক্তবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিতা। তাঁর অস্ত্র-শস্ত্র, নেত্র, কেশ, তীক্ষ্ণ নখসমূহ ও দন্তপংক্তি, সবই রক্তবর্ণ ; এইজন্য তিনি রক্তদন্তিকা নামে অভিহিতা এবং অতিভীষণদর্শনা। নারী যেমন পতির প্রতি অনুরক্তা হন, দেবীও তাঁর ভক্তের প্রতি (মায়ের মতো) স্নেহশীলা হয়ে অনুরাগিণী হন ॥ ৫-৬ ॥

দেবী রক্তদন্তিকার শরীর বিশ্বের মতো বিশাল। তাঁর স্তনযুগল সুমেরু পর্বতের মতো লম্বা, দীর্ঘ, অতিস্থূল, অতীব মনোহর, কর্কশ হয়েও অত্যন্ত কমনীয় এবং পূর্ণানন্দসমুদ্র। সর্বকামনাপূরক সেই স্তন দুটী দেবী তাঁর ভক্তদের পান করিয়ে থাকেন॥ ৭-৮ ॥ তাঁর চার হাতে তিনি খড়্গ, পানপাত্র, মুসল ও লাঙ্গল ধারণ করেন। তিনিই রক্তচামুণ্ডা ও যোগেশ্বরী দেবী নামে অভিহিতা হন॥ ৯ ॥ সমগ্র চরাচর জগৎ তাঁর দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই রক্তদন্তিকা দেবীকে যে ভক্তিভরে পূজা করে সে নিজেও চরাচর জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় ॥ ১০ ॥

(ভুক্তা ভোগান্ যথাকামং দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।)
অধীতে য ইমং নিত্যং রক্তদন্তা-বপুঃস্তবম্।
তং সা পরিচরেদ্দেবী পতিং প্রিয়মিবাঙ্গনা॥ ১১ ॥

শাকম্ভরী নীলবর্ণা নীলোৎপলবিলোচনা।
গম্ভীরনাভিস্ত্রিবলী-বিভূষিত-তনূদরী ॥ ১২ ॥

সুকর্কশ-সমোত্তুঙ্গ-বৃত্তপীনঘনস্তনী।
মুষ্টিং শিলীমুখাপূর্ণং কমলং কমলালয়া॥ ১৩ ॥

পুষ্পপল্লবমূলাদি-ফলাঢ্যং শাকসঞ্চয়ম্।
কাম্যানন্তরসৈর্যুক্তং ক্ষুৎ-তৃণ্মৃত্যু-ভয়াপহম্॥ ১৪ ॥

কার্মুকঞ্চ স্ফুরৎকান্তি বিভ্রতী পরমেশ্বরী।
শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা॥ ১৫ ॥

বিশোকা দুষ্টদমনী শমনী দুরিতাপদাম্।
উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকা সা চ পার্বতী॥ ১৬ ॥

(সে যথেষ্ট ভোগ উপভোগ করে পরিশেষে দেবীর সাথে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়)। যে রক্তদন্তিকা দেবীর মূর্তির স্তব নিত্য পাঠ করে, দেবী স্নেহভরে তার প্রতিপালনরূপ পরিচর্যা করেন—যেমনভাবে নারী তার প্রিয়তম পতিকে পরিচর্যা করে॥ ১১ ॥ শাকম্ভরী দেবী নীলবর্ণা। তাঁর চোখ নীলপদ্মের মতো, নাভিদেশ গভীর এবং ত্রিবলীভূষিত উদর (মধ্যভাগ) ক্ষীণ॥ ১২ ॥ তাঁর স্তনযুগল সুকর্কশ, সমান, উন্নত, সুগোল, স্থূল এবং ঘনসন্নিবিষ্ট। সেই পরমেশ্বরী কমলাসনা এবং হাতে বাণপূর্ণ মুষ্টি, পদ্ম, শাকসমূহ ও প্রকাশমান ধনুক ধারণ করেন। ঐ শাকসমূহ অনন্ত মনোবাঞ্ছিত রসযুক্ত এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও মৃত্যুভয়নাশক এবং ফুল, পল্লব, মূলাদি ও ফলযুক্ত। এই শাকম্ভরী দেবীকেই শতাক্ষী তথা দুর্গা বলা হয়॥ ১৩-১৫ ॥ তিনি শোকরহিতা, দুষ্টদমনী এবং পাপ ও বিপদতারিণী। উমা, গৌরী, সতী, চণ্ডী, কালিকা ও পাবর্তীও

শাকম্ভরীং স্তুবন্ ধ্যায়ন্ জপন্ সম্পূজয়ন্নমন্।
অক্ষয্যমশ্নুতে শীঘ্রমন্নপানামৃতং ফলম্॥ ১৭ ॥

ভীমাপি নীলবর্ণা সা দংষ্ট্রাদশন-ভাসুরা।
বিশাললোচনা নারী বৃত্তপীন-পয়োধরা॥ ১৮ ॥

চন্দ্রহাসঞ্চ ডমরুং শিরঃ পাত্রঞ্চ বিভ্রতী।
একবীরা কালরাত্রিঃ সৈবোক্তা কামদা স্তুতা॥ ১৯ ॥

তেজোমণ্ডলদুর্ধর্ষা ভ্রামরী চিত্রকান্তিভৃৎ।
চিত্রানুলেপনা দেবী চিত্রাভরণভূষিতা॥ ২০ ॥

চিত্রভ্রমরপাণিঃ সা মহামারীতি গীয়তে।
ইত্যেতা মূর্তয়ো দেব্যা যাঃ খ্যাতা বসুধাধিপ॥ ২১ ॥

জগন্মাতুশ্চণ্ডিকায়াঃ কীর্তিতাঃ কামধেনবঃ।
ইদং রহস্যং পরমং ন বাচ্যং কস্যচিৎ ত্বয়া॥ ২২ ॥

তিনিই॥ ১৬ ॥ শাকম্ভরী দেবীর স্তুতি, ধ্যান, জপ, পূজা ও বন্দনা করলে শীঘ্রই অন্ন, পান ও অমৃতরূপ অক্ষয় ফল লাভ হয়॥ ১৭ ॥

ভীমাদেবীও নীলবর্ণা। তাঁর দাড়া (লম্বা দাঁত) ও দন্তপংক্তি উজ্জ্বল। তাঁর নয়নদ্বয় বিশাল, তিনি স্ত্রীরূপা। তাঁর স্তনযুগল গোলাকার ও স্থূল। তিনি নিজের হাতে চন্দ্রহাসনামক খড়্গ, ডমরু, মস্তক ও পানপাত্র ধারণ করেন। তিনিই একবীরা, কালরাত্রি তথা কামদা নামে উক্তা ও স্তুতা হন॥ ১৮-১৯ ॥

ভ্রামরী দেবী বিচিত্র (নানারকম) বর্ণধারিণী। তাঁর তেজোমণ্ডলের দরুন তাঁকে দুর্দ্ধর্ষা দেখায়। তিনি নানাবর্ণ অনুলেপনে অনুলিপ্তা ও বিচিত্র অলঙ্কার-বিভূষিতা॥ ২০ ॥ চিত্রভ্রমরপাণি ও মহামারী ইত্যাদি নামে তাঁর মহিমা গীত হয়। হে রাজন্ ! এইভাবে জগন্মাতা চণ্ডিকা দেবীর এইসব মূর্তি বর্ণিত হল॥ ২১ ॥ এই সকল কীর্তন করলে তিনি কামধেনুর মতো সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন। ইহা এক পরম গোপনীয় রহস্য। এই রহস্য যাকে-তাকে বলা উচিত

ব্যাখ্যানং দিব্যমূর্তীনামভীষ্টফলদায়কম্।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন দেবীং জপ নিরন্তরম্॥ ২৩॥
সপ্তজন্মার্জিতৈর্ঘোরৈর্ব্রহ্মহত্যাসমৈরপি ।
পাঠমাত্রেণ মন্ত্রাণাং মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ॥ ২৪ ॥
দেব্যা ধ্যানং ময়া খ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং মহৎ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সর্বকামফলপ্রদম্॥ ২৫ ॥
(এতস্যাস্ত্বং প্রসাদেন সর্বমান্যো ভবিষ্যসি।
সর্বরূপময়ী দেবী সর্বং দেবীময়ং জগৎ।
অতোঽহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্।)

ইতি মূর্তিরহস্যং সম্পূর্ণম্[১] ।

~~O~~

নয়॥ ২২ ॥ দিব্যমূর্তির এই আখ্যান মনোবাঞ্ছাপূরণকারী, সুতরাং সর্বপ্রযত্নে তুমি নিরন্তর দেবীর জপ (আরাধনা) করতে থাক॥ ২৩ ॥ সপ্তশতীর পাঠমাত্রই মানুষ সপ্তজন্মার্জিত ব্রহ্মহত্যাদিরূপ ঘোর পাপ এবং সমস্ত কলুষ থেকে বিমুক্ত হয়॥ ২৪ ॥

এইজন্য আমি পূর্ণ প্রযত্ন করে গুহ্য থেকে গুহ্যতর ধ্যানের বর্ণনা করলাম, যা নাকি সমস্ত মনোবাঞ্ছা-পূরণকারী॥ ২৫ ॥ (তাঁর কৃপায় তুমি সর্বমান্য হবে। দেবী সর্বরূপময়ী আর সমস্ত জগৎ দেবীময়ী। অতএব আমি সেই বিশ্বরূপা পরমেশ্বরীকে প্রণাম করি।)

মূর্তিরহস্য সম্পূর্ণ হল।

~~O~~

---

[১] তারপর প্রারম্ভে বর্ণিত নিয়মে শাপোদ্ধার করার পর পরের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ক্ষমা-প্রার্থনা শ্লোক পাঠ করে দেবীর কাছে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

ক্ষমা প্রার্থনা

অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়মিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি॥ ১ ॥

আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জনম্।
পূজাং চৈব ন জানামি ক্ষম্যতাং পরমেশ্বরি ॥ ২ ॥

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরি।
যৎ পুজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥ ৩ ॥

অপরাধশতং কৃত্বা জগদম্বেতি চোচ্চরেৎ।
যাং গতিং সমবাপ্নোতি ন তাং ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ॥ ৪ ॥

সাপরাধোঽস্মি শরণং প্রাপ্তস্ত্বাং জগদম্বিকে।
ইদানীমনুকম্প্যোঽহং যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৫ ॥

হে পরমেশ্বরি ! প্রতি দিন আমি হাজার হাজার অপরাধ করে থাকি। ‘এ আমার দাস’—এই মনে করে আমার সেই অপরাধ তুমি কৃপা করে ক্ষমা করো॥ ১ ॥ হে পরমেশ্বরি ! আমি না জানি আবাহন, না জানি বিসর্জন আর পূজাও আমি জানি না। ক্ষমা করো॥ ২ ॥ হে দেবি ! সুরেশ্বরি ! মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন, ভক্তিহীন যে পূজা আমি করছি, সে সব তোমার কৃপায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হোক॥ ৩ ॥ সহস্র অপরাধ করেও যে তোমার শরণ নিয়ে ‘মা জগদম্বা’ বলে ডাকে, ব্রহ্মাদি দেবতাদের যে গতি সুলভ নয়, সে সেই গতিও প্রাপ্ত হয়॥ ৪ ॥ হে জগদম্বিকে ! আমি অপরাধী, কিন্তু তোমার শরণ গ্রহণ করেছি, আমি তোমার দয়ার পাত্র। তুমি যা ভাল মনে কর, করো ॥ ৫ ॥

অজ্ঞানাদ্‌বিস্মৃতের্ভ্রান্ত্যা যন্ন্যূনমধিকং কৃতম্‌।
তৎ সর্বং ক্ষম্যতাং দেবি প্রসীদ পরমেশ্বরি॥ ৬ ॥

কামেশ্বরি জগন্মাতঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহে।
গৃহাণার্চামিমাং প্রীত্যা প্রসীদ পরমেশ্বরি॥ ৭ ॥

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্‌।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥ ৮ ॥

॥ শ্রীদুর্গার্পণমস্তু ॥

~~০~~

হে দেবি ! পরমেশ্বরি ! অজ্ঞানতাহেতু, ভুলবশতঃ অথবা বুদ্ধির ভ্রান্তির দরুন আমি যা ন্যূন বা অধিক করেছি, সেইসব তুমি ক্ষমা করো আর প্রসন্না হও ॥ ৬ ॥

সচ্চিদানন্দস্বরূপা পরমেশ্বরি ! জগন্মাতা কামেশ্বরি ! তুমি প্রীতিপূর্বক আমার এই পূজা গ্রহণ করো ও আমার প্রতি প্রসন্না হও ॥ ৭ ॥ হে দেবি ! সুরেশ্বরি ! তুমি গুহ্য থেকে গুহ্যতর বস্তুর রক্ষাকর্ত্রী। আমার নিবেদিত এই জপ গ্রহণ করো। তোমার কৃপায় আমার সিদ্ধিলাভ হোক॥ ৮ ॥

~~০~~

শ্রীদুর্গামানস পূজা

উদ্যচ্চন্দনকুঙ্কুমারুণপয়োধারাভিরাপ্লাবিতাং
নানানর্ঘ্যমণিপ্রবালঘটিতাং দত্তাং গৃহাণাম্বিকে।
আমৃষ্টাং সুরসুন্দরীভিরভিতো হস্তাম্বুজৈর্ভক্তিতো
মাতঃ সুন্দরি ভক্তকল্পলতিকে শ্রীপাদুকামাদরাৎ॥ ১ ॥

দেবেন্দ্রাদিভিরর্চিতং সুরগণৈরাদায় সিংহাসনং
চঞ্চৎকাঞ্চনসংচয়াভিরচিতং চারুপ্রভাভাস্বরম্।
এতচ্চম্পককেতকীপরিমলং তৈলং মহানির্মলং
গন্ধোদ্বর্তনমাদরেণ তরুণীদত্তং গৃহাণাম্বিকে॥ ২ ॥

হে মাতা ত্রিপুরসুন্দরি ! ভক্তমনবাঞ্ছাপূরণকারিণী তুমি কল্পলতা। মা ! এই শ্রীপাদুকা ভক্তিপূর্বক তোমার শ্রীচরণে সমর্পিত হয়েছে, তুমি গ্রহণ করো। এই পাদুকা উত্তম চন্দন ও কুঙ্কুমলিপ্ত মিলিত লাল জলধারায় ধৌত, তুমি ইহা গ্রহণ করো। নানারকম বহুমূল্য মণিমাণিক্য দিয়ে এটি রচিত করা হয়েছে, অনেক দেবাঙ্গনাদের করকমলদ্বারা ভক্তিপূর্বক সাদরে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে নির্মল করা হয়েছে ॥ ১ ॥

মা ! তোমার বসবার জন্য দেবতারা এই দিব্য সিংহাসন এখানে রেখেছেন, তুমি এর ওপর বসো। এই সিংহাসনকে দেবরাজ ইন্দ্রাদিও পূজা করেন। নিজ কান্তিতে উদ্ভাসিত রাশি রাশি সুবর্ণ দিয়ে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। আপন মনোহর প্রভায় এটি সর্বদা প্রকাশিত থাকে। এছাড়া, চাঁপা ও কেতকীর সুগন্ধে পূর্ণ অত্যন্ত নির্মল তেল আর সুগন্ধি মিশ্রণের বিলেপনে বিলেপিত এই সিংহাসন, দিব্য যুবতীরা অতি যত্ন করে তোমার সেবার জন্য প্রস্তুত করেছে, কৃপা করে এটি গ্রহণ করো॥ ২ ॥

পশ্চাদ্দেবি গৃহাণ শম্ভুগৃহিনি শ্রীসুন্দরি প্রায়শো
গন্ধদ্রব্যসমূহনির্ভরতরং ধাত্রীফলং নির্মলম্।
তৎকেশান্ পরিশোধ্য কঙ্কতিকয়া মন্দাকিনীস্রোতসি
স্নাত্বা প্রোজ্জ্বলগন্ধকং ভবতু হে শ্রীসুন্দরি ত্বন্মুদে॥ ৩ ॥

সুরাধিপতিকামিনীকরসরোজনালীধৃতাং
সচন্দনসকুঙ্কুমাগুরুভরেণ বিভ্রাজিতাম্।
মহাপরিমলোজ্জ্বলাং সরসশুদ্ধকস্তূরিকাং
গৃহাণ বরদায়িনি ত্রিপুরসুন্দরি শ্রীপ্রদে॥ ৪ ॥

গন্ধর্বামরকিন্নরপ্রিয়তমাসংতানহস্তাম্বুজ-
প্রস্তারৈর্ধ্রিয়মাণমুত্তমতরং কাশ্মীরজাপিঞ্জরম্।
মাতর্ভাস্বরভানুমণ্ডললসৎকান্তিপ্রদানোজ্জ্বলং
চৈতন্নির্মলমাতনোতু বসনং শ্রীসুন্দরি ত্বন্মুদম্॥ ৫ ॥

হে দেবি ! এরপর তুমি এই আমলকী ফলটি গ্রহণ করো। হে শিবপ্রিয়ে ! ত্রিপুরসুন্দরি ! যত কিছু সগন্ধি এই সংসারে আছে, সবই এই আমলকীতে আছে যার ফলে এইটি এতই সুগন্ধিত হয়েছে। কাজেই চুলের মধ্যে এটি লাগিয়ে চুলটা কঙ্কতিকা দ্বারা (কাঁকুই চিরুণী দিয়ে) আচঁড়ে পবিত্র গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে এসো। তারপর এই দিব্য গন্ধ তোমার জন্য প্রস্তুত করা রইল, এই গন্ধ তোমার আনন্দবর্দ্ধন করবে॥ ৩ ॥

সর্বসম্পদ্দায়িনী বরদা ত্রিপুরসুন্দরি ! এই সরস শুদ্ধ কস্তুরী গ্রহণ করো। দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবী স্বয়ং এইটি নিজের হাতে নিয়ে তোমার সেবার জন্য অপেক্ষা করছে। এর মধ্যে চন্দন, কুঙ্কুম ও অগুরু একত্র হওয়াতে এর শোভা আরও বেড়ে গেছে। এর থেকে অতি সুন্দর গন্ধ নির্গত হওয়ায় এটি বড়ই মনোহর দেখাচ্ছে॥ ৪ ॥

মা শ্রীসুন্দরি ! এই পরম উত্তম পবিত্র বস্ত্র তোমার সেবায় নিবেদিত হয়েছে, এটি তোমার হর্ষবৃদ্ধি করবে। মাতঃ ! গন্ধর্ব, দেবতা তথা কিন্নরদের

স্বর্ণাকল্পিতকুণ্ডলে শ্রুতিযুগে হস্তাম্বুজে মুদ্রিকা
মধ্যে সারসনা নিতম্বফলকে মঞ্জীরমঙ্ঘ্রিদ্বয়ে।
হারো বক্ষসি কঙ্কণৌ ক্বণরণৎকারৌ করদ্বন্দ্বকে
বিন্যস্তং মুকুটং শিরস্যনুদিনং দত্তোন্মদং স্তূয়তাম্॥ ৬ ॥

গ্রীবায়াং ধৃতকান্তিকান্তপটলং গ্রৈবেয়কং সুন্দরং
সিন্দূরং বিলসল্ললাটফলকে সৌন্দর্যমুদ্রাধরম্।
রাজৎকজ্জলমুজ্জ্বলোৎপলদলশ্রীমোচনে লোচনে
তদ্দিব্যৌষধিনির্মিতং রচয়তু শ্রীশাম্ভবি শ্রীপ্রদে॥ ৭ ॥

প্রেয়সী সুন্দরীরা নিজেদের প্রসারিত করকমলে এই বস্ত্র নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। এই বস্ত্র কেশরের রংয়ে রঞ্জিত পীতাম্বর। এই বস্ত্র থেকে পরম প্রকাশমান সূর্যমণ্ডলের শোভাময়ী দিব্য কান্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে আর তাতে এই বস্ত্র অতীব সুশোভিত হয়েছে॥ ৫ ॥

তোমার দুই কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল ঝিলমিল করছে, করকমলের এক আঙ্গুলে অঙ্গুরীয় শোভা পাচ্ছে, কটিদেশে নিতম্বের ওপর কাঞ্চী (করধনী) শোভিত রয়েছে, দুটি চরণকমলে নূপুর রিমঝিম বাজছে, বক্ষদেশে সুন্দর হার দোদুল্যমান আর দুই কবজিতে কঙ্কণ ঝন্‌ঝন্ করছে। তোমার মস্তকে স্থিত দিব্য মুকুট প্রতিদিন আনন্দ-প্রদানকারী হোক। এই সব অলঙ্কারই প্রশংসাযোগ্য সুন্দর ॥ ৬ ॥

হে ধনদায়িনী শিবপ্রিয়া পার্বতি! তোমার গলায় এই অপূর্ব ঝক্‌মকে কণ্ঠভূষা হাঁসুলীটি পরে নাও, ললাটমধ্যে সৌন্দর্যের প্রতীকচিহ্ন সিন্দূরের টিপ লাগাও তথা অতীব সুন্দর পদ্মকোরকের লজ্জাদায়ী তোমার চোখে এই কাজলও লাগাও। এই কাজল দিব্য ওষধি দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে॥ ৭ ॥

অমন্দতরমন্দরোন্মথিতদুগ্ধসিন্ধূদ্ভবং
নিশাকরকরোপমং ত্রিপুরসুন্দরি শ্রীপ্রদে।
গৃহাণ মুখমীক্ষিতুং মুকুরবিম্বমাবিদ্রুমৈ-
র্বিনির্মিতমঘচ্ছিদে রতিকরাম্বুজস্থায়িনম্॥ ৮ ॥

কস্তূরীদ্রবচন্দনাগুরুসুধাধারাভিরাপ্লাবিতং
চঞ্চচ্চম্পকপাটলাদিসুরভিদ্রব্যৈঃ সুগন্ধীকৃতম্।
দেবস্ত্রীগণমস্তকস্থিতমহারত্নাদিকুম্ভব্রজৈ-
রম্ভঃশাম্ভবি সংভ্রমেণ বিমলং দত্তং গৃহাণাম্বিকে ॥ ৯ ॥

কহ্লারোৎপলনাগকেসরসরোজাখ্যাবলীমালতী-
মল্লীকৈরবকেতকাদিকুসুমৈ রক্তাশ্বমারাদিভিঃ।
পুষ্পৈর্মাল্যভরেণ বৈ সুরভিণা নানারসস্রোতসা
তাম্রাম্ভোজনিবাসিনীং ভগবতীং শ্রীচণ্ডিকাং পূজয়ে॥ ১০ ॥

পাপনাশিনী সম্পদদায়িনী ত্রিপুরসুন্দরি ! নিজের চন্দ্রবদন বিম্বিত করার জন্য এই দর্পণ গ্রহণ করো। রতিদেবী স্বয়ং এই দর্পণ হাতে নিয়ে তোমাকে দেবার জন্য অপেক্ষমাণ। এই দর্পণের চারিদকে মুঙ্গ লেপন করা রয়েছে। ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের সময় দুরন্তবেগে ঘূর্ণিত মন্দার পর্বতের মন্থনে এই দর্পণ উঠে এসেছিল। চন্দ্রের কিরণের মতো উজ্জ্বল এই দর্পণ॥ ৮ ॥

হে শিবধর্মপত্নী পার্বতী দেবি ! দেবাঙ্গনাদের মাথায় রাখা মহামূল্য রত্নময় কলসে স্থিত এই পবিত্র জল শীঘ্র গ্রহণ করো। এই জল চম্পা ও গুগ্‌গুলাদি সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত করা হয়েছে আর কস্তুরীরস, চন্দন, অগুরু এবং সুধার ধারায় এই জল মিশ্রিত করা হয়েছে॥ ৯ ॥

কহ্লার, উৎপল, নাগকেশর, পদ্ম, মালতী, মল্লিকা, কুমুদ, কেতকী ও রক্তকনেরাদি পুষ্প দিয়ে, সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দিয়ে এবং নানাপ্রকার রসধারা দিয়ে রক্তপদ্মে আসীনা শ্রীচণ্ডিকা দেবীর আমি পূজা করছি॥ ১০ ॥

মাংসীগুগ্গুলচন্দনাগুরুরজঃকর্পূরশৈলেয়জৈ-
  র্মাধবীকৈঃ সহ কুঙ্কুমৈঃ সুরচিতৈঃ সর্পির্ভিরামিশ্রিতৈঃ।
সৌরভ্যস্থিতিমন্দিরে মণিময়ে পাত্রে ভবেৎ প্রীতয়ে
  ধূপোঽয়ং সুরকামিনীবিরচিতঃ শ্রীচণ্ডিকে ত্বন্মুদে॥ ১১ ॥

ঘৃতদ্রবপরিস্ফুরদ্রুচিররত্নযষ্ট্যান্বিতো
  মহাতিমিরনাশনঃ সুরনিতম্বিনীনির্মিতঃ।
সুবর্ণচষকস্থিতঃ সঘনসারবর্ত্যান্বিত-
  স্তব ত্রিপুরসুন্দরি স্ফুরতি দেবি দীপো মুদে॥ ১২ ॥

জাতীসৌরভনির্ভরং রুচিকরং শাল্যোদনং নির্মলং
  যুক্তং হিঙ্গুমরীচজীরসুরভিদ্রব্যান্বিতৈর্ব্যঞ্জনৈঃ।
পক্কান্নেন সপায়সেন মধুনা দধ্যাজ্যসম্মিশ্রিতং
  নৈবেদ্যং সুরকামিনীবিরচিতং শ্রীচণ্ডিকে ত্বন্মুদে॥ ১৩ ॥

মাতা শ্রীচণ্ডিকে ! দেববধূদের দ্বারা নির্মিত এই দিব্য ধূপ তোমার প্রসন্নতাবর্ধনকারী হোক। এই ধূপ রত্নময় সুবাসিত আধারে রাখা হয়েছে ; এই ধূপ তোমার সন্তোষপ্রদায়িনী। এটি জটামাংসী, গুগ্গুল, চন্দন, অগুরুচূর্ণ, কর্পূর, শিলাজীত, মধু, কুঙ্কুম ও ঘী একত্রিত করে উত্তম রীতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে॥ ১১ ॥

হে দেবী ত্রিপুরসুন্দরি ! তোমাকে প্রসন্ন করার জন্য এখানে এই দীপ প্রজ্বলিত রয়েছে। ঘৃত দিয়ে এই দীপ জ্বালান হয়েছে ; এই দীপের নীচে দেবাঙ্গনাদের দ্বারা নির্মিত রত্নদণ্ড লাগান হয়েছে। সুবর্ণপাত্রে জ্বালান হয়েছে। এর মধ্যে কর্পূরের বাতিও রাখা হয়েছে। ভীষণতম অন্ধকারকেও এই দীপ দূর করে দেয়॥ ১২ ॥

হে শ্রীচণ্ডিকে দেবি ! তোমার প্রসন্নতার জন্য দেববধূরা ভোগ, নৈবেদ্য সাজিয়েছে। এই ভোগনৈবেদ্য শালী ধানের চালে শুদ্ধ রুচিকর, চামেলীর

লবঙ্গকলিকোজ্জ্বলং বহুলনাগবল্লীদলং
সজাতিফলকোমলং সঘনসারপূগীফলম্।
সুধামধুরিমাকুলং রুচিররত্নপাত্রস্থিতং
গৃহাণ মুখপঙ্কজে স্ফুরিতমম্ব তাম্বূলকম্॥ ১৪ ॥

শরৎপ্রভবচন্দ্রমঃস্ফুরিতচন্দ্রিকাসুন্দরং
গলৎসুরতরঙ্গিণীললিতমৌক্তিকাড়ম্বরম্ ।
গৃহাণ নবকাঞ্চনপ্রভবদণ্ডখণ্ডোজ্জ্বলং
মহাত্রিপুরসুন্দরি প্রকটমাতপত্রং মহৎ॥ ১৫ ॥

মাতস্ত্বন্মুদমাতনোতু সুভগস্ত্রীভিঃ সদাঽঽন্দোলিতং
শুভ্রং চামরমিন্দুকুন্দসদৃশং প্রস্বেদদুঃখাপহম্।
সদ্যোঽগস্ত্যবসিষ্ঠনারদশুকব্যাসাদিবাল্মীকিভিঃ
স্বে চিত্তে ক্রিয়মাণ এব কুরুতাং শর্মাণি বেদধ্বনিঃ॥ ১৬ ॥

গন্ধে সুবাসিত অন্নের সাথে জিরা, লঙ্কা, হলুদ, ধনে ইত্যাদি মশলা দিয়ে নানাবিধ ব্যঞ্জনও রয়েছে, যার মধ্যে দুধ, মধু, দই ও ঘি যথোপযুক্তভাবে দেওয়া হয়েছে॥ ১৩ ॥

মা ! সুন্দর রত্নখচিত পাত্রে দিব্য তাম্বূল সুসজ্জিত করা হয়েছে, তুমি অনুগ্রহ করে এই তাম্বূল মুখে দাও। লবঙ্গ দিয়ে এই পানের খিলি আটকান হয়েছে, ফলে ইহা অতীব সুন্দর দেখতে হয়েছে। এই পানের খিলিতে অনেক পানাক্ষপাতা, নরম জৈত্রী, কর্পূর ও সুপারী দেওয়া হয়েছে। এই তাম্বূল সুধামাধুর্যে পরিপূর্ণ॥ ১৪ ॥

হে মহাত্রিপুরসুন্দরী মাতা পার্বতি ! এই দিব্য বিশাল ছত্র রাখা হয়েছে, দয়া করে এটা গ্রহণ করো। শারদপূর্ণিমার অমৃতবর্ষী সুধার মতো এই ছত্র সুন্দর। এই ছাতায় মুক্তার ঝালর দেখে মনে হয় যেন দেবনদী গঙ্গার স্রোত উপর থেকে নীচে পড়ছে। সুবর্ণময় দণ্ডের কারণ এই ছত্র অপূর্ব মনোরম দর্শনধারী ॥ ১৫ ॥

মা ! সুন্দরী নারীদের হাতে নিরন্তর ব্যজনিত চন্দ্র ও কুন্দফুলের মতো উজ্জ্বল ও স্বেদনিবারক এই শ্বেত চামর তোমার আনন্দ বর্দ্ধন করবে। এছাড়া

স্বর্গাঙ্গণে বেণুমৃদঙ্গশঙ্খভেরীনিনাদৈরুপগীয়মানা।
কোলাহলৈরাকলিতা তবাস্তু বিদ্যাধরীনৃত্যকলা সুখায়॥ ১৭ ॥

দেবি ভক্তিরসভাবিতবৃত্তে প্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি সৎফলমেকং জন্মকোটিভিরপীহ ন লভ্যম্॥ ১৮ ॥

এতৈঃ ষোড়শভিঃ পদ্যৈরুপচারোপকল্পিতৈঃ।
যঃ পরাং দেবতাং স্তৌতি স তেষাং ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ১৯ ॥

~~○~~

মহর্ষি অগস্ত্য, বসিষ্ঠ, নারদ, শুকদেব, ব্যাসাদি তথা বাল্মকী মুনি নিজেদের মনে যে সব বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন, তাদের সেই মানস সংকল্পিত বেদধ্বনি তোমার আনন্দ বৃদ্ধি করুক॥ ১৬ ॥

স্বর্গের আঙ্গিনায় বেণু, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও ভেরীর মধুর ধ্বনির মধ্যে যে সুর বাজে আবার এদের সমবেত কলতানে যে শব্দ ব্যাপ্ত হয়, সেই সবের তালে ছন্দে বিদ্যাধরীদের প্রদর্শিত নৃত্যকলা তোমার সুখবৃদ্ধি করুক ॥ ১৭ ॥

হে দেবি ! তোমার ভক্তিরসে ভাবিত এই ছন্দময় স্তোত্রে যদি কোথাও কোনও ভক্তির লেশও পাও, তবে তুমি তাতেই প্রসন্ন হও । মা ! তোমার প্রতি ভক্তির উদ্রেকের জন্য মনের মধ্যে যে আকুলতা হয়, সেটাই জীবনের একমাত্র সার্থকতা। এই আকুলতা কোটি কোটি বার জন্মগ্রহণ করলেও তোমার কৃপা বিনা সুলভ হয় না॥ ১৮ ॥

এই উপচার কল্পিত ষোলটী শ্লোকে পরাশক্তি ভগবতী ত্রিপুরসুন্দরীকে যে স্তব করে, সে এইসব উপচার সমর্পণের ফল লাভ করে॥ ১৯ ॥

~~○~~

অথ দুর্গাদ্বাত্রিংশৎ নামমালা

শ্রীদুর্গার বত্রিশনামাবলী

কোনও এক কালে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ পুষ্প ইত্যাদি বিবিধ উপচারে মহেশ্বরী দুর্গার পূজা করেন। প্রসন্না হয়ে দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বললেন— 'দেবগণ ! তোমাদের পূজায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমাদের অভীষ্ট বর প্রার্থনা করো। আমি তোমাদের দুর্লভতম বস্তুও প্রদান করব।' দুর্গার এই কথা শুনে দেবতারা বললেন—'দেবি ! আমাদের শত্রু ত্রিলোকের কন্টকস্বরূপ মহিষাসুরকে আপনি বধ করেছেন, এতে সমস্ত জগৎ শান্ত ও নির্ভয় হয়েছে। আপনারই কৃপায় আবার আমরা নিজেদের পদলাভ করেছি। আপনি ভক্তের কল্পবৃক্ষ, আমরা আপনার শরণাগতি প্রার্থনা করছি। সুতরাং আমাদের মনে কোনও কিছু পাওয়ারই ইচ্ছা বাকী নেই। আমাদের সব কিছু পাওয়া হয়ে গেছে। তবুও আপনার আজ্ঞা, তাই জগৎ রক্ষার জন্য আপনার কাছে কিছু জানতে চাই। মহেশ্বরি ! এমন কোন উপায় কী আছে, যাতে শীঘ্র প্রসন্না হয়ে আপনি সঙ্কটাপন্ন জীবকে রক্ষা করেন ? দেবেশ্বরি ! এই সংবাদ সর্বতোভাবে গুহ্যতম হলেও আমাদের তা অবশ্যই বলুন।'

দেবতাদের এই প্রার্থনায় দয়াময়ী দুর্গাদেবী বললেন—'দেবগণ ! শোনো, এই রহস্য অতীব গুহ্য ও দুর্লভ। আমার বত্রিশ নামমালা সব রকম আপদ বিনাশ করে। এর মতো আর কোন স্তুতি ত্রিলোকে নেই। এই মালা রহস্যরূপ। আমি বলছি, শোনো'—

দুর্গা দুর্গার্তিশমনী দুর্গাপদ্বিনিবারিণী।
দুর্গমচ্ছেদিনী দুর্গসাধিনী দুর্গনাশিনী॥
দুর্গতোদ্ধারিণী দুর্গনিহন্ত্রী দুর্গমাপহা।
দুর্গমজ্ঞানদা দুর্গদৈত্যলোকদবানলা॥
দুর্গমা দুর্গমালোকা দুর্গমাত্মস্বরূপিণী।
দুর্গমার্গপ্রদা দুর্গমবিদ্যা দুর্গমাশ্রিতা॥
দুর্গমজ্ঞানসংস্থানা দুর্গমধ্যানভাসিনী।
দুর্গমোহা দুর্গমগা দুর্গমার্থস্বরূপিণী॥
দুর্গমাসুরসংহন্ত্রী দুর্গমায়ুধধারিণী।
দুর্গমাঙ্গী দুর্গমতা দুর্গম্যা দুর্গমেশ্বরী॥
দুর্গভীমা দুর্গভামা দুর্গভা দুর্গদারিণী।
নামাবলিমিমাং যস্তু দুর্গায়া মম মানবঃ॥
পঠেৎ সর্বভয়ান্মুক্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

---

১. দুর্গা, ২. দুর্গার্তিশমনী, ৩. দুর্গাপদ্বিনিবারিণী, ৪. দুর্গমচ্ছেদিনী, ৫. দুর্গসাধিনী, ৬. দুর্গনাশিনী, ৭. দুর্গতোদ্ধারিণী, ৮. দুর্গনিহন্ত্রী, ৯. দুর্গমাপহা, ১০. দুর্গমজ্ঞানদা, ১১. দুর্গদৈত্যলোকদবানলা, ১২. দুর্গমা, ১৩. দুর্গমালোকা, ১৪. দুর্গমাত্মস্বরূপিণী, ১৫. দুর্গমার্গপ্রদা, ১৬. দুর্গমবিদ্যা, ১৭. দুর্গমাশ্রিতা, ১৮. দুর্গমজ্ঞানসংস্থানা, ১৯. দুর্গমধ্যানভাসিনী, ২০. দুর্গমোহা, ২১. দুর্গমগা, ২২. দুর্গমার্থস্বরূপিণী, ২৩. দুর্গমাসুরসংহন্ত্রী, ২৪. দুর্গমায়ুধধারিণী, ২৫. দুর্গমাঙ্গী, ২৬. দুর্গমতা, ২৭. দুর্গম্যা, ২৮. দুর্গমেশ্বরী, ২৯. দুর্গভীমা, ৩০. দুর্গভামা, ৩১. দুর্গভা, ৩২. দুর্গদারিণী।

যে মানুষ আমার এই দুর্গানামমালা পাঠ করে, সে নিঃসন্দেহে সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

'কেউ শত্রুর দ্বারা উৎপীড়িত, অথবা দুর্ভেদ্য বন্ধনে পড়েছে, এই বত্রিশ

নাম পাঠমাত্রেই সে সংকট থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায়। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। ক্রোধভরে রাজা যদি বধ করতে উদ্যত হয় অথবা অন্য কোনও কঠোর দণ্ডের আজ্ঞা দেয় বা যুদ্ধে শত্রু সেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় অথবা বনমধ্যে হিংস্রজন্তু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে এই বত্রিশ নাম একশ আট বার পাঠ করা মাত্র সে সমস্ত ভয় থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। বিপদের সময় এমন ভয়নাশক উপায় আর দ্বিতীয় নেই। দেবগণ ! এই নামমালাপাঠক মানুষের কখনও কোনও ক্ষতি হয় না। অভক্ত, নাস্তিক ও শঠ লোকদের এই উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। ভয়ানক বিপদে পড়েও যে এই নামাবলী হাজার, দশ হাজার অথবা লক্ষ বার পাঠ করে, নিজে করে অথবা ব্রাহ্মণদের দিয়ে করায়, সে সব রকম আপদ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। সিদ্ধ অগ্নিতে মধুমিশ্রিত সাদা তিল দিয়ে এই নাম একলক্ষবার আহুতি দিলে মানুষ সব বিপদ থেকে পরিত্রাণ পায়। এই নামমালার পুরশ্চরণের সংখ্যা হল ত্রিশ হাজার। পুরশ্চরণ করে পাঠ করলে মানুষ এর দ্বারা সম্পূর্ণ কার্য সিদ্ধ করতে পারে। আমার সুন্দর অষ্টভুজা মৃত্তিকানির্মিত মূর্তি গড়িয়ে আট হাতে ক্রমশঃ গদা, খড়্গ, ত্রিশূল, বাণ, ধনুক, পদ্ম, খেটক (ঢাল) ও মুগুর ধারণ করাবে। মূর্তির মাথায় চন্দ্রের চিহ্ন হবে, মূর্তির তিন নেত্র হবে, রক্তবস্ত্র পরাবে, সিংহারূঢ়া, শূল দিয়ে মহিষাসুরকে বধ করছে এই রকম প্রতিমা বানিয়ে নানাপ্রকার সামগ্রী দিয়ে ভক্তিভরে আমার পূজা করবে। আমার উক্ত নামগুলির দ্বারা লাল করবীর ফুল দিয়ে শতবার পূজা করবে এবং মন্ত্র জপ করে মালপোয়া দিয়ে আহুতি দেবে। নানারকম উত্তম দ্রব্য দিয়ে ভোগ দেবে। এই রকম করলে মানুষ অসাধ্য কাজও সিদ্ধ করে নেয়। যে মানুষ প্রতিদিন আমার ভজন করে, সে কখনও বিপদে পড়ে না।'

দেবতাদের এই কথা বলে জগদম্বা ওখানেই অন্তর্দ্ধান করলেন। দুর্গাদেবীর এই উপাখ্যান যে শ্রবণ করে, তার কাছে কোনও আপদ আসে না।

~~○~~

অথ দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্॥ ১ ॥

বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেণালসতয়া
বিধেয়াশক্যত্বাত্তব চরণয়োর্যা চ্যুতিরভূৎ।
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে
কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥ ২ ॥

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ
পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে
কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥ ৩ ॥

মা ! আমি না জানি মন্ত্র, না যন্ত্র। অহো ! আমার স্তুতিজ্ঞানও নেই। না জানি আবাহন, না ধ্যান। স্তোত্র এবং কথাও জানি না। না জানি তোমার মুদ্রা, না আছে ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করার যোগ্যতা। কিন্তু একটা কথা জানি, সেটা হল তোমাকে অনুসরণ—তোমার পেছন পেছন চলা। এই অনুসরণ সব দুঃখ বিপত্তি হরণকারী॥ ১ ॥

সকলকে উদ্ধারকারিণী কল্যাণময়ী মা ! আমি পূজাবিধি জানি না, আমার অর্থেরও অভাব, আমি স্বভাবতই অলস আর আমার দ্বারা ঠিক ঠিক পূজা করাও সম্ভব নয় ; এই সব কারণে তোমার সেবাতে যে ত্রুটি হয়েছে, তা ক্ষমা করো। কারণ কুপুত্র হওয়া সম্ভব, কিন্তু কুমাতা কখনও হয় না॥ ২ ॥

মা ! এই পৃথিবীতে সিধাসাদা ছেলে তো তোমার অনেক আছে। কিন্তু সেই

জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে
কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥ ৪ ॥

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধসেবাকুলতয়া
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি।
ইদানীং চেন্মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্॥ ৫ ॥

শ্বপাকো জল্পাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা
নিরাতঙ্কো রঙ্কো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ।
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিদং
জনঃ কো জানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধৌ॥ ৬ ॥

সবেদের মধ্যে আমি তোমার অত্যন্ত চপল বালক। আমার মতো চঞ্চল খুবই বিরল। শিবে ! আমাকে তুমি যে ত্যাগ করবে তা কখনই উচিত নয় ; কারণ সংসারে কুপুত্র থাকা সম্ভব, কিন্তু কুমাতা কখনই হয় না॥ ৩ ॥

জগদম্ব ! মাতঃ ! আমি তোমার চরণের সেবা কখনও করিনি। দেবি ! তোমাকে কখনও অনেক ধনদৌলতও সমর্পণ করিনি ; তথাপি আমার মতো অধমের উপর তুমি যে অনুপম স্নেহবর্ষণ করো, তার কারণ এই যে সংসারে কুপুত্র জন্মান সম্ভব কিন্তু কুমাতা কখনও হয় না॥ ৪ ॥

গণেশজননী মা পার্বতি ! (অন্য দেবতাদের আরাধনা করার সময়) আমার নানা রকম সেবায় ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই পাঁচাশী বৎসরের অধিক পার হওয়াতে আমি দেবতাদের ছেড়ে দিয়েছি। এখন তাদের সেবা পূজা আর আমার দ্বারা হয় না। সুতরাং তাদের থেকে কোনও সাহায্যের আশা আর নেই। এই সময় যদি তোমার কৃপা না হয়, তাহলে নিরাবলম্ব হয়ে আমি কার কাছে যাব॥ ৫ ॥

মা অপর্ণা ! তোমার স্তোত্রের একটা অক্ষরও যদি কানে প্রবেশ করে,

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্পটধরো
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্॥ ৭ ॥

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ভববিভববাঞ্ছাপি চ ন মে
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ॥ ৮ ॥

তাহলে তার ফলে মূর্খ চণ্ডালও মধুর মতো সুমধুর প্রবচন বক্তা হয়ে যায়, দীনজনও কোটী স্বর্ণমুদ্রাসম্পন্ন হয়ে চিরকাল নির্ভয়ে বিহার করে। স্তোত্রমন্ত্রের একটি অক্ষর শ্রবণের যখন এই ফল, তখন যে মানব বিধিমত জপে রত থাকে, তার সেই জপ থেকে প্রাপ্ত উত্তম ফল কেমন হবে ? কে জানতে পারে ? ॥ ৬ ॥

ভবানি ! যাঁর সর্বাঙ্গে চিতাভস্ম লেপিত থাকে, বিষই যাঁর খাদ্য, যিনি দিগম্বরধারী (নগ্ন), মস্তকে জটা আর কণ্ঠে নাগরাজ বাসুকিকে হার করে ধারণ করে রয়েছেন, যাঁর হাতে ভিক্ষাপাত্র শোভা পায়, সেই ভূতনাথ পশুপতি যিনি একমাত্র 'জগদীশ'-পদবী ধারণ করেন, এর কারণ কী ? এই মহত্ত্ব তিনি কোথায় পেলেন ? এ কেবল তোমার পাণিগ্রহণেরই ফল ; তোমার সাথে বিয়ে হওয়াতেই তাঁর মহত্ত্ব বেড়ে গেছে॥ ৭ ॥

মুখমণ্ডলে চন্দ্রাভাধারিণী মা ! আমার মোক্ষলাভের ইচ্ছা নেই, সাংসারিক বৈভবলাভের বাসনাও নেই ; না আছে বিজ্ঞানপ্রীতি আর আর না আছে সুখের আকাঙ্ক্ষা, তাই তোমার কাছে শুধু এইই প্রার্থনা যে আমার এই জীবন যেন 'মৃড়ানী, রুদ্রাণী, শিব, শিব, ভবানী'—এই নাম জপ করতে করতে শেষ হয় ॥ ৮ ॥

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ
কিং রুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব॥ ৯ ॥

আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং
করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ
ক্ষুধাতৃষার্তা জননীং স্মরন্তি॥ ১০ ॥

জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং
পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধপরম্পরাপরং
ন হি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্॥ ১১ ॥

মা শ্যামা! নানাপ্রকার উপচারে বিধিসম্মত পূজা, তোমার আরাধনা আমার দ্বারা কখনও হয়নি। সর্বদা কর্কশভাবের চিন্তার ফলে আমি বাক্য দিয়ে কোন্ অপরাধ না করেছি! তবুও তুমি স্বয়ং স্নেহভরে এই হতভাগ্য অনাথের প্রতি যা কিছু কৃপাদৃষ্টি রাখছ, মা! এ তোমারই উপযুক্ত। তোমার মতো দয়াময়ী মাতাই আমার মতো কুপুত্রকেও আশ্রয় দিতে পারে ॥ ৯ ॥

মাতা দুর্গে! করুণাসিন্ধু মহেশ্বরি! আমি বিপদে পড়ে আজ যে তোমাকে স্মরণ করছি (আগে কখনও করিনি), এতে আমার শঠতা মনে করো না; কারণ ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত বালক তো মাকেই স্মরণ করে॥ ১০ ॥

জগদম্বিকে! আমার ওপরে যে তোমার পূর্ণ কৃপা বর্ষণ হচ্ছে এতে আর আশ্চর্যের কথা কী! ছেলে অপরাধের পর অপরাধ করতে থাকে, তবুও মা ছেলেকে উপেক্ষা করে না॥ ১১ ॥

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা ন হি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্যবিরচিতং দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

~~○~~

মহাদেবি ! আমার মতো পাতকী কেউ নেই আর তোমার মত পাপহারিণী কেউ নেই ; একথা মনে রেখে যা ভাল বোঝ, তাই করো॥ ১২ ॥

~~○~~

সিদ্ধকুঞ্জিকাস্তোত্রম্

শিব উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কুঞ্জিকাস্তোত্রমুত্তমম্।
যেন মন্ত্রপ্রভাবেণ চণ্ডীজাপঃ শুভো ভবেৎ॥ ১ ॥

ন কবচং নার্গলাস্তোত্রং কীলকং ন রহস্যকম্।
ন সূক্তং নাপি ধ্যানং চ ন ন্যাসো ন চ বার্চনম্॥ ২ ॥

কুঞ্জিকাপাঠমাত্রেণ দুর্গাপাঠফলং লভেৎ।
অতি গুহ্যতরং দেবি দেবানামপি দুর্লভম্॥ ৩ ॥

গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্বতি।
মারণং মোহনং বশ্যং স্তম্ভনোচ্চাটনাদিকম্।
পাঠমাত্রেণ সংসিদ্ধ্যেৎ কুঞ্জিকাস্তোত্রমুত্তমম্॥ ৪ ॥

মহাদেব বললেন—

দেবি ! শোনো । আমি উত্তম কুঞ্জিকাস্তোত্রের উপদেশ করব, যেই মন্ত্রের শক্তিতে দেবীর জপ (পাঠ) সফল হয়॥ ১ ॥

কবচ, অর্গলা, কীলক, রহস্য, সূক্ত, ধ্যান, ন্যাস এমন কী অর্চনারও প্রয়োজন নেই॥ ২ ॥

কেবলমাত্র কুঞ্জিকাপাঠেই দুর্গাপাঠের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (এই কুঞ্জিকা) অতি গুহ্য এবং দেবতাদেরও দুর্লভ ॥ ৩ ॥

হে পার্বতি ! একে স্বযোনির মতো গুপ্ত রাখা উচিত। এই উত্তম কুঞ্জিকাস্তোত্র কেবলমাত্র পাঠের দ্বারা মারণ, মোহন, বশীকরণ, স্তম্ভন ও উচ্চাটনাদি (আভিচারিক) উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে॥ ৪ ॥

অথ মন্ত্রঃ

ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে॥ ওঁ গ্লৌং হুং ক্লীং জূং সঃ জ্বালয় জ্বালয় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে জ্বল হং সং লং ক্ষং ফট্ স্বাহা

॥ ইতিমন্ত্রঃ ॥

নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ নমস্তে মধুমর্দিনি।
নমঃ কৈটভহারিণ্যৈ নমস্তে মহিষার্দিনি॥ ১ ॥
নমস্তে শুম্ভহন্ত্র্যৈ চ নিশুম্ভাসুরঘাতিনি॥ ২ ॥
জাগ্রতং হি মহাদেবি জপং সিদ্ধং কুরুষ্ব মে।
ঐংকারী সৃষ্টিরূপায়ৈ হ্রীংকারী প্রতিপালিকা॥ ৩ ॥
ক্লীংকারী কামরূপিণ্যৈ বীজরূপে নমোঽস্তু তে।
চামুণ্ডা চণ্ডঘাতী চ য়ৈকারী বরদায়িনী॥ ৪ ॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে॥ ওঁ গ্লৌং হুং ক্লীং জূং সঃ জ্বালয় জ্বালয় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে জ্বল হং সং লং ক্ষং ফট্ স্বাহা (মন্ত্রে উল্লিখিত বীজের অর্থ জানা সম্ভবও নয়, আবশ্যক নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। কেবলমাত্র জপই যথেষ্ট।)

হে রুদ্ররূপিণি ! তোমাকে নমস্কার। হে মধুদৈত্যনাশিনি ! তোমাকে নমস্কার। কৈটভবিনাশিনীকে নমস্কার। মহিষাসুরমর্দিনী দেবি ! তোমাকে নমস্কার॥ ১ ॥

শুম্ভনিধনী ও নিশুম্ভমর্দিনী দেবি ! তোমাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

হে মহাদেবি ! আমার জপকে জাগ্রত ও সিদ্ধ করো। 'ঐংকার' এর রূপে সৃষ্টিস্বরূপিণী, 'হ্রীং' রূপে সৃষ্টিপালনকারিণী॥ ৩ ॥ 'ক্লীং' রূপে কামরূপিণী তথা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বীজরূপিণী দেবি ! তোমাকে নমস্কার ! চামুণ্ডারূপে চণ্ডবিনাশিনী আর 'য়ৈকার' রূপে তুমিই বরদায়িনী ॥ ৪ ॥

বিচ্চে চাভয়দা নিত্যং নমস্তে মন্ত্ররূপিণি॥ ৫ ॥

ধাং ধীং ধূং ধূর্জটেঃ পত্নী বাং বীং বূং বাগধীশ্বরী।
ক্রাং ক্রীং ক্রূং কালিকা দেবি শাং শীং শূং মে শুভং কুরু॥ ৬ ॥

হুং হুং হুংকাররূপিণ্যৈ জং জং জং জম্ভনাদিনী।
ভ্রাং ভ্রীং ভ্রূং ভৈরবী ভদ্রে ভবান্যৈ তে নমো নমঃ॥ ৭ ॥

অং কং চং টং তং পং যং শং বীং দুং ঐং বীং হং ক্ষং
ধিজাগ্রং ধিজাগ্রং ত্রোটয় ত্রোটয় দীপ্তং কুরু কুরু স্বাহা॥
পাং পীং পূং পার্বতী পূর্ণা খাং খীং খূং খেচরী তথা॥ ৮ ॥

সাং সীং সূং সপ্তশতী দেব্যা মন্ত্রসিদ্ধিং কুরুষ্ব মে॥

'বিচ্চে' রূপে তুমি নিত্যই অভয় দিচ্ছ। (এই রকম ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে) তুমি এই মন্ত্রের স্বরূপ॥ ৫ ॥ 'ধাং ধীং ধূং' এর রূপে তুমি ধূর্জটী (শিবে)র পত্নী। 'বাং বীং বূং' রূপে তুমি বাণীর অধিশ্বরী। 'ক্রাং ক্রীং ক্রূং' রূপে কালিকা দেবী, 'শাং শীং শূং' রূপে আমার কল্যাণ করো॥ ৬ ॥ 'হুং হুং হুঙ্কার' স্বরূপিণী, 'জং জং জং' জম্ভনাদিনী, 'ভ্রাং ভ্রীং ভ্রূং' এর রূপে হে কল্যাণকারিণী ভৈরবী ভবানি! তোমাকে বার বার প্রণাম॥ ৭ ॥

'অং কং চং টং তং পং যং শং বীং দুং ঐং বীং হং ক্ষং ধিজাগ্রং ধিজাগ্রং' এই সবকে ভেঙ্গে দাও ও দীপ্ত করো স্বাহা। 'পাং পীং পূং' রূপে তুমি পার্বতী পূর্ণা। 'খাং খীং খূং' রূপে তুমি খেচরী (আকাশচারিণী) অথবা খেচরী মুদ্রা ॥ ৮ ॥ 'সাং সীং সূং' স্বরূপিণী সপ্তশতী দেবীর মন্ত্র আমার জন্য সিদ্ধ করো। এটি কুঞ্জিকাস্তোত্র মন্ত্রের জাগরণের জন্য। ভক্তিহীন পুরুষকে

ইদং তু কুঞ্জিকাস্তোত্রং মন্ত্রজাগর্তিহেতবে।
অভক্তে নৈব দাতব্যং গোপিতং রক্ষ পার্বতি॥
যস্তু কুঞ্জিকয়া দেবি হীনাং সপ্তশতীং পঠেৎ।
ন তস্য জায়তে সিদ্ধিররণ্যে রোদনং যথা॥

ইতি শ্রীরুদ্রযামলে গৌরীতন্ত্রে শিবপার্বতীসংবাদে
কুঞ্জিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্। [১]

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

~~O~~

এই মন্ত্র দেবে না। হে পার্বতি ! একে গুপ্ত রাখো। হে দেবি ! কুঞ্জিকাছাড়া যে সপ্তশতী পাঠ করে, অরণ্যে রোদনের মতো তার সেই পাঠও সিদ্ধ না হয়ে বিফল হয়।

এইভাবে শ্রীরুদ্রযামলের গৌরীতন্ত্রস্থ শিবপার্বতী-সংবাদের
সিদ্ধকুঞ্জিকাস্তোত্র সমাপ্ত হল।

~~O~~

---

[১] *প্রতিদিন প্রাতঃকালে উপরোক্ত স্তোত্র পাঠ করলে সব বাধাবিঘ্ন দূর হয়ে যায়। এই কুঞ্জিকাস্তোত্র ও দেবীসূক্তের সাথে সপ্তশতী পাঠে পরম সিদ্ধিলাভ হয়।*

মারণ*—কামক্রোধনাশ,* ***মোহন****—ইষ্টদেব-মোহন,* ***বশীকরণ****—মনকে বশে আনা,* ***স্তম্ভন****—ইন্দ্রিয়দের বিষয়ভোগে উপরতি,* ***উচ্চাটন****— মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ছট্‌ফটানি—এই সব উদ্দেশ্য নিয়ে স্তোত্রপাঠে এ সবই সিদ্ধ হয়।*

শ্রীশ্রীচণ্ডীর কয়েকটি সম্পুট-মন্ত্র

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে 'শ্লোক' 'অর্দ্ধশ্লোক' এবং 'উবাচ' ইত্যাদি মিলে ৭০০টি মন্ত্র আছে। এই মাহাত্ম্য দুর্গাসপ্তশতী নামে আখ্যাত। অর্থ, ধর্ম, কাম, মোক্ষ—সপ্তশতী হলেন এই চার পুরুষার্থ প্রদানকারিণী। যে পুরুষ যেই ভাব ও যেই কামনা নিয়ে শ্রদ্ধা ও বিধিপূর্বক সপ্তশতীপারায়ণ করে, সেই সেই ভাবনা ও কামনা অনুসারে সে সিদ্ধিলাভ নিশ্চয়ই করে। এই সত্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অসংখ্য মানুষের হয়েছে। নীচে এমন কতকগুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করা হল, যা সম্পুট দিয়ে বিধিমতো পারায়ণ করলে বিভিন্ন পুরুষার্থের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সিদ্ধিলাভ হয়। এর মধ্যে অধিকাংশই হল সপ্তশতীর মন্ত্র এবং কিছু সপ্তশতীর বাইরেরও আছে—

(১) সামগ্রিক কল্যাণের জন্য

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা।
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ।।

(২) বিশ্বের অশুভ শক্তি তথা ভয়ের নাশের জন্য

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু।।

(৩) বিশ্বের রক্ষার জন্য

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্।।

(৪) বিশ্বের অভ্যুত্থানের জন্য

বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥

(৫) বিশ্বব্যাপী বিপত্তিসমূহের বিনাশের জন্য

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

(৬) বিশ্বের পাপ-তাপ নিবারণ করার জন্য

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
র্নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাং প্রশমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

(৭) বিপত্তি বিনাশের জন্য

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

(৮) বিপত্তি-নাশ এবং মঙ্গল লাভের জন্য

করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী।
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥

(৯) ভয় নাশের জন্য

(ক) সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥

(খ) এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্বভীতিভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥

(গ) জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে॥

(১০) পাপ নাশের জন্য

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব॥

(১১) রোগ নিবারণের জন্য

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি॥

(১২) মহামারী দূর করার জন্য

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা ক্ষমা শিবা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে॥

(১৩) আরোগ্য এবং সৌভাগ্য লাভের জন্য

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি মে পরমং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

(১৪) সুলক্ষণা পত্নী লাভের জন্য

পত্নীং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্।
তারিণীং দুর্গসংসারসাগরস্য কুলোদ্ভবাম্॥

(১৫) আপদ-বিপদ নিবারণের জন্য

সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্॥

(১৬) সর্বপ্রকারের অভ্যুত্থানের জন্য

তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥

(১৭) দারিদ্র্য-দুঃখাদি নাশের জন্য

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।

দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥

(১৮) রক্ষা পাবার জন্য

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘন্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥

(১৯) সমগ্র বিদ্যা এবং স্ত্রীজাতির প্রতি মাতৃভাবের জন্য

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥

(২০) সর্বপ্রকারের কল্যাণের জন্য

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

(২১) শক্তি প্রাপ্তির জন্য

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

(২২) প্রসন্নতা লাভের জন্য

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

(২৩) বিবিধ উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥

(২৪) বাধা মুক্ত হয়ে অর্থ-পুত্রাদি লাভের জন্য

সর্বাবাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

(২৫) ভোগ-মোক্ষ লাভের জন্য

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

(২৬) পাপ নাশ এবং ভক্তি লাভের জন্য

নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চণ্ডিকে দুরিতাপহে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

(২৭) স্বর্গ এবং মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য

সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥

(২৮) স্বর্গ এবং মুক্তির জন্য

সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

(২৯) মোক্ষ লাভের জন্য

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

(৩০) স্বপ্নে সিদ্ধি-অসিদ্ধি জানবার জন্য

দুর্গে দেবি নমস্তুভ্যং সর্বকামার্থসাধিকে।
মম সিদ্ধিমসিদ্ধিং বা স্বপ্নে সর্বং প্রদর্শয়॥

~~○~~